বসুক।

অর্থাৎ

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয়।

(ভারতে প্রাচীন বৈশ্য-বণিক্।)

শ্রীমদনমোহন হালদার কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

প্রথম ভাগ।

প্রত্যক্ষঞ্চানুমানঞ্চ শাস্ত্রঞ্চ বিবিধাগমং।
ত্রয়ং সুবিদিতং কার্য্যং ধর্ম্মশুদ্ধিমভীপ্সতা॥
মনু, ১২।১০৫।

BASUKA,

OR

THE DETERMINATION AND EXPOSITION OF THE CASTE OF WHICH 'BASAKA' IS THE INITIAL PATRONYMIC NAME.

(The Merchants in Ancient India.)

BY

MADANMOHAN HALDAR.

PART I.

Calcutta:

PRINTED BY I. C BOSE & Co, STANHOPE PRESS, 249, BOW-BAZAR STREET, AND PUBLISHED BY THE AUTHOR.

1895.

শ্রীশ্রীহরি।

উৎসর্গ-পত্র।

কলত্রীশ-গোত্রীয়

৺ যাদবেন্দু বসুক

(খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া মুকুন্দরাম শেঠের সহিত গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন।)

|

৺ নারায়ণচন্দ্র

|

৺ বলরামচন্দ্র হাওয়ালাদার

(১৭১ পৃষ্ঠা দেখুন।)

|

৺ গোপীমোহন

(খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত অনারেবল্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের "দাদনি-বণিক্" ছিলেন।)

|

৺ কৃষ্ণচন্দ্র

|

৺ রামমোহন

|

৺ মধুসূদন

পিতৃদেবতা শ্রীচরণেষু।

পিতঃ!

স্বজাতির প্রতি আপনকার পবিত্র ভাব দেখিয়া আমিও স্বজাতি-বিষয়ক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। সন ১২৭৪ অব্দের জ্যৈষ্ঠী পৌর্ণমাসীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার দিবসে আপনকার স্বর্গলাভ হইলে, কিছুদিন পরে জাতিবিষয়ক বড়ই আন্দোলন হইতে থাকে। আমিও তদবধি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হই। এই গ্রন্থখানি আমার বহু পরিশ্রমের ফল। স্বজাতির প্রতি আপনকার সেই পবিত্র ভাবের স্মরণার্থ অদ্য শ্রীপঞ্চমীতে বসুক সম্প্রদায়ের করকমলে এই গ্রন্থখানি সমর্পণ করিলাম। ইতি সন ১৩০১ সাল, ১৮ই মাঘ।

বশংবদ সেবকানুসেবক

শ্রীমদনমোহন বসুক-হাওয়ালাদার।

সমালোচনা।

"BASUKA.—By Babu Madon Mohun Haldar. This book contains an exposition of the caste of which 'Basak' is the initial patronymic name. The author has traced the history of the 'Basaks' from some of the very ancient books and holds that their original name was 'Basuka' and not 'Basak' and that they belonged to the *Baisyas* or merchant class of India. The author repudiates the common idea that the Basaks belong to the weaving class. They had no connection whatever with the weavers before 1753. They are really the *Baisyas*, while the weavers are *sudras*."—*The Amrita Bazar Patrika, 18th March 1895.*

"বসুক। অর্থাৎ বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয়। শ্রীমদনমোহন হালদার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম ভাগ। ইহা অনেক পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফল। আমরা গ্রন্থকারের অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করি।"—হিতবাদী, ২২শে মার্চ্চ, সন ১৮৯৫ সাল।

"বসুক অর্থাৎ বসাকাদি উপাধি বিশিষ্ট জাতির পরিচয়। শ্রীমদনমোহন হালদার প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম ভাগ। মূল্য ৩৲ টাকা।—বসুক বা বসাকাদি উপাধি বিশিষ্ট জাতি যে ভারতের প্রাচীন ব্যবসায়ী বা বৈশ্য জাতীয়, তাহা প্রমাণ করাই এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য। হালদার মহাশয় স্বজাতিকে বৈশ্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যথেষ্টই গবেষণা করিয়াছেন।"—সঞ্জীবনী, ১৩ই এপ্রেল, সন ১৮৯৫ সাল।

"বসুক। অর্থাৎ বসাকাদি উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয়। ১ম ভাগ। শ্রীযুক্ত মদনমোহন হালদার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা। বসাক বৈশ্য জাতি—বহুবিধ প্রমাণ তুলিয়া, গ্রন্থকার এই কথা সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রীয় প্রমাণ অপেক্ষা ঐতিহাসিক প্রমাণের ভাগই বেশী। বসাক জাতির ইষ্টানিষ্টের সহিত যাঁহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাঁহাদের নিকট এ পুস্তকের প্রচার হইবে।"—বঙ্গবাসী, ২৪শে আগষ্ট, সন ১৮৯৫ সাল।

" This book is an attempt to prove that the people who are now known by the caste-name of Basák were originally a branch of the Vaisya race and quite distinct from the weaver class, with whom they are now confounded. It contains much interesting information about the topography and the early inhabitants of Calcutta."—*Bengal Library Catalogue of Books, published in the Calcutta Gazette of the 18th September 1895.*

" We thank the author of Basuka for pointing out the verse in the Usana Sanhitá with which we were unacquainted before, and which for the first time gives the correct etymology of the patronymic 'Bysack,' and proves incontestibly that the Basakas (Bysacks) represent the ancient Basukas."

In a note :—

" There is no distinction between the Setts and Bysacks. Basuka is the original title of both. In course of time, some of the Basukas assumed the title 'Sresthi' (শ্রেষ্ঠি) which afterwards came to be spelt as 'Sethi' (শেঠি) and then as Sett (শেঠ)."—*Extract from " Bengal : Its Castes and Curses." Art. VI in the Calcutta Review, July 1895, page 110.*

বিজ্ঞাপন।

"বসুক" গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইল। যে জাতি অপরাপর উপাধি সত্ত্বেও একমাত্র "বসাক" উপাধি দ্বারা সর্ব্বত্র পরিচিত, সেই জাতির বিষয় এই গ্রন্থে কিছু কিছু বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে কোন ব্যক্তি, বা কোন জাতির প্রতি কটাক্ষ করা আমার উদ্দেশ্য নহে।

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয় উপলক্ষেই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। বসাকেরা বৈশ্য,—এক্ষণে ব্রাত্য। আবহমান বসাকে বসাকেই বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া আসিয়াছে। তন্তুবায ও বসাকে বিবাহ কর্ম্ম ইতি-পূর্ব্বে কস্মিন্ কালে কোন স্থানীয় কোন শ্রেণীয় বসাকদিগের মধ্যে কুত্রাপি প্রচলিত ছিল না। তন্তুবায় ও বসাকদিগের পরস্পর বৃত্তিগত ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সমাজে বসাকদিগের তন্তুবায় আখ্যা হয়। ঐ আখ্যা খৃষ্টীয ১৭৫৩ অব্দ অপেক্ষা প্রাচীনতর নহে। এক্ষণে এরূপ অমূলক আখ্যাটী আর চলিতে দেওযা উচিত হয় না, উহা নিবারণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অপিচ, দশ বার বৎসর হইল, বাঙ্গা-লার শ্রীলশ্রীযুক্ত লেপ্‌টেনণ্ট গবর্ণর বাহাদুর বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জাতির জাতি-বিষয়ক গ্রন্থসঙ্কলনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অতএব এক্ষণে বসাকদিগের জাতি বিষয়ে পরিচয় দেওয়াও আবশ্যক। আমি এই সকল কারণ উপলক্ষ করিয়া বিশ বৎসর হইল বসাকদিগের জাতিবিষয়ক সমালোচনায়

প্রবৃত্ত হই। সেই দীর্ঘকাল-ব্যাপক অনুসন্ধানের ফল আমি এক্ষণে সাধারণের সমক্ষে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে যেরূপ সময় অতিবাহিত হইয়াছে, সেরূপ কার্য্য না হউক, কিন্তু যদি ইহাতে পাঠকবর্গ বিচার্য্যমাণ বিষয়-গুলির সম্যক্ অনুসন্ধানে প্রোৎসাহিত হন, তাহা হইলে সময়-ক্ষেপ, ব্যয় ও পরিশ্রমের জন্য আমাকে আক্ষেপ করিতে হইবে না।

এই গ্রন্থের এই ভাগে প্রধানতঃ একটী বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে "বস্থক" শব্দ বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। বস্থকেরাই বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন, এবং বস্ত্র ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যেও তাঁহাদের বাণিজ্য চলিত। এখন-কার "বসাক" উপাধি আদিতে বস্থক ও তৎপরে "বসক" ছিল। বস্থক শব্দ এইরূপে কালে বিকৃত হইয়া এক্ষণে বসাক আকারে পরিণত হইয়াছে। বসাকেরা জাতিতে তন্তুবায় নহেন। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য। তাঁহাদের এখন উপ-নয়নাদি সংস্কার আবশ্যক কি না বিবেচ্য।

কলিকাতা,
ইং ১৮৯৫ সাল,
৩১শে জানুয়ারি।

শ্রীমদনমোহন হালদারস্য।

বসুক।

অর্থাৎ

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয়।

প্রথম ভাগ।

অধ্যায়ক্রমে সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৭	৩	বিজন্ম	বিজন্মা
১৭	৮	তখন খৃষ্টীয়	তখন, অর্থাৎ খৃষ্টীয়
৩২	১৯	ধনসঞ্চয়ে	ধনসঞ্চয়
৪৯	৯	কণাট্	কর্ণাট
৫৩	২৯	Sheba (Saba)	Sheba (Saba) *
৫৩	৩১	উল্লিখিক	* উল্লিখিত
৫৪	২	সাক্ষীস্বরূপ	সাক্ষিস্বরূপ
৫৪	২৩	পূর্ব্বসীমা	পশ্চিম সীমা
৫৫	৫	বিংশতি	বিংশতিশত
৭০	১৬	"সুখাধাব"	"সুকোট্রা"
৭১	১২	প্রায়দ্বীপ	প্রায়োপদ্বীপ
৭২	৫	নষ্ঠাবশেষ	নষ্টাবশেষ
৭৫	৮	ফত্তত্‌কর্ম্মীদিগের	তত্তৎকর্ম্মীদিগের
৭৯	২৮	জিতিবও	জাতিবও
৮৪	২২	যাতায়াতে	যাতায়াতের
৮৭	২৪	Torjan	Trojan
১০২	২৮	প্রাদান	প্রদান
১২৮	১	সাব্যস্ত	সাব্যস্ত
১৩৪	৫	an dis	and is
১৪১	১৫	অনুগাঙ্গ	অনুগঙ্গ
১৫০	১৫	উলুবেরিয়ায়	উলুবেড়িয়ায়
১৫১	১১	3063	30 63
১৬০	২১	ব্রক্	ব্রুক্
১৬১	১২	পরও	পর ও
১৬৬	১৯	সিমুলিয়া	শিমুলিয়া
১৮৬	২৬	লইলেন	লইতেন
২০৪	২৮	শ্রেষ্ঠ-উপাধি-বিশিষ্ট	শ্রেষ্ঠী-উপাধি-বিশিষ্ট
২০৬	৫	আরঙ্গ	আড়ঙ্গ
২০৬	১৮	২০০	২০৫

শ্রীশ্রীহরি।

বসুক।

অর্থাৎ

বসাকাদি-উপাধি-বিশিষ্ট জাতির পরিচয়।

প্রথম ভাগ।

বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং বৃত্তি বিষয়ে মনুর মত।

শাস্ত্র-প্রণেতাদিগের মধ্যে ভগবান্ মনু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার ব্যবস্থা হিন্দুমাত্রের শিরোধার্য্য। তাঁহার প্রাধান্য ও প্রাচীনত্ব বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ রহিয়াছে। অধস্তন শাস্ত্র-কারেরা তাঁহার স্মৃতির আদর্শে আপনাপন শাস্ত্রগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রাধান্য বিষয়ে বৃহস্পতি কহিয়াছেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতেঃ।
মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥
তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চ।
ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনু র্যাবন্ন দৃশ্যতে॥"

অর্থ। মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব মনুর স্মৃতিই প্রধান। মন্বর্থ-বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশস্ত

নহে। যাবৎ ধর্ম্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর স্মৃতি দৃষ্ট না হয়, তাবৎ সকল শাস্ত্র, তর্ক ও ব্যাকরণ শোভা পাইয়া থাকে।

মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাই প্রাচীন ও প্রধান, এবং সর্ব্বত্রই অবনত মস্তকে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। মন্বর্থানুকূল স্মৃতি মাত্রেরই অর্থ সঙ্গত;—তদ্বিরুদ্ধে ব্যাকরণাদি-বিষয়ক তর্ক নিষ্ফল।

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মনু-সংহিতার ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

"লোকানান্তু বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ॥" ৩১ ॥

অর্থ। সেই প্রজাপতি ভূলোকাদির বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ, বাহু, উরু ও পাদদ্বয় হইতে, যথাক্রমে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। বেদে যেরূপ, মনু-সংহিতাতেও বর্ণচতুষ্টয়েব উৎপত্তি বিষয়ে সেইরূপ। বেদে বলে —

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ যদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

(ঋগ্বেদ, পুরুষ সূক্ত।)

অর্থ। ব্রাহ্মণ ইহাঁব মুখ, ক্ষত্রিয় ইহাঁর বাহুদ্বয়, ইহাঁর যে উরুদ্বয় সেই বৈশ্য, শূদ্র ইহাঁর পাদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত অবগত হইলাম। অতঃপর বর্ণচতুষ্টয়ের বৃত্তি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা সমালোচনা করিব। মনু-সংহিতার ১ম অধ্যায়ে লিখিত আছে ; যথা,—

"সর্ব্বস্যাস্য তু সর্গস্য গুপ্ত্যর্থং স মহাদ্যুতিঃ।
মুখবাহূরুপজ্জানাং পৃথক্ কর্ম্মাণ্যকল্পয়ৎ॥ ৮৭॥
অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥ ৮৮॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥ ৮৯॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥ ৯০॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥" ৯১॥

অর্থ। মহাতেজস্বী সেই ব্রহ্মা এই সমস্ত সৃষ্টির রক্ষার্থ যথাক্রমে, তাঁহার মুখ-বাহু-ঊরু ও পাদোৎপন্ন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম কল্পনা করিয়াছেন॥ ৮৭॥

তিনি ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ; ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে প্রজাপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অনাসক্তি ; এবং বৈশ্যদিগের পক্ষে পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, কুসীদ ও কৃষিকর্ম্ম কল্পনা করিয়াছেন॥ ৮৮—৯০॥

শূদ্রদিগের পক্ষে প্রভু একমাত্র এই কর্ম্ম আদেশ করিয়াছেন যে, তাহারা অসূয়া-বিহীন হইয়া এই তিন বর্ণের শুশ্রূষা করিবে॥ ৯১॥

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত অবগত হইলাম। অতঃপর দেখিতে পাই যে, তাঁহার ব্যবস্থায় বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণই দ্বিজ, শূদ্র দ্বিজ নহে; যথা, মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে —

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥" ৪॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণই দ্বিজ, অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র, এক-জাতি, অর্থাৎ তাহার উপনয়ন সংস্কার নাই। এই চারি বর্ণ-ব্যতীত পঞ্চম কোন বর্ণ নাই।

অতএব ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বৈশ্যেরও উপনয়ন-সংস্কার আছে, এবং তাঁহাদের ন্যায় ইহাঁরও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার অধিকার আছে।

বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর ব্যবস্থা উপরে সমালোচিত হইয়াছে। এক্ষণে নিম্ন-নির্দ্দিষ্ট তালিকা অবলম্বনে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি ও বৃত্তি বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থার সমালোচন হইবে।

সঙ্কর-জাতির নাম।	পিতা কোন্ জাতীয়।	মাতা কোন্ জাতীয়া।	সঙ্কর-জাতির বৃত্তি।	তত্তদ্ ব্যবস্থা-বিষয়ক মনু-সংহিতার অধ্যায় ও শ্লোক।
অম্বষ্ঠ, ...	ব্রাহ্মণ, ...	বৈশ্যা, ...	চিকিৎসা বৃত্তি, ...	১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক।
নিষাদ বা পারশব, ...	ঐ, ...	শূদ্রা, ...	মৎস্য-বধ বৃত্তি, ...	ঐ ৮ ,,
উগ্র, ...	ক্ষত্রিয়, ...	ঐ, ...	গোধাদির বধ ও বন্ধন বৃত্তি,	ঐ ৯ ,,
সূত, ...	ঐ, ...	ব্রাহ্মণী, ...	অশ্ব-সারথ্য বৃত্তি, ...	ঐ ১১ ,,
বৈদেহ, ...	বৈশ্য, ...	ঐ, ...	অন্তঃপুর-রক্ষা বৃত্তি, ...	ঐ ১১ ,,
মাগধ, ...	ঐ, ...	ক্ষত্রিয়া, ...	"বণিক্পথঃ," ...	ঐ ১১ ,,
চণ্ডাল, ...	শূদ্র, ...	ব্রাহ্মণী, ...	... ...	ঐ ১২ ,,
ক্ষত্তা, ...	ঐ, ...	ক্ষত্রিয়া, ...	গোধাদিব বধ ও বন্ধন বৃত্তি,	ঐ ১২ ,,
আয়োগব, ...	ঐ, ...	বৈশ্যা, ...	কাষ্ঠ-তক্ষণ বৃত্তি, ...	ঐ ১২ ,,
[illegible] ...	ব্রাহ্মণ, ...	উগ্রা, ...	... ...	ঐ ১৫ ,,
আভীর, ...	ঐ, ...	অম্বষ্ঠা, ...	... ...	ঐ ১৫ ,,
ধিগ্বণ, ...	ঐ, ...	আয়োগবী, ...	চর্ম্ম-নির্ম্মাণ বৃত্তি, ...	ঐ ১৫ ,,
পুক্কস, ...	নিষাদ, ...	শূদ্রা, ...	গোধাদির বধ ও বন্ধন বৃত্তি,	ঐ ১৮ ,,
কুক্কুটক, ...	শূদ্র, ...	নিষাদী, ...	... ...	ঐ ১৮ ,,
শ্বপাক, ...	ক্ষত্তা, ...	উগ্রা, ...	... ...	ঐ ১৯ ,,

সঙ্কর-জাতির নাম।	পিতা কোন্ জাতীয়।	মাতা কোন্ জাতীয়া।	সঙ্কর-জাতির বৃত্তি।	তত্তদ্ ব্যবস্থা-বিষয়ক মনু-সংহিতার অধ্যায় ও শ্লোক।
বেণ, ...	বৈদেহ, .	অম্বষ্ঠা, ...	করতাল ও মৃদঙ্গাদি বাদ্য বৃত্তি,	১০ অধ্যায় ১৯ শ্লোক।
ভূর্জকণ্টক ...				
আবন্ত্য, ...				
বাটধান, ...				
পুষ্পধ, ...	ব্রাত্য ব্রাহ্মণ, ...	ব্রাত্য ব্রাহ্মণী, ...	... .	ঐ ২১ ,,
বা				
শৈখ, ...				
ঝল্ল, ...				
মল্ল, ...				
নিচ্ছিবি, ...				
নট, ...	ব্রাত্য ক্ষত্রিয়, ...	ব্রাত্য ক্ষত্রিয়া, ...	... ...	ঐ ২২ ,,
করণ, ...				
খস, ...				
বা				
দ্রবিড়, ...				

সুধন্বাচার্য্য, ...					
কারুষ, ...					
বিজন্ম, ...	ব্রাত্য বৈশ্য, ...	ব্রাত্য বৈশ্যা, ...	... ...	ঐ	২৩ ,,
মৈত্র, ...					
স্বাত্বত, ...					
সৈবিন্ধ্র, ...	দস্যু, ...	আযোগবী, ..	কেশরচনাদি, পাশবন্ধন দ্বাবা মৃগবধ, ইত্যাদি বৃত্তি,	ঐ	৩২ ,,
মৈত্রেয, ...	বৈদেহ, ...	ঐ, ...	প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়া নৃপতিদিগেব স্তুতি পাঠ বৃত্তি,	ঐ	৩৩ ,,
মার্গব, দাশ বা কৈবর্ত্ত,	নিষাদ, ...	ঐ, ...	"নৌকর্ম্মজীবনং," ...	ঐ	৩৪ ,,
কাবাবব, ...	ঐ, ...	বৈদেহী, ...	চর্ম্মচ্ছেদন বৃত্তি, ...	ঐ	৩৬ ,,
অন্ধ্র, ...	বৈদেহ, ...	কারাববী, ...	পশু-হিংসা বৃত্তি, ...	ঐ	৩৬ ,,
মেদ, ...	ঐ, ...	নিষাদী, ...	ঐ, ...	ঐ	৩৬ ,,
আহিণ্ডিক, ...	নিষাদ, ...	বৈদেহী, ...	... ...	ঐ	৩৭ ,,
পাণ্ডুপাক, ...	চণ্ডাল, ...	ঐ, ...	বেণু-ব্যবহার বৃত্তি, ...	ঐ	৩৭ ,,
সোপাক, ...	ঐ, ...	পুক্কসী, ...	বধ্যেব হনন বৃত্তি, ...	ঐ	৩৮ ,,
অন্ত্যাবসাযী, ...	ঐ, ...	নিষাদী, ...	শ্মশান বৃত্তি, ...	ঐ	৩৯ ,,
চুঞ্চু, ...	ব্রাহ্মণ, ...	বৈদেহকী, ...	পশু-হিংসা বৃত্তি, ...	ঐ	৪৮ ,,
মদ্‌গু, ...	ঐ, ...	উগ্র, ...	ঐ, ...	ঐ	৪৮ ,,

আমরা এক্ষণে বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি এবং বৃত্তি বিষয়ে ভগবান্ মনুর মত অবগত হইলাম।

বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি।

পূর্ব্ব প্রকরণে বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের বৃত্তি বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, "বণিক্-পথ" বৈশ্য ও মাগধ জাতির বৃত্তি। কিন্তু বৈশ্যের বৃত্তিনির্দ্দেশস্থলে ঐ শব্দটী ক্লীবলিঙ্গে, ও মাগধ জাতির বৃত্তি-নির্দ্দেশস্থলে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত। যদি লিঙ্গভেদে উহার কোন অর্থ ভেদ না থাকে, তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে উভয় জাতির একই প্রকার বৃত্তি। কোন কোন টীকাকার উভয় স্থলেই বণিক্-পথ শব্দের অর্থ বাণিজ্য লিখিয়াছেন *। অতএব উভয় জাতিরই বৃত্তি বাণিজ্য;—উভয় জাতিই বণিক্। কিন্তু প্রথমটী মূলবর্ণ, দ্বিতীয়টী বর্ণ-সঙ্কর—অর্থাৎ বৈশ্যের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মাগধ জাতির উৎপত্তি। বাণিজ্য বৈশ্যের ন্যায় মাগধ জাতির বৃত্তি হইলেও, ভগবান্ মনুর একটী বিশেষ বিধি দ্বারা বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি বলিয়া অবধারিত আছে। মাগধ জাতির উহাতে কোন অধিকার নাই।

---

* কুল্লুকভট্ট মনু-সংহিতার ১ম অধ্যায়ের ৯০ শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"বণিক্পথং স্থলজলাদিনা বাণিজ্যম্"। তিনি আবার উহার ১০ম অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের ব্যাখ্যায় ঐ শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"স্থলপথবাণিজ্যম্"।

বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি, অপর কাহারো বৃত্তি নহে; এ কথা এত স্পষ্টরূপে উল্লিখিত আছে যে, তাহা কোন রূপে অন্য অর্থে বর্ত্তিতে পারে না। আমরা এক্ষণে ঐ শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মনু-সংহিতার ৯ম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

"মণিমুক্তাপ্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্ ॥" ৩২৯ ॥

অত্র মেধাতিথিঃ। "লোহশব্দেন তাম্রায়স্কাংস্যান্যাহ। অর্ঘবলাবলং ন্যূনতার্ঘস্য ন্যূনতাধিক্যে দেশকালাপেক্ষে কস্মিন্ দেশে ইদং মহার্ঘং কস্মিন্ বাপচিতার্ঘমেবং কালেঽপি ॥"

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "কিঞ্চ মণীতি। মণিমুক্তাবিদ্রুমলোহবস্ত্রাণাং গন্ধানাং কর্পূরাদীনাং রসানাং লবণাদীনাং উত্তমমধ্যমানাং দেশকালাপেক্ষয়া মূল্যোৎকর্ষাপকর্ষং বৈশ্যো জানীয়াৎ ॥"

অর্থ। বৈশ্য মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, লৌহ, কাংস্য, বস্ত্র, কর্পূরাদি-গন্ধদ্রব্য, এবং লবণাদি-রস, এই সকল দ্রব্যের গুণভেদে ও দেশকালানুসারে মূল্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ জানিবে।

বাণিজ্য সামান্যতঃ বৈশ্য ও মাগধ জাতির বৃত্তি হইলেও, বস্ত্র বৈশ্যদিগের পণ্যদ্রব্যবিশেষ। তাঁহারা দেশকালানুসারে ও দ্রব্যের গুণানুসারে বস্ত্রের মূল্য ধার্য্য করিবেন। ভগবান্ মনু এই বিশেষ বিধিদ্বারা বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। ইহাতে মাগধ জাতির কোন অধিকার নাই। কিন্তু ভগবান্ মনু আপৎকালে

জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ ঊর্দ্ধতন বর্ণের পক্ষে অধস্তন বর্ণের বৃত্তিবিশেষাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, বৈশ্যের এই নির্দ্দিষ্ট বস্ত্র-বাণিজ্যে কোন ঊর্দ্ধতন বর্ণের কোন প্রকার অধিকার আছে কি না।

ভগবান্ মনুর ব্যবস্থায় আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, উভয় বর্ণই বণিক্ হইতে পারেন। তিনি তাঁহাদিগকে সেরূপ অবস্থায় বৈশ্যের বিহিত বস্ত্র-বাণিজ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার দিয়াছেন; যথা, মনু-সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ে—

"ইদন্তু বৃত্তিবৈকল্যাত্ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।
বিট্‌পণ্যমুদ্ধৃতোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবর্দ্ধনম্॥" ৮৫॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "ইদন্ত্বিতি। ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চাত্মীয়বৃত্তেরসম্ভবে ধর্ম্মং প্রতি যথোক্তনিষ্ঠাতত্ত্বং ত্যজতা বৈশ্যেন যদ্বিক্রেতব্যং দ্রব্যজাতং তৎ বক্ষ্যমাণবর্জ্জনীয়-বর্জ্জিতং ধনবৃদ্ধিকরং বিক্রেয়ম্॥" ৮৫॥

অর্থ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যদি আত্মবৃত্তির অভাবে ধর্ম্মের প্রতি যথোক্ত নিষ্ঠা রাখিতে না পারে, তবে বৈশ্যের বিক্রেতব্য দ্রব্যসমূহের মধ্যে বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যগুলির বিক্রয়ে জীবিকা করিবে॥ ৮৫॥ *

*   *   *   *
*   *   *   *

"সর্ব্বঞ্চ তান্তবং রক্তং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
অপি চেৎ স্যুররক্তানি ফলমূলে তথৌষধী॥" ৮৭॥

---

* ১০ম অধ্যায়ের ৮৬ সংখ্যার শ্লোকটী পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "সর্ব্বমিতি। সর্ব্বং তন্তু-নির্ম্মিতং বস্ত্রং কুসুম্ভাদিনা রক্তং বর্জ্জয়েৎ। শণক্ষুমাতন্তু-ময়ান্যাবিকলোমভবানি চ যদ্যলোহিতান্যপি ভবেয়ুঃ তথাপি ন বিক্রীণীত তথা ফলমূলগুড়ুচ্যাদীনি বর্জ্জয়েৎ॥" ৮৭॥

অর্থ। সকল প্রকার তন্তুনির্ম্মিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হইলে, শণনির্ম্মিত, ও রেশমী ও পসমী বস্ত্র রক্তবর্ণ না হইলেও, এবং ফলমূল ও গুলঞ্চলতা প্রভৃতি ওষধি সকল বর্জ্জন করিবে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বস্ত্র-বাণিজ্যে কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার আছে। কিন্তু আপৎ কি অনাপৎ, কোন কালেই শূদ্রের উহাতে কোন অধিকার নাই। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা। যদি উহাতে তাহার জীবিকা না হয়, তবে যেরূপ শিল্পাদি কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতির শুশ্রূষা হয়, তিনি এরূপ কোন শিল্পাদি কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারেন। এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই; মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

"অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥ ৯৯॥
যৈঃ কর্ম্মভিঃ প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুককর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানি চ॥" ১০০॥

অত্র কূল্লূকভট্টঃ। "অশক্নুবন্নিতি। শূদ্রঃ দ্বিজাতি-শুশ্রূষাং কর্ত্তুমক্ষমঃ ক্ষুদবসন্নপুত্রকলত্রঃ সূপকারাদীনাং কর্ম্মভি র্জীবেৎ॥" ৯৯॥

"যৈরিতি। পূর্ব্বোক্ত কারুককর্ম্মবিশেষাভিধানার্থ-মিদম্। যৈঃ কর্ম্মভিঃ কৃতৈ র্দ্বিজাতয়ঃ পরিচর্য্যন্তে তানি

কারুককর্ম্মাণি তক্ষণাদীনি শিল্পানি চ চিত্রলিখিতাদীনি নানাঃ প্রকারাণি কুর্য্যাৎ ॥” ১০০ ॥

অর্থ। শূদ্র যদি দ্বিজশুশ্রূষায় পুত্ত্রদারাদির ভরণ-পোষণ করিতে অসমর্থ হয়, তবে কারুকর্ম্মে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৯৯ ॥

কিন্তু যে কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতির শুশ্রূষা হয়, তাহাকে এরূপ কারু ও শিল্প কর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ১০০ ॥

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে আপৎ কি অনাপৎ, কোন কালেই শূদ্রের বস্ত্র-বাণিজ্য বিষয়ে কোন বিধি লক্ষিত হয় না। অত-এব শূদ্র কখনই বস্ত্র-বণিক্ নহে। আমরা ইতিপূর্ব্বে সঙ্কর-জাতিসমূহের বৃত্তি-বিষয়ক সমালোচনায় দেখিয়াছি যে, তাহাদের মধ্যে কাহারও বস্ত্র-বাণিজ্যে অধিকার নাই। অত-এব তাহারা কখনই বস্ত্র-বণিক্ নহে। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উহাতে কিছু অধিকার আছে, কিন্তু আপদন্তে তাঁহাদের সে অধিকার থাকে না। অতএব আমরা এক্ষণে নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, বর্ণচতুষ্টয় ও বর্ণসঙ্করের মধ্যে বস্ত্র-বাণিজ্য কেবল বৈশ্যেরই বৃত্তি। বৈশ্যভিন্ন উহাতে অপর কাহারো অধিকার নাই।

মন্বাদি-প্রাজাপত্যাধিকারকালে হিন্দুসমাজ এরূপ কঠোর নিয়মে আবদ্ধ ছিল যে, তখন কেহ কখন উর্দ্ধতন বর্ণের কর্ম্মে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিতেন না। তখন মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের এতই প্রাদুর্ভাব ছিল যে, তখন কেহ কখন আপন বর্ণগত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কোন উচ্চতর বর্ণের কর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিতেন না। তখন রাজা সততই

বৈশ্যকে বৈশ্যের কর্ম্ম, এবং শূদ্রকে শূদ্রের কর্ম্ম করাইতেন। তখন যদি কোন ব্যক্তি কোন উর্দ্ধতন বর্ণের কর্ম্ম করিতেন, রাজা তাহাকে নিঃস্ব করিয়া সাম্রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। আমরা নিম্নে এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর দুই একটী শাসন-বচনের সমালোচনা করিব। তিনি বলিয়াছেন; যথা, মনু-সংহিতার ৮ম অধ্যায়ে—

"বাণিজ্যং কারয়েদ্বৈশ্যং কুসীদং কৃষিমেব চ।
পশূনাং রক্ষণঞ্চৈব দাস্যং শূদ্রং দ্বিজন্মনাম্॥" ৪১০॥

অত্র কুল্লুকভট্টঃ। "বাণিজ্যমিতি। বাণিজ্যকুসীদকৃষিপশুরক্ষণানি বৈশ্যং কারয়েৎ শূদ্রঞ্চ রাজা দ্বিজাতীনাম্ দাস্যং কারয়েৎ। অকুর্ব্বাণৌ বৈশ্যশূদ্রৌ রাজ্ঞো দণ্ড্যাবিত্যেবমর্থোহয়মিহোপদেশঃ॥"

অর্থ। রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, ধনাদির বৃদ্ধি, কৃষি ও পশুপালন করাইবেন, এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির দাস্য করাইবেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কেহ ইহার বৈপরীত্য করিলে, রাজা তাহাকে দণ্ড দিবেন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ভগবান্ মনুর শাসন-প্রণালীতে কেহ আপন বর্ণগত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। যখন মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন যদি কোন ব্যক্তি কোন উর্দ্ধতন বর্ণের কর্ম্ম করিবার প্রয়াস করিতেন, রাজা তাহাকে নিঃস্ব করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন। এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই যে,— যথা, মনু-সংহিতার ১০ ম অধ্যায়ে—

"যো লোভাদধমো জাত্যা জীবেদুৎকৃষ্টকর্ম্মভিঃ।
তং রাজা নির্দ্ধনং কৃত্বা ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥" ৯৬॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "যো লোভাদিতি। যো নিকৃষ্ট-জাতিঃ সন্ লোভাদুৎকৃষ্টজাতিবিহিতকর্ম্মভি র্জীবেৎ তং রাজা গৃহীতসর্ব্বস্বং কৃত্বা তদানীমেব দেশান্নিঃসারয়েৎ॥"

অর্থ। যে ব্যক্তি অধম-জাতি হইয়া লোভবশতঃ উৎকৃষ্ট-জাতির নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে জীবিকা করে, রাজা তাহাকে নিঃস্ব করিয়া শীঘ্রই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন॥

এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন শূদ্র অথবা কোন সঙ্করজাতি কখনই বস্ত্র-বাণিজ্যরূপ বৈশ্যের বিহিত কর্ম্মে হস্ত প্রসারণ করিতে পারিতেন না। তখন বস্ত্র-বাণিজ্য কেবল বৈশ্যেরই আয়ত্ত ছিল;—উহা বৈশ্যভিন্ন অপর কোন জাতির হস্তগত হয় নাই। মনু-সংহিতা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, ভগবান্ মনুর এই অভিপ্রায় যে, এক শ্রেণীর লোক দ্রব্যজাত নির্ম্মাণ করিবেন, অপর শ্রেণীর লোক সেই সকল নির্ম্মিত দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করি-বেন। দ্রব্য-নির্ম্মাণ ও নির্ম্মিত দ্রব্যের বাণিজ্য,—এই উভয় কর্ম্ম একাধারে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। অতএব যাহাতে উভয় কর্ম্মের উত্তরোত্তর উন্নতি-সাধন হয়, তজ্জন্য ভগবান্ মনু পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সকলকে স্ব স্ব বৃত্তি রক্ষা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এক পুরুষে এক প্রকার বৃত্তি, অপর পুরুষে অন্যপ্রকার বৃত্তি হইলে, বৃত্তির উন্নতি-সাধন পক্ষে বিশেষ হানি হইয়া থাকে। তজ্জন্য ভগবান্ মনুর শাসন এই যে, কেহ কখন আপন জাতিগত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহার বৈপরীত্য করিলে তৎক্ষণাৎ

তাহাকে স্বজাতি হইতে পতিত হইতে হইবে। এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই,—মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

"বরং স্বধর্ম্মো বিগুণো ন পারক্যঃ স্বনুষ্ঠিতঃ।
পরধর্ম্মেণ জীবন্ হি সদ্যঃ পততি জাতিতঃ॥" ৯৭॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "বরমিতি। বিগুণমপি স্বকর্ম্ম কর্ত্তুং ন্যায্যং ন পরকীয়ং সম্পূর্ণমপি যস্মাজ্জাত্যন্তরবিহিত-কর্ম্মণা জীবন্ তৎক্ষণাদেব স্বজাতিতঃ পততীতি দোষো বর্জনার্থঃ॥"

অর্থ। স্বজাতীয় বৃত্তি গুণশূন্য হইলেও শ্রেষ্ঠতর, পরকীয় বৃত্তি সদনুষ্ঠিত হইলেও সেরূপ নহে। যে ব্যক্তি পরকীয় বৃত্তিতে জীবিকা করে, সে ব্যক্তি স্বজাতি হইতে পতিত হয়॥

হিন্দুশাস্ত্রমাত্রেরই এই ভাব,—কেহ কখন আপন জাতিগত বৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। আমরা এক্ষণে ভগবদ্গীতা হইতে এতদ্বিষয়ক কয়েক্টী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। উল্লিখিত গীতার ১৮শ অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

"কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪॥
স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥
যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥" ৪৮॥

অর্থ। বৈশ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা॥ মনুষ্য আপনাপন কর্ম্মে রত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে। যে প্রকারে মনুষ্য স্বকর্ম্মে নিরত থাকিয়া সিদ্ধি লাভ করে, তাহা শ্রবণ কর॥ যাঁহা হইতে পঞ্চভূতের ক্রিয়া হইতেছে, যিনি এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন; মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে॥ পরকর্ম্ম সদনুষ্ঠিত এবং নিজকর্ম্ম গুণশূন্য হইলেও, পরকর্ম্ম অপেক্ষা নিজকর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর। স্বাভাবিক কর্ম্ম করিয়া কেহ পাপগ্রস্ত হয় না॥ হে অর্জ্জুন! স্বাভাবিক কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও ত্যাজ্য নহে, যেহেতু সকল কর্ম্মই ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় দোষাবৃত॥ ৪৪-৪৮॥

আমাদিগের এতদ্বিষয়ে আর অধিক আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। উপরি যে কয়েকটী প্রমাণ উপস্থাপিত হইল, তাহাতেই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি। যতদিন মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা ছিল, ততদিন বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের হস্ত-বহির্ভূত হয় নাই।

মানব-ধর্ম্মই বৈদিক-ধর্ম্ম, যেহেতু মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করেন, এবং উহাই ভারতে আবহমান প্রচলিত ছিল। অতএব বৈশ্যেরাই যে আবহমান বস্ত্রের ব্যবসায় করিয়া আসিতে ছিলেন, এ কথায় কোন তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না। পরে কোন অধস্তন কালে বৈদিক বা মানব-ধর্ম্মের ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। যেরূপ পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যখন

মহাবীর আলেক্‌জান্দার্‌ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন,— অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে—ভারতে বৈদিক ধর্ম্মেরই সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। তৎপরে যখন গ্রীক্‌-দূত মিগেস্থিনিস্‌ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ করেন, তখন,—অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩০২ অব্দে—বৈদিক মতই প্রবল ছিল। তৎপরে আবার অধস্তন-কালীন লেখকদিগের প্রমাণানুসারে যখন পর্‌ফিরিয়স্‌ তাঁহার সময়ে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যান, তখন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতেও যে বৈদিক বা মানব-ধর্ম্মই ভারতে অবলম্বিত ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় *। সুতরাং বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে হিন্দুদিগের মধ্যে বৈদিক বা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই সর্ব্বত্র পূজ্যভাবে পরিগৃহীত ছিল। অতএব তখন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের মধ্যে বস্ত্র-বাণিজ্য কেবল বৈশ্য-দিগের হস্তেই ন্যস্ত বা আবদ্ধ ছিল বলিতে হইবে। তৎপরে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান সকল ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে মিথিলাস্থ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি এক খানি সংহিতা রচনা

---

* "It may therefore be confidently inferred that the followers of the Vedas flourished in India when it was visited by the Greeks under Alexander, and continued to flourish from the time of Megasthenes, who described them in the fourth century before Christ, to that of Porphyrius, who speaks of them, on later authority, in the third century after Christ."—*Colebrooke in his Observations on the Sect of the Jains.*

করেন *। তিনি তাহাতে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা করিলেন যে, শূদ্রেরা আপৎকালে বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিবেন; যথা,—

*   *   *   *

"কুসীদকৃষিবাণিজ্যং পাশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্॥
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়াঽজীবন্ বণিগ্ ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈর্জীবেদ্ দ্বিজাতিহিতমাচরন্॥"

১ম অধ্যায়ের ১১৯—১২০ শ্লোকে।

অর্থ। বৈশ্যের প্রধান কর্ম্ম ধনবৃদ্ধি, কৃষি, বাণিজ্য ও পশুপালন। শূদ্রের প্রধান কর্ম্ম দ্বিজশুশ্রূষা; কিন্তু তাহাতে যদি তাঁহার জীবিকা না হয়, তবে যাহাতে দ্বিজাতির হিতসাধন হয়, তিনি এরূপ বিবিধ শিল্পকর্ম্মে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবেন, অথবা বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন।

---

* যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় মুদ্রা অর্থে যে "নাণক" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের প্রমাণানুসারে তাহা কণার্কী বা কনিষ্ক রাজার মুদ্রা। ঐ নৃপতি খৃষ্টীয় ৪০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, উহার কতকগুলি শ্লোক পঞ্চতন্ত্রে দৃষ্ট হয়। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন তন্ত্রাংশগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত। অতএব বলিতে হইবে যে, ঐ সংহিতাখানি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন এক সময়ে রচিত। বোধ হয়, উহা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কারণ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই অবলম্বিত ছিল।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে বৈশ্য, বা বৈশ্য ও মাগধ, এই দুই জাতিই বণিক্,—তন্মধ্যে বৈশ্যই বস্ত্র-বণিক্। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা, কিন্তু তাহাতে তাহার জীবিকা না হইলে, ভগবান্ মনু তাহাকে শিল্পকর্ম্মেই জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও শূদ্রের সম্বন্ধে ঐরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে তিনি তদতিরিক্ত যে একটী ব্যবস্থা দিয়াছেন, সেটী কিন্তু ভগবান্ মনুর সম্যক্ বিরোধী। তিনি শূদ্রকে বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন,—সেটী কিন্তু মন্বর্থ-বিপরীত ব্যবস্থা। অতএব দেখা যাইতেছে যে, তাঁহার সময় হইতেই, অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই, শূদ্রদিগের মধ্যে শিল্পব্যতীত বাণিজ্য-বৃত্তিও অবলম্বিত হইয়াছিল। শূদ্র, বোধ হয়, তদবধি বৈশ্যের বিহিত বস্ত্র-বাণিজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া, বৈশ্যের সহিত সমকক্ষ ভাবে বস্ত্র-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছেন। বস্ত্র-বাণিজ্য এইরূপে আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতেই বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে অন্ততঃ খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার সমধিক প্রাদুর্ভাব ছিল। কারণ, অধ্যাপক উইল্সন্ সাহেবের প্রমাণানুসারে ভারতবর্ষের অনেকানেক স্থানে এই শেষোক্ত শতাব্দীর খোদিত লিপি-গুলির মধ্যে উহার অনেক শ্লোক দৃষ্ট হয়। তৎপরে ক্রমে উহার অবসাদ কাল উপস্থিত হয়।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (A. D. 1191.) ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। তখন নূতন নূতন শাস্ত্র ও ব্যবস্থা সকল রচিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎকালীন শাস্ত্রকারদিগের—হিন্দুধর্ম্ম প্রচার ও প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্য থাকিলেও, উহা কখনই বিশদরূপে প্রকাশিত হয় নাই। সে সময়ে হিন্দুদিগের আচারব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত দৃষ্ট হয়। তদবধি হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তখন আবার নূতন নূতন বচন সকল রচিত হইয়া প্রাচীনতর শাস্ত্রে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। অতএব এক্ষণে এই সকল আধুনিক বা দূষিত শাস্ত্রাবলম্বনে বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি বলিয়া সপ্রমাণ করা কিছু দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।

বস্ত্র-বয়ন শূদ্রের বৃত্তি, অর্থাৎ তন্তুবায়েরা শূদ্র।

হিন্দুদিগের মধ্যে বস্ত্র-বয়ন ও সূচী-কর্ম্ম অতীব প্রাচীন। ঋগ্বেদে এ সকল কর্ম্মের বিশেষ উল্লেখ আছে। মনু বেদের অর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। বেদে যে জাতির যে ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থাপিত আছে, ভগবান্ মনু সেই জাতির সেই ধর্ম্মই সঙ্কলন করিয়াছেন। বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি, আমরা ইতিপূর্ব্বে তদ্বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকে বস্ত্র-বয়ন বিষয়ে তাঁহার ব্যবস্থা লক্ষিত

হয়। তাহাতে প্রকাশ আছে যে, বস্ত্র-বয়ন তন্তুবায়ের বৃত্তি। মনু-সংহিতার ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেকপলাধিকম্।
অতোঽন্যথাবর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" ৩৯৭॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "তন্তুবায় ইতি। তন্তুবায়ো বস্ত্র-নির্ম্মাণার্থং দশপলানি সূত্রং গৃহীত্বা পিষ্টভক্তাদ্যনুপ্রবেশা-দেকাদশপলং বস্ত্রং দদ্যাৎ। যদি ততো ন্যূনং দদ্যাত্তদা দ্বাদশপণান্ রাজ্ঞা দাপ্যঃ স্বামিনশ্চ তুষ্টিঃ কর্ত্তব্যৈব॥"

অর্থ। তন্তুবায় বস্ত্র-বয়নার্থ দশপল ওজনে সূত্র গ্রহণ করিয়া পিষ্টভক্তাদির অনুপ্রবেশের জন্য একাদশ পল ওজনে বস্ত্র দিবে। যদি উহার অন্যথা করে, তবে তাহাকে দ্বাদশ পণ দণ্ড দিতে হইবে॥

উহাতে স্পষ্ট লক্ষিত হইল যে, বস্ত্র-বয়ন তন্তুবায়ের বৃত্তি। ইতিপূর্ব্বে প্রতীত হইয়াছে যে, বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের সহিত মনু-সংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৩২৯ সংখ্যার শ্লোক-সমন্বয়ে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, ভগবান্ মনুর এই অভিপ্রায় যে, তন্তুবায়েরা কেবল বস্ত্র-বয়ন করিবেন, এবং বৈশ্যেরা সেই সকল নির্ম্মিত বস্ত্র লইয়া বাণিজ্য করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বস্ত্র-বয়ন ও বস্ত্র-বাণিজ্য,—এই উভয় কর্ম্ম একজাতির বৃত্তি নহে, এবং এই জন্যই তাঁহার ব্যবস্থায় তন্তুবায়েরা কখনই বস্ত্র-বণিক্ নহেন, ও বৈশ্যেরা কখনই বস্ত্র-বয়ন-কারী নহেন। উভয় জাতির বৃত্তি স্বতন্ত্র, এবং স্বতন্ত্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একের বৃত্তি অপরের উপর আরোপ করিলে, অথবা তন্তুবায়দিগকে বস্ত্র-

বণিক্ বলিলে, বা বস্ত্র-বণিক্‌দিগকে তন্তুবায় বলিলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হয়।

অধস্তন স্মৃতি বা পুরাণাদি-প্রণেতাদিগের সময়ে বা মতে যেরূপ হউক্, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, তন্তুবায়েরা আবহমান শূদ্র। বর্ণসঙ্করের মধ্যে তাঁহাদের উল্লেখ নাই। অতএব তাঁহারা কখনই বর্ণসঙ্কর নহেন। শূদ্রের স্বাভাবিক বৃত্তি দ্বিজশুশ্রূষা; কিন্তু যদি উহাতে তাহার পুত্রদারাদির ভরণপোষণ না হয়, তাহা হইলে যে কর্ম্ম করিলে দ্বিজাতির, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণের শুশ্রূষা হয়, তিনি এরূপ কোন শিল্পাদি কর্ম্ম করিতে পারেন। অতএব শাস্ত্রে শূদ্রের বৈশ্যোপজীবিত্ব ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। শূদ্র, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে অসমর্থ হইলে, ভগবান্ মনু তাহাকে ধনী বৈশ্যের পবিচর্য্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

"শূদ্রস্তু বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেৎ ক্ষত্রমারাধয়েদ্ যদি।
ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ॥" ১২১॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "শূদ্রস্ত্বিতি। শূদ্রো ব্রাহ্মণশুশ্রূষয়াঽজীবন্ যদি বৃত্তিমাকাঙ্ক্ষেত্তদা ক্ষত্রিয়ং পরিচর্য্য তদভাবে ধনিনং বৈশ্যং পরিচর্য্য জীবিতুমিচ্ছেৎ। দ্বিজাতিশুশ্রূষণাসামর্থ্যে তু প্রাগুক্তানি কর্ম্মাণি কুর্য্যাৎ॥"

অর্থ। শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ-শুশ্রূষায় জীবিকা-নির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া বৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করে, তবে ক্ষত্রিয়ের পরিচর্য্যায়

জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে; তদভাবে ধনী বৈশ্যের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, শূদ্র শাস্ত্রানুসারে আপৎ-কালে শিল্পকর্ম্মদ্বারা ধনী বৈশ্যের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্যের বৃত্তি। অতএব যে সকল বৈশ্য বস্ত্র-বাণিজ্য করেন, শূদ্রেরা বস্ত্র-বয়নরূপ শিল্পকর্ম্ম-দ্বারা সেই সকল বৈশ্যের পরিচর্য্যায় জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। যে সকল শূদ্র এইরূপে বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যদিগের বস্ত্র-বয়ন করিতেন, তাহারাই যে ভগবান্ মনুর সময়ে তন্তুবায় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা সহজেই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১০০ ও ১২১ শ্লোকের সহিত ৮ম অধ্যায়ের ৩৯৭ শ্লোক সমন্বয় করিয়া পাঠ করিলে নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় যে, ভগবান্ মনুর ব্যবস্থায় তন্তুবায় বলিয়া কোন স্বতন্ত্র জাতি নাই। তাঁহার অধিকার-কালে শূদ্রেরাই বস্ত্র-বয়ন করিতেন, এবং যাহারা বস্ত্র-বয়ন করিতেন, তাহারা শূদ্র। তখন শূদ্রদিগের মধ্যে তন্তুবায় আখ্যাটী কেবল কর্ম্মগত বিভাগ বলিয়া পরিগণিত ছিল; উহা কখনই বর্ণগত বিভাগ নহে। ইহাতে অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, কোন অধস্তন কালে শূদ্রদিগের মধ্যে তন্তুবায় বিভাগটী কুলগত বর্ণবিভাগ বলিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

এখন প্রতীত হইল যে, বস্ত্র-বয়ন শূদ্রের বৃত্তি, অর্থাৎ তন্তুবায়েরা শূদ্র। ভগবান্ মনুর সময় হইতে শূদ্রেরা খৃষ্টীয় অন্ততঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বস্ত্র-বয়ন করিয়া

জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে; তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ঐ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই সকলের একমাত্র অবলম্বনীয় ছিল। তৎপরে মিথিলাস্থ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি উল্লিখিত শাস্ত্রের এতদ্বিষয়ক ব্যবস্থাটীর কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া শূদ্রদিগকে বণিগ্-বৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার প্রদান করেন। তদবধি, বোধ হয়, তন্তুবায়েরাও বস্ত্র-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

বৈশ্যের পাতিত্যের কারণ ও সময়।

ইতিপূর্ব্বে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, হিন্দু-সমাজ চারিটী মূলবর্ণে বিভক্ত ছিল,—বৈশ্য তাহার একতম। কিন্তু এখন বৈশ্য-বর্ণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোথায়? কি কারণে বা কোন্ সময়ে উক্ত বর্ণের লোপ হয়? ইত্যাদি বিষয় আমরা এই প্রকরণে সমালোচনা করিব।

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় বৈদিকধর্ম্মের ঘোর অনিষ্ট হইয়াছিল। পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির অবস্থায় বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হয়। ভট্ট কুমারিল স্বামী, যিনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অন্তকালে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনিই প্রথমে বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে নিগ্রহ ও পরাভব করিয়াছিলেন। তৎপরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বৌদ্ধদিগকে একেবারে নিস্তেজ করিয়া

ফেলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ক্ষীণাবস্থায় হিন্দুসমাজের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হয়। তখন ভারতে জাতিবিচার নূতন ভাবে উপস্থিত হয়। তখন বর্ণচতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তে কেবল-মাত্র তিনটী মূলবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রব্যতীত বৈশ্যবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। তখন বৈশ্যেরা শূদ্রদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। আমরা এতদ্বিষয়ে সেই সুপ্রসিদ্ধ আরবীয় পণ্ডিত আবু বৈহান্ আল্‌বেরুণির প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেছি। তিনি আরবীয়দিগের মধ্যে তৎকালে একজন অতি সূক্ষ্মদর্শী ও অপক্ষপাতী লেখক ছিলেন। তিনি ভারতে, অর্থাৎ সিন্ধু-দেশের অন্তঃপাতী বেরুণি নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় এরূপ কৃত-বিদ্য হইয়াছিলেন যে, তিনি অবলীলাক্রমে আরবীয় ভাষায় সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল অনুবাদ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯৭০ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়, এবং খৃষ্টীয় ১০৩৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি আদিশূরের সম-সাময়িক *। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বৈশ্য ও শূদ্র,

---

* আদিশূর বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপতিদিগকে পরাস্ত করিয়া বৈদিকধর্ম্মের পুনঃস্থাপনা করেন। গৌড় তাঁহার রাজধানী ছিল। মতান্তরে, তিনি বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। "লঘুভারত"-প্রণেতা বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন যে, কলির ৪১৩০ বৎসর গতে আদিশূর রাজা হয়েন †। এক্ষণে কলির ৪৯৯৪ গতাব্দ। অতএব তিনি অদ্য হইতে ৮৬৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০২৯ অব্দে রাঢ়াদি দেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

---

† "শূন্যবহ্নিবিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজঃশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥"
শ্রীগোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ-প্রণীত "লঘুভারত," ২য় খণ্ড, ১১০ পৃষ্ঠা।

এই উভয় বর্ণের মধ্যে বড় অধিক প্রভেদ ছিল না। তিনি বৈশ্যদিগের উপর তৎকালীন রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের যেরূপ অত্যাচার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে বৈশ্যদিগের শূদ্র-ভাবাপন্ন হইবার আটক্ কি? ব্রাহ্মণেরা বৈশ্যদিগকে বেদপাঠের কথা দূরে থাক, বেদালোচনাতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। বৈশ্যেরা বেদপাঠ করিলে ব্রাহ্মণেরা রাজার নিকট অভিযোগ করিতেন, তাহাতে রাজা বৈশ্যদিগের জিহ্বা ছেদন করিবার আজ্ঞা দিতেন*। বৈশ্যেরা যে এরূপ অবস্থায় উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া ক্রিয়ালোপে দোষী হইবেন, তাহা বড় বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা তাঁহাদের নিজের দোষ নহে, শাসনগুণের অপরাধ। এক্ষণে এ অপরাধের বিচার হউক্, বিচার হইলে তাঁহাদের এক্ষণে বৈশ্যত্বে স্বত্ব-বিহীনতা ঘুচিয়া যাইবে।

---

*" Alberuni makes some brief remarks on the caste system, from which we are able to see that the Vaisyas—the great body of the Aryan people—were fast degenerating to the rank of Sudras. In one place we are told that between the Vaisyas and the Sudras ' there is no very great distance ' (Chap. IX) Elsewhere we learn that the Vaisyas had already been deprived of their ancient heritage of religious learning, that the Brahmans taught the Veda to the Kshatriyas, but ' the Vaisya and Sudra are not allowed to hear it, much less to pronounce or recite it.' (Chap. XII.) Again we are told that ' every action which is considered as the privilege of a Brahman, such as saying prayers, the recitation of the Veda, and offering sacrifices to the fire, is forbidden to him, to such a degree that when—*e. g.* a Sudra or a Vaisya is proved to have recited the Veda,—he is accused by the Brahmans before the ruler, and the latter will order his tongue to be cut off.' (Chap. LXIV.) "—*Dutta's History of Civilization in Ancient India, Vol. III. pp. 479-480.*

এরূপ প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগ-কালে বাঙ্গালায় কেহই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। আইন্ আক্‌বরি মতে, বল্লালসেন খৃষ্টীয় ১০৬৬ অব্দে বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। অতএব বলিতে হইবে যে, আল্‌বেরুণির সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১০৩৯ অব্দে বৈশ্য ও শূদ্র, এই উভয় বর্ণের মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ ছিল, বল্লালসেনের সময়ে, অর্থাৎ উহার ২০।২৫ বৎসর পরে সে প্রভেদ ঘুচিয়া যায়।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, যিনি * বল্লালসেনের ন্যূনাধিক চারিশত বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বৈশ্য-দিগের পাতিত্য-বিষয়ে ঐরূপ একটী প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বিষ্ণুপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রিয়ান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূপালা ভবিষ্যন্তীতি। তেন মহানন্দিপর্য্যন্তং ক্ষত্রিয় আসীৎ। এবঞ্চ ক্রিয়া-লোপাদ্বৈশ্যানামপি তথা। এবমম্বষ্ঠাদীনামপি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তম্॥"

অর্থ। মহানন্দির এক পুত্র শূদ্রার গর্ভে জন্মিবেন। তিনি অতি লুব্ধ হইবেন। তাঁহার নাম মহাপদ্ম হইবে। তিনি পরশুরামের ন্যায় সমস্ত ক্ষত্রিয় সংহার করিবেন।

---

* জ্যোতিস্তত্ত্বে প্রমাণ আছে যে, তিনি ঐ গ্রন্থখানি ১৪৩১ শকে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দে প্রণয়ন করেন—"বিষুবৎ মীনকন্যার্দ্ধে বেদাঙ্কাব্ধিশকাব্দকে"।

তদবধি শূদ্রেরা রাজা হইবেন! ইতি। অতএব মহানন্দিঃ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। ক্রিয়া-লোপহেতু বৈশ্য ও অম্বষ্ঠাদির জাতিপ্রসঙ্গেও এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে।

এখন প্রতীত হইল যে, বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতির অবস্থায় বৈদিকধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী মাত্র মূলবর্ণ বলিয়া ধৃত হয়। তাহাতে বৈশ্যবর্ণের লোপ হইয়া যায়। তখন বৈশ্যদিগের ক্রিয়া-লোপহেতু তাঁহাদের পাতিত্য আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহাতে তাঁহাদের নিজের কোন দোষ ছিল না। তৎকালীন রাজা ও ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে ও ষড়যন্ত্রে তাঁহাদের এরূপ পাতিত্য ঘটিয়াছিল।

অতঃপর দেখা যাউক যে, এই অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন্ জাতি বৈশ্য, এবং কাঁহারাই বা এক্ষণে শূদ্র-ভাবাপন্ন হইয়া পতিত রহিয়াছেন।

ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধি।

"বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি,"—এক্ষণে কিন্তু জাতি ও বৃত্তিগত এরূপ সম্বন্ধ অবধারিত হইলেও, এরূপ সম্বন্ধের সম্যক্ প্রতীতি লাভের জন্য অপর দুইটী বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান আবশ্যক, অর্থাৎ ইদানীন্তন এই অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন্ জাতিই বা বৈশ্য, আর ভূত-পূর্ব্ব বস্ত্র-বাণিজ্যই যে তাহাদের বৃত্তি তাহারই বা প্রমাণ কি? এই দুই প্রশ্নের

উত্তর নির্ণয় করাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যেহেতু অগ্রে এই দুই প্রশ্নের মীমাংসা না করিলে, কোন জাতিকেই মানবোক্ত বৈশ্য-জাতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই দুই প্রশ্নের মধ্যে এই প্রকরণে কেবল প্রথম প্রশ্নের কিয়দংশ মাত্রের মীমাংসা হইবে, অর্থাৎ আমরা এক্ষণে কেবল বৈশ্য-বর্ণের বৈশ্যত্বের লক্ষণ অবধারিত করিব। যেহেতু অগ্রে উল্লিখিত বর্ণের শাস্ত্রীয় লক্ষণ স্থিরীকৃত না হইলে, তল্লক্ষণ-বিশিষ্ট জাতি নিরূপিত করা অসম্ভব। শাস্ত্রে বলে* বৈশ্যের ধন-বাচক নাম রাখিবে, এ প্রথাটী কিন্তু এক্ষণে একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। উপাধি বিষয়েও শাস্ত্রে ঐরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অপ্রাচীন উপাধিগুলিতে উহার অনেক ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন উপাধি সকল কেবল শাস্ত্রানুসারেই অবধারিত। অতএব এক্ষণে বৈশ্য-বর্ণ নিরূপণের একতম উপায় প্রাচীন উপাধি। আমরা এই প্রকরণে কেবল তাহারই সমালোচনা করিব। তা যদি বৈশ্য-বর্ণের একতম লক্ষণ উপাধি, তবে বৈশ্যের বিহিত উপাধির অর্থ না বুঝিলে, এই অসংখ্য জাতির মধ্যে কোন্ জাতির তদ্রূপ উপাধি আছে, অর্থাৎ কোন্ জাতি তদুপাধি-বিশিষ্ট বর্ণ, তাহা কোন

---

* যথা, মনু-সংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

"মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য বলান্বিতম্।
বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতম্॥" ৩১॥

অর্থ। ব্রাহ্মণের মঙ্গল-বাচক, ক্ষত্রিয়ের বল-বাচক, বৈশ্যের ধন-বাচক, এবং শূদ্রের সেবা-বাচক নাম রাখিবে॥

ক্রমেই নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব আমরা অগ্রে বৈশ্যের উপাধির অর্থ বিষয়ে সমালোচনা করিব।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের ধন-বাচক শব্দে উপাধি; যথা, মনু-সংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

"শর্ম্মবদ্ ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্।
বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥" ৩২॥

অত্র মেধাতিথিঃ। "অত্র স্বরূপগ্রহণং পাঠানুক্রমশ্চাদৌ মঙ্গল্যমেতে শর্ম্ম শব্দাঃ। তথাচোদাহৃতং। ক্ষত্রিয়াদিনাম্নাং তু নৈতৎ সম্ভবতি রক্ষাশব্দস্য স্ত্রীলিঙ্গতাশ্রবণাৎ পুংসাং সামানাধিকরণ্যানুপপত্তেঃ তস্মাদেকোপক্রমত্বাৎ সমাচারাচ্চ সর্ব্বত্রার্থগ্রহণবাক্যভেদাচ্চ সমুচ্চয়ঃ যন্মঙ্গল্যং- তচ্ছর্ম্মার্থবচ্ছর্ম্মশরণমাশ্রয়ঃ। সুখং চার্থগ্রহণাৎ স্বামিদত্তভবভূত্যাদিশব্দপরিগ্রহঃ ইন্দ্রস্বামীন্দ্রাশ্রয়ঃ ইন্দ্রাবতোপি তদাশ্রয়তা প্রতীয়তে এবং সর্ব্বত্রোন্নেয়ম্। অথ কোয়ং হেতু র্ব্বাক্যভেদাৎ সমুচ্চয় ইতি। ব্রীহিভি র্যজেত যবৈ র্যজেতেতি কিং ন সমুচ্চয় ইতি উচ্যতে। লিঙ্গদর্শনমাত্রমেতৎ পৌরুষেয়ত্বাৎ। গ্রন্থস্য বিকল্পেহভিপ্রেতমঙ্গল্যং শর্ম্মবদ্বেতি লাঘবাদবক্ষ্যৎ। বাক্যভেদে হি দ্বিরাখ্যাতোচ্চারণং তদ্‌গুরু ভবতি রক্ষা পরিপালনং পুষ্টি র্ব্বৃদ্ধি র্গুপ্তিশ্চ। গোবৃদ্ধোধনগুপ্ত ইতি। প্রৈষ্যো দাসঃ—ব্রাহ্মণদাসো দেবদাসো ব্রাহ্মণাশ্রিতো দেবতাশ্রিত ইতি॥"

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "ইদানীমুপপদনিয়মার্থমাহ শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যেতি। এষাং যথাক্রমং শর্ম্মরক্ষাপুষ্টিপ্রৈষ্যবাচকানি

কর্ত্তব্যানি শর্ম্মবর্ম্মভূতিদাসাদীনি উপপদানি কার্য্যাণি। উদাহরণানি তু শুভশর্ম্মা বলবর্ম্মা বসুভূতিঃ দীনদাস ইতি। তথা চ যমঃ—

"শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতির্দত্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

বিষ্ণুপুরাণেঽপ্যুক্তং—

"শর্ম্মবদ্ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মেতি ক্ষত্রসংযুতম্।
গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥"

অর্থ। ব্রাহ্মণের শর্ম্ম-সূচক, ক্ষত্রিয়ের রক্ষা-সূচক, বৈশ্যের ধন-সূচক, ও শূদ্রের সেবা-সূচক উপাধি রাখিবে॥ ৩২॥

এক্ষণে প্রতীত হইল যে, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের ধন-বাচক শব্দে উপাধি। অপরাপর স্মৃতি-প্রণেতা-দিগেরও ঐ মত। তাঁহারা ভগবান্ মনুর স্মৃতির আদর্শে আপনাপন শাস্ত্রে ঐরূপই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে যম ঋষির মত উপরি প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের শর্ম্মা ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও দত্ত, এবং শূদ্রের দাস উপাধি রাখিবে। স্মৃতি-প্রণেতা শঙ্খেরও ঐ মত। তিনি বলিয়াছেন; যথা, শঙ্খ-সংহিতার ২য় অধ্যায়ে—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্ত্যজন্মনঃ॥"

অর্থ। ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের ধনান্ত, এবং শূদ্রের দাসান্ত উপাধি রাখিবে॥

স্মৃতি-প্রণেতা শাতাতপও ঐরূপ বলিয়াছেন ; যথা,—

"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু।
ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তঞ্চান্ত্যজন্মনঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত শাতাতপীয় বচন।)

অর্থ। ব্রাহ্মণের শর্ম্মান্ত, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মান্ত, বৈশ্যের ধনান্ত, এবং শূদ্রের দাসান্ত উপাধি হইবে॥

ধন-বাচক শব্দে যে বৈশ্যের উপাধি, এই মত শাস্ত্র-সম্মত, এবং আবহমান এই মতই অবিসম্বাদিতরূপে চলিয়া আসিয়াছে। কেবল যে ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধির ব্যবস্থা আছে, এমন নয়, আশীর্ব্বাদস্থলেও ধন-বাচক শব্দে তাহার প্রতি আশীর্ব্বাদ-প্রযোগের ব্যবস্থা। শিষ্টাচার-স্থলে অভিবাদনানন্তর অভিবাদ্য ব্যক্তি বৈশ্য অভিবাদককে "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্য বসুভূতে" ইত্যাদি বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিবেন*। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে† বৈশ্যদিগেরই কেবল ধন-সঞ্চয়ে অধিকার ও ধন-গত জ্যেষ্ঠত্ব ‡। অতএব ধন-বাচক

---

* "আয়ুষ্মান্ ভব সৌম্যেতি বাচ্যো বিপ্রোঽভিবাদনে।
আকারশ্চাস্য নাম্নোঽন্তে বাচ্যঃ পূর্ব্বাক্ষরঃ প্লুতঃ॥"

মনু, ২য় অ, ১২৫ শ্লোক।

† শূদ্রের পক্ষে ধনসঞ্চয়ে নিষেধ, যথা,—
"শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয়ঃ।"

মনু, ১০ম অ, ১২৯ শ্লোক।

অতএব শূদ্রের কখনই "ধনী" আখ্যা হইতে পারে না।

‡ "বিপ্রাণাং জ্ঞানতো জ্যৈষ্ঠ্যং ক্ষত্রিয়াণান্তু বীর্য্যতঃ।
বৈশ্যানাং ধান্যধনতঃ শূদ্রাণামেব জন্মতঃ॥"

মনু, ২য় অ, ১৫৫ শ্লোক।

উপাধি শাস্ত্রানুসারে কেবল বৈশ্যেরই। বৈশ্য ভিন্ন অপর কোন জাতির পক্ষে ধন-বাচক উপাধির ব্যবস্থা নাই। ভগবান্ মনু স্বয়ং বৈশ্যদিগকে "ধনী" বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(মনু, ১০।১২১,—২২ পৃষ্ঠা দেখুন্)।

ধন-বাচক শব্দেই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। বাণিজ্য বৈশ্যের বর্ণ-গত বৃত্তি; অতএব বৈশ্যেরাই প্রকৃত পক্ষে বণিক্। কিন্তু বণিক্ তাহাদেব বর্ণ-গত উপাধি নহে। উহা বৃত্তি-বাচক, জাতি-বাচক উপাধি নয়। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এ উভয়েরও বৃত্তি বাণিজ্য,—তাঁহারা তখন উভয়েই বণিক্। মাগধ জাতিরও বাণিজ্য-বৃত্তি,—তাহারাও বণিক্। বাণিজ্য-কারীমাত্রেরই বৃত্তি-বাচক উপাধি বণিক্। উহা কাহারও জাতি-বাচক উপাধি নহে। পক্ষান্তবে, বাণিজ্য বৈশ্যের একতম বৃত্তি, উহা বৈশ্যের একমাত্র বৃত্তি নহে। সেরূপ হইলে বৈশ্যদিগেব একমাত্র বণিক্ উপাধি থাকিলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু এই উপাধিটী সমগ্র বৈশ্য-জাতির পক্ষে সংলগ্ন হয না। যেহেতু বাণিজ্য-ব্যতীত বৈশ্যদিগের পশুপালনাদি বৃত্তিও আছে। তৎ তৎ বৃত্ত্যাশ্রয়ীদিগকে বণিক্ বলা সঙ্গত হয় না। বাণিজ্যই বণিক্ উপাধির ভিত্তি-স্বরূপ। বাণিজ্য থাকিলেই বণিক্, না থাকিলে বণিক্ নহে। কিন্তু যখন বাণিজ্য না করিলেও বৈশ্য হইতে পাবে, তখন তাহাদেব সাধারণ উপাধি-বিশেষ কি? ভগবান্ মনুব ব্যবস্থায় যখন বণিক্ বলিলে বৈশ্যও না হইতে পারে, এবং বৈশ্য বলিলে বণিক্ও না হইতে পারে, তখন একমাত্র বণিক্ উপাধিকে সাধারণ বৈশ্য-সমাজের বর্ণ-গত উপাধি বলা যাইতে

পারে না। যে সকল বৈশ্যের—বাণিজ্য-ব্যতীত বৈশ্য-জাতির বিহিত অপরাপর বৃত্তি অবলম্বন, তাঁহারা তাহাতে বৈশ্যত্বে স্বত্ব-বিহীন হইয়া পড়েন। অতএব বণিক্ কখনই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি নহে। উহা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের, এমন কি আধুনিক মতে* শূদ্রের ন্যায়, বৈশ্যেরও বৃত্তি-বাচক উপাধি। বৈশ্যের সকল বৃত্তিতেই একমাত্র ধনোপার্জ্জন লক্ষ্য, অতএব ধন-বাচক শব্দেই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি।

বৈশ্যদিগের যে ধন-বাচক শব্দে উপাধি, এ কথায় আর কোন তর্ক উপস্থিত হইতে পারে না। কিন্তু এক্ষণে অনেক জাতির মধ্যেই ধন-বাচক উপাধির ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এখন ধন-বাচক উপাধি দেখিলেই যে বৈশ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এ কথা সঙ্গত হয় না। এরূপ অবস্থায় উপাধির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করাই আবশ্যক। নচেৎ, এরূপ কোন তর্ক উপস্থিত হইলেও হইতে পারে যে, যে জাতিকে আমরা বৈশ্য বলিয়া এক্ষণে গ্রহণ করিবার কল্পনা করিয়াছি, সে জাতি কোন বৈশ্যেতর জাতি, এবং সে জাতির মধ্যে কোন অধস্তন কালে এরূপ কোন উপাধি আসিয়া থাকিবে,—অর্থাৎ উহা তাহাদের প্রাচীন উপাধি নহে। এরূপ স্থলে উপাধির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করাই উচিত। উপাধির প্রাচীনত্বের সহিত আবার বস্ত্র-বাণিজ্যের সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইলে, সকল প্রকার সন্দেহই এককালে দূরীভূত হইবে। অতএব আমাদিগকে এক্ষণে দেখিতে

---

* আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে শূদ্রেরাও বাণিজ্যবশতঃ বণিক্ বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছেন। (১৯ পৃষ্ঠা দেখুন্।)

হইবে যে, এই অসংখ্য ধন-বাচক উপাধিসমূহের মধ্যে শাস্ত্রাদি-দ্বারা কোন্ বিশেষ শব্দটী বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধি বলিয়া সপ্রমাণ, এবং কাহারাই বা সেই উপাধি-বিশিষ্ট জাতি? উহা সপ্রমাণ হইলে,—ঐ উপাধির ও ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতির প্রাচীনত্ব, এবং সেই জাতির বস্ত্র-বাণিজ্যবিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ থাকিবার কথা থাকে না; এবং তাহাতে আমাদিগের প্রথম প্রশ্নের অবশিষ্ট অংশের উত্তরে সমগ্র দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরও এককালে প্রদত্ত হয়। তখন আমরা উভয় প্রশ্নের উত্তরে একবারেই বলিতে পারিব যে, সেই প্রাচীন উপাধি-বিশিষ্ট জাতিই বৈশ্য, ও তাহাদিগেরই বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সেই প্রাচীন উপাধিটী কি? আমরা পর প্রকরণে এই প্রশ্নের সমাধান করিব। এ প্রকরণে কেবল প্রথম প্রশ্নের আংশিক মীমাংসা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। আমরা ইহাতে এইমাত্র দেখিলাম যে, ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধি।

বসাকেরা বৈশ্য ও তাহাদের উপাধি "বসুক"।

"বস্ত্র-বাণিজ্য বৈশ্য-বৃত্তি," "ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধি";—আমরা এ সকল বিষয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে সমালোচনা করিয়াছি। কিন্তু আমাদিগকে এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই অসংখ্য ধন-বাচক শব্দসমূহের মধ্যে শাস্ত্রাদিতে কোন্ বিশেষ শব্দটী বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধিরূপে

ধৃত হইয়াছে, এবং কাহারাই বা সেই উপাধি-বিশিষ্ট জাতি। ঐ নির্দ্দিষ্ট উপাধি অবধারিত হইলে, এবং শাস্ত্রাদির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইলে, ঐ উপাধির ও ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতির প্রাচীনত্ব, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই জাতির বস্ত্র-বিষয়ক বাণিজ্যও সম্যক্ প্রতিপাদিত হইবে।

ধর্ম্মাদি-বিপ্লবে আমাদিগের অনেকানেক শাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। এক্ষণে যে সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে, তন্মধ্যে উশনঃ-সংহিতাই অতি প্রাচীন। উহাতে "বসুক" শব্দ বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে, এবং উহাতে তন্তুবায় ও বসুকদিগের বৃত্তিগত পরস্পর-ভেদ-বিষয়ে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। আমরা তদ্বিষয়ক এই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। উল্লিখিত সংহিতায় লিখিত আছে; যথা,—

"তন্তুবায়া ভবন্ত্যেব বসুকাংস্যোপজীবিনঃ।
শীলকাঃ কেচিদত্রৈব জীবনং বস্ত্রনির্ম্মিতে॥"

অস্যার্থঃ। তন্তুবায়া ইতি। তন্তুবায়াস্তন্তুবয়নকারিণঃ বসুকাংস্যোপজীবিনো ভবন্তি এব। বসু ধনং বস্বেব বসুকং স্বার্থিক ক-প্রত্যয়েন সিদ্ধং তদস্যাস্তীতি অর্শ-আদিত্বাদচ্ প্রত্যয়ঃ। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তমিত্যনেন মনুনা ধনাদিবাচক-শব্দোপপদত্বনিয়মিতত্বাৎ শঙ্খেন তথা শাতাতপেন চ ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্যেত্যনেন ধন-বাচকশব্দোপপদত্বনিয়মিতত্বাচ্চ বসুক-শব্দেন বৈশ্য উচ্যতে। বসুকস্যাংসস্তেজোরূপস্তত্রভবা বসুকাংস্যা বসুকসন্তানাঃ তত্র ভব ইত্যনেন যৎ-প্রত্যয়েন সিদ্ধাঃ। অংস্যা ইতি অংশাংসৎ ক বিভাজনে ইতি

কবিকল্পদ্রুমস্মরণাদ্দন্ত্যসকারবৎ পদমিদং। বস্থকাংস্যান্ বৈশ্যসন্তানানুপজীবিতুং শীলং যেষাং তে। বস্থকাংস্যোপ-পদাদুপজীবতে র্ণিনিঃ। মনুনাপি ধনিনং বাপ্যুপারাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেদিত্যনেন শূদ্রানাং বৈশ্যোপজীবিত্বং ব্যবস্থাপিতং। নচ বস্থ ধনং কাংস্যং ধাতুবিশেষস্তাভ্যামুপ-জীবিতুং শীলং যেষামিতি বাচ্যং। যতঃ মণিমুক্তাপ্রবালাণাং লোহানামিত্যনেন মনুনা তথা মেধাতিথিনা লোহশব্দেন তাম্রায়স্কাংস্যানীত্যনেন বৈশ্যাঃ নতু তন্তুবায়াঃ কাংস্যোপ-জীবিনো ভবন্তি। শক্তেনাপি হি শূদ্রেণ ন কার্য্যো ধনসঞ্চয় ইত্যনেন মনুনা শূদ্রাণাং ধনসঞ্চয়ো নিষিদ্ধঃ। বণিক্পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্যেতি বিশেষবিধিনা মনু র্বৈশ্যানাং নতু তন্তু-বায়ানাং বসূপজীবিত্বং সমাদিশৎ। তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যা-দিত্যনেন মনুনা তন্তুবায়ানাং বস্ত্রবয়ন-বৃত্তিরিতি স্ফুটমুক্তং। কিম্বহুনা তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্কব্যাকরণানি চেতি বৃহস্পতিবচনাৎ মন্বর্থানুকূলত্বেনায়ং শ্লোকো ব্যাখ্যেয় ইতি ॥

অর্থ। তন্তুবায়েরা বস্থক-সন্তানদিগের পোষক কর্ম্মেই জীবিকা করিয়া থাকে। বস্ত্র-নির্ম্মাণে তাহাদের জীবিকা। তাহাদেব মধ্যে শ্রেণীবিশেষে "শীল" উপাধি আছে॥

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, ধন-বাচক শব্দে বৈশ্যের উপাধি। বস্থক শব্দ ধন-বাচক "বস্থ" শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক'-প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন, এবং শাস্ত্রানুসারে উহাই বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, উহাই আবার উশনঃ-সংহিতায় বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধি-রূপে ধৃত হইয়াছে। উল্লিখিত সংহিতায় তন্তুবায় ও

বস্থকদিগের বৃত্তিগত পরস্পর-ভেদবিষয়ে নির্দ্দেশ দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, উহার—“বস্থকাংস্যোপজীবিনঃ”—এই চরণটী মনু-সংহিতার—

“ধনিনং বাপ্যুপাবাধ্য বৈশ্যং শূদ্রো জিজীবিষেৎ”—

এই শ্লোকার্দ্ধের অনুরূপ গুম্ফন মাত্র। বস্থক শব্দ যে শাস্ত্রানুসারে বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধি, তাহা এতদ্দ্বারা সম্যক্ সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব এক্ষণে এই উপাধি-বিশিষ্ট জাতি যে বৈশ্য ও বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন,—তদ্বিষয়ে আর অপর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না।

উশনঃ-সংহিতা অতি প্রাচীন স্মৃতি; কিন্তু উহার রচনা-সময় নিরূপণ করা দুরূহ ব্যাপার। কোন শাস্ত্রের রচনা-সময় বিষয়ে পুরাতত্ত্ববিদ্দিগের মধ্যে মতের ঐক্য দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, অনেকানেক শাস্ত্রে অধস্তন কালে নূতন নূতন বচন সকল রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সেই সেই শাস্ত্রের অনেকাংশে পূর্ব্বাপর শ্লোকের বিরোধ দৃষ্ট হয় *। এরূপ অবস্থায়

* কিন্তু প্রচলিত মনু-সংহিতায় যে সেরূপ কোন শ্লোক পশ্চাৎ রচিত হইয়া সন্নিবেশিত হয় নাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় বহুসংখ্যক টীকা ও ভাষ্যকারদিগের লিখনদ্বারা সম্যক্ সপ্রমাণ হইতেছে। যে সকল টীকা ও ভাষ্য অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে মেধাতিথির “মনুভাষ্য” সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রচলিত বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের ঊনবিংশ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ কথনচ্ছলে মেধাতিথির জন্মবৃত্তান্তের প্রসঙ্গ আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, তিনি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কণ্ব। মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন গোত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছে †। তাঁহার বংশে উত্তম উত্তম ব্রাহ্মণ জন্মিয়াছিলেন। মৃত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—

† “অপ্রাতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ।
যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ॥”
বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্থাংশ, ১৯ অধ্যায়।

শাস্ত্রের সময়-নিরূপণ কখনই নিঃসংশয়ে ঠিক্ হয় না। সে যাহা হউক্, শাস্ত্রের সময়-নিরূপণবিষয়ে এরূপ আপত্তি সত্ত্বেও যদি বিচার্য্যমাণ সংহিতার সময়-নিরূপণ এতই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে উহার সময় কতক পরিমাণে জানিবার একতম উপায় এই যে, পরাশর-সংহিতায় স্মৃতি-প্রণেতা উশনার নাম কীর্ত্তিত আছে *। অতএব পরাশর-সংহিতার পূর্ব্বে উশনঃ-সংহিতা বিদ্যমান থাকাই সপ্রমাণ হইতেছে। এক্ষণে পরাশর-সংহিতার সময় অবধারিত হইলে, উশনঃ-সংহিতার সময় কতক পরিমাণে অনুমিত হইতে পারে।

পরাশর যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। যুধিষ্ঠিরাদি কবির কল্পনামাত্র নহে। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচলিত মুদ্রা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

পণ্ডিতেরা মেধাতিথির জীবনকাল একপ্রকার নিরূপিত করিয়াছেন। তিনি ভট্ট কুমারিল স্বামীর অধস্তন কালে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি কুমারিলের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। কুমারিল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অন্তকালে জীবিত ছিলেন। অতএব মেধাতিথি উহার পর কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। মিতাক্ষরা-প্রণেতা বিজ্ঞানেশ্বর আবার মেধাতিথির গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিজ্ঞানেশ্বর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব মেধাতিথি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন।

মেধাতিথির কোন অধস্তন কালে শাস্ত্রাদিতে নূতন নূতন বচন সকল রচিত হইয়া প্রক্ষিপ্ত হওয়ায়, সে গুলি হিন্দু নামের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

---

* যথা, ১ম অধ্যায়ে—

"শ্রুতা মে মানবা ধর্ম্মা বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাস্তথা।
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈব তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৩ ॥
অত্রে র্বিষ্ণোশ্চ সাম্বর্ত্তা দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাশ্চ যে ॥ ১৪ ॥
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাশ্চ যে।
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ শঙ্খস্য লিখিতস্য চ ॥" ১৫ ॥

মেজার্ জেমস্ টড্ ইন্দ্রপ্রস্থাদি প্রদেশে ও ডাক্তার উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব বাঙ্গালা প্রদেশে তাঁহাদের প্রচলিত কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন †। আবার ২০।২২ বৎসর হইল, শ্রীহট্ট প্রদেশের অন্তঃপাতী "ভাটেরা" নামক পল্লীর কোন এক প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে একখানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ¶। তাহাতে "পাণ্ডবাব্দ" উল্লিখিত থাকায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ প্রকৃত পক্ষেই এত দূর পর্য্যন্ত রাজত্ব বিস্তার করিয়া তথায় আপনাদিগের মুদ্রা ও অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্ব্বদিগ্-বিজেতা ভীমসেন তাম্রলিপ্ত, বঙ্গ, সুহ্ম, ও লৌহি-

---

অর্থ। মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গৌতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রাচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ ও লিখিত—ইহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল শ্রবণ করিয়াছি॥

---

† "The fourth series" (*i.e.*, of the coins) "is scarcely less interesting. They are *Hindu*, of a very remote period, and have the character which I have found wherever the *Pandu* authority existed, in the caves, and on the rocks of *Junagur Girnar*, on the pillar of victory in Meywar, and on the columns of *Indra-prestha* (Delhi) and *Prayag*. Some of them are not unlike the ancient Pehlavi. These coins are of gold, and in fine preservation. Like all my medals, they are either from *Agra*, *Mathura*, *Ujjayan*, or *Ajmer*. Dr. Wilkins possesses some, found even in Bengal: he thinks, he can make out the word *Chandra* upon them"—*An Account of Greek, Parthian and Hindu Medals, found in India. By Major James Tod, M. R. A. S. In Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, Vol. I., London: 1827; Art. XX., page 340.*

¶ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for August 1880.

ত্যাদি দেশগুলি পরাজয় করিয়াছিলেন *। তাহাতে তথায় তাঁহাদের মুদ্রা ও অঙ্ক প্রচলিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যুধিষ্ঠিরাদি চন্দ্র-বংশীয়, এবং উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব তাঁহাদের মুদ্রায় "চন্দ্র" শব্দেরও উল্লেখ দেখিয়াছেন।

কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদির সময় লইয়া মহাগোলযোগ। ভিন্ন ভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদ্দিগের ভিন্ন ভিন্ন মত। উল্লিখিত তাম্রফলকের পাঠোদ্ধারও সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছে। অক্ষরগুলি ক্ষয় হইয়া যাওয়ায়, মর্ম্মোদ্ঘাটকগণ কোন রূপেই উহার সময় নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় আমরা তদ্বিষয়ে কোন তর্ক উত্থাপিত না করিয়া সেই সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তলেখক কহ্লণের মতই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কহ্লণ ১০৭০ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১১৪৮ অব্দে জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহার "রাজতরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীরীয় ইতিহাসে লিখিয়াছেন—

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলে র্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

অর্থ। কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা ভূতলে প্রাদুর্ভূত হন।

---

* "ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহৌজসম্॥ ২২॥
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ॥ ২৩॥
সমুদ্রসেনং নির্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবম্।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্বটাধিপতিং তথা॥ ২৪॥
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ।
সর্বান্ ম্লেচ্ছগণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভঃ॥ ২৫॥
এবং বহুবিধান দেশান্ বিজিত্য পবনাত্মজঃ।
বসু তেভ্য উপাদায় লৌহিত্যমগমদ্বলী॥" ২৬॥
মহাভারত, সভাপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কলির ৬৫৩ বৎসর গতে বর্ত্তমান ছিলেন। এক্ষণে কলির গতাব্দ ৪৯৯৪। অতএব অদ্যতন সময়ের ৪৩৪১ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ২৪৪৮ অব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। পরাশর তাঁহার সমসাময়িক, এবং উশনা তাঁহার পূর্ব্বকালীন ঋষি। অতএব বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উশনা বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সংহিতায় * বস্তুক শব্দ বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হওয়ায়, ঐ উপাধির ও ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতির প্রাচীনত্ব, এবং সেই জাতির বস্ত্র-বাণিজ্য বিষয়ে আর অপর কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না।

---

* আমরা সচরাচর যে উশনঃ-সংহিতা খানি পাঠ করিয়া থাকি, তাহা নয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, এবং তাহাতে ন্যূনাধিক ছয় শত শ্লোক আছে। কিন্তু তাহাতে উল্লিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না। এখানি যে নিতান্ত আধুনিক, তাহা উহার আভ্যন্তরিক প্রমাণ দ্বারাই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। উহাতে সমুদ্র-পথে গমনাদি-বিষয়ক নিষেধ দৃষ্ট হয় †। এখানি আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর কোন সময়ে রচিত হইয়া মহামুনি উশনার নামে প্রচারিত হইয়াছে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ, এবং তখন হইতেই হিন্দুদিগের সমুদ্র-পথে যাতায়াত নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এ কারণ তখন হইতেই এতদ্বিষয়ক নূতন নূতন ব্যবস্থা সকল প্রকটিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সংহিতা খানিও ঐ প্রকার কোন সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে।

কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় আমরা যে উশনঃ-সংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাই, সে খানি যে আদিম সংহিতা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা খানি আনুমানিক খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রণীত (১৮ পৃষ্ঠা); তখন উল্লিখিত নিষেধার্থক ব্যবস্থাটী প্রচারিত হইবার প্রকৃত অবসর আসিয়া উপস্থিত হয় নাই; হইলে অবশ্য উহাতে সন্নিবেশিত থাকিত। ঐ সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে; যথা,—

---

† "অনপত্যঃ কূটসাক্ষী পাচকোরগজীবকঃ।
সমুদ্রযায়ী কৃতহা রথ্যাসময়ভেদকঃ ॥ ৩৩ ॥
বেদনিন্দারতশ্চৈব দেবনিন্দারতস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতশ্চৈব তে বর্জ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মসু ॥" ৩৪ ॥
উশনঃ-সংহিতা, ৪র্থ অধ্যায়।

ইঁহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই অসংখ্য ধন-বাচক শব্দসমূহের মধ্যে কেবল বসুক শব্দই শাস্ত্রে বস্ত্র-বণিক্ বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে, এবং ঐ উপাধিটী ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন। এখন দেখা যাউক যে,—ইদানীন্তন এই অসংখ্য জাতিসমূহের মধ্যে—কাহারা ঐ উপাধি-বিশিষ্ট জাতি? তাহা অবধারিত হইলে, তাহারাই যে বৈশ্য ও বস্ত্র-বাণিজ্য যে তাহাদেরই বৃত্তি, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা উপরি অবগত হইয়াছি যে, বসুক শব্দের প্রকৃত অর্থ ধন, সম্পত্তি, ইত্যাদি; কিন্তু আবহমান কাল উহার এই *অর্থই প্রচলিত নহে। কালে উহা ভিন্ন ভিন্ন কারণে ভিন্ন ভিন্ন* অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। প্রথমতঃ, উহাই বৈশ্যের

"মন্বত্রিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ।
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ৪ ॥
পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ।
শাতাতপো বসিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥" ৫ ॥

অর্থ। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বসিষ্ঠ—ইঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক।

অতএব প্রাচীন উশনঃ-সংহিতা খানি যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর অধস্তন কালের গ্রন্থ নহে, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। উহার পূর্ব্বে বৈদিক মত বা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, এবং কেবল বসুকেরাই বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন। তন্তুবায়েরা বসুকদিগের কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তৎপরে তাহারা বৈশ্যের ন্যায় বস্ত্র-বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন (১৯ পৃষ্ঠা)।

বর্ণ-গত উপাধি। অতএব বস্থক ও বৈশ্য একার্থ-বাচক শব্দ! দ্বিতীয়তঃ, বৈশ্যের অর্থাৎ বস্থকের একতম বৃত্তি বাণিজ্য, অতএব বস্থকেরা বণিক্। শাস্ত্রানুসারে বণিক্ কর-প্রদায়ী। কি ছোট, কি বড়, বণিক্ মাত্রেই রাজাকে কর প্রদান করিয়া থাকেন*। এরূপ অবস্থায় বস্থক শব্দ যে কর-প্রদায়ী-বৈশ্য-বণিক্ অর্থের পরিবর্ত্তে বৈশ্য-বণিক্-প্রদত্ত-কর-অর্থ প্রতিপাদন করিবে, তাহা বড় বিচিত্র নহে। পরে প্রতীত হইবে যে, ভাষাবিশেষে উহার এই প্রকার অর্থই লক্ষিত হয়।

আমরা উপরি উল্লেখ করিয়াছি যে, বস্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ ধন, সম্পত্তি, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে যে সকল অভিধান এক্ষণে প্রচলিত আছে, সে গুলির মধ্যে কোন এক খানিতেও উহার ওরূপ অর্থ দৃষ্ট হয় না। তবে কি আমরা এক্ষণে উহার ওরূপ অর্থের নূতন সূচনা করিবার কল্পনা করিয়াছি? তাহা নহে। কেবল যে সংস্কৃত ভাষায়

---

* এতদ্বিষয়ে ভগবান্ মনুর শাসন এই; যথা, মনু-সংহিতার ৭ম অধ্যায়ে—

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥" ১২৭॥

অর্থ। বস্ত্রলবণাদি পণ্যদ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, পথের দূরতা, আহারাদির ব্যয়, রক্ষণাবেক্ষণার্থ ব্যয়, এবং লাভ,—এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া রাজা বণিক্দিগের নিকট কর আদায় করিবেন॥

অপি চ,

"যৎকিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্জনম্॥" ১৩৭॥

অর্থ। যাহারা স্বদেশে সামান্য দ্রব্যাদির বাণিজ্যে জীবিকা করে, তাহাদিগেরও নিকট রাজা কিছু না কিছু বার্ষিক কর লইবেন।

বসুক শব্দ ধন-বাচক অর্থে প্রয়োগ ছিল, এমন নহে ; যে সকল ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন, তাহাদের মধ্যেও অনেকানেক ভাষায় অদ্যাপি উহার এরূপ অর্থের যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা কর্ণাটী ভাষায় যে "বোক্কস" শব্দ দেখিতে পাই, উহা বসুক শব্দের অপভ্রংশ বলিয়াই স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। উহার অর্থ ধন, রাজস্ব, ইত্যাদি। উল্লিখিত ভাষায় বসুক শব্দের 'ব'-কার 'ও'-কারান্ত হওয়ায় 'ক'-কার 'স'-কারের পূর্ব্বে আসিয়া দ্বিত্ব হইয়া গিয়াছে, এবং 'সু'-কার অকারান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র প্রভেদ। 'ক'-কার যে উচ্চারণভেদে 'স'-কারের পূর্ব্বে আসিয়া থাকে, তাহা যে, কেবল কর্ণাটী ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, এমন নয়, আমাদিগের মাতৃভাষাতেও উহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা যে "বাসক" বৃক্ষকে এত মহৌষধ বলিয়া জানি, চলিত ভাষায় তাহাকে "বাকস" বলে। এ স্থলেও 'ক'-কার উচ্চারণভেদে 'স'-কারের পূর্ব্বে আসিয়াছে। 'ব'-কারের স্বভাব-সুলভ অপভ্রংশ 'বো'-কার। 'বো'-কারের পর 'ক'-কারের সহজেই দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়। তৎপরে 'সু'-কার অকারান্ত হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে বসুক শব্দ এইরূপে উচ্চারণভেদে কর্ণাটী ভাষায় বিকৃত হইয়া বোক্কস-রূপে পরিণত হইয়াছে। বসুক ও বোক্কস শব্দে আপাততঃ যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল ভাষাগত বৈলক্ষণ্য বই আর কিছুই নয়। শব্দ দুইটী আদৌ এক, উচ্চারণভেদে কালে কিছু বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। অধ্যাপক উইল্‌সন্‌ সাহেবের ইংরাজি অভিধানে বোক্কস শব্দের অর্থ ; যথা,—

" BOKKASA, Karn. (বোক্কস*) Treasure
Bokkasadamane, Karn. (বোক্কসদমনে*) A treasury."
—*A Glossary of Judicial and Revenue Terms, &c. By H. H. Wilson, Esq., M. A, F. R. S.; London:* 1855.

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, কর্ণাটী ভাষায় এখনও বস্থক শব্দের প্রকৃত অর্থের ব্যবহার আছে, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের কোন ভাষাতেই এখন আর উহার ওরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় আর্য্যাবর্ত্তের বহুতর গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজন্যগণের যত্নে ও উৎসাহে তথায় অনেকানেক গ্রন্থ রক্ষিত হইয়াছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে মেধাতিথির যে মনুভাষ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা দাক্ষিণাত্য-প্রদেশেই অক্ষত ভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার তীর-বাসী কাষ্ঠানগরাধিপতি জাট্‌রাজ মদনপাল দাক্ষিণাত্য হইতে উহার জীর্ণোদ্ধার করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় আর্য্যাবর্ত্তে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসাদকালে তথায় হিন্দুগ্রন্থাদির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা হয়।

সামান্যতঃ উক্ত হইয়া থাকে যে, শাক্যমুনি খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৮৮ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। পরে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে, যখন তাঁহার অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম,

---

* আমরা এই দুই স্থলে কর্ণাটী অক্ষরের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা অক্ষর সন্নিবেশিত করিয়াছি।

তখন তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। অনেকেই তাঁহার মতানু-বর্ত্তী হইয়াছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম এখন যেরূপ স্বতন্ত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, উহা আদিতে সেরূপ ছিল না। উহা বৈদিক বা মানব-ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন, এবং তাহারই অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। উহা অন্ততঃ খৃষ্টের পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত অভিন্ন ভাবেই বিদ্যমান ছিল। কারণ সেরূপ না হইলে মিগেস্থিনিস্, যিনি খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩০২ অব্দে ভারতে আসিয়া বসতি করিয়া ভারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তিনি অবশ্যই উহার বিষয়ে কিছু না কিছু স্পষ্টাক্ষরেই লিখিতেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, তখনও, বোধ হয়, বৌদ্ধদিগের আচারব্যবহার বৈদিক আচারব্যবহারের মতই ছিল, ভিন্ন হইলে তিনি তাহাদিগকে সাধারণ বৈদিক সমাজ হইতে অবশ্যই প্রভেদ করিতেন। উহার কোন অধস্তন কালে বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষীয় নৃপতিদিগের মধ্যে অশোক রাজাই সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এবং তাঁহার উৎসাহে উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তিনি বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণের আনুমানিক ২৮৪ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ২৫৯ অব্দে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন, এবং তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব ২৫০ অব্দে আপনাকে বৌদ্ধ বলিয়া প্রচার করেন। তিনি পেশোয়ার, দিল্লী, প্রয়াগ, গির্‌নার্, উড়িষ্যা প্রভৃতি নানা স্থানে বৌদ্ধ অনুশাসনপত্রনিচয় খোদিত করাইয়াছিলেন।

অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টের পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যকালে বৌদ্ধধর্ম্মের সমধিক প্রচার হইয়াছিল। তাঁহার সেই অনুশাসন-পত্রগুলি দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, দাক্ষিণাত্যের মধ্যে কৃষ্ণানদীর উত্তর পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের বিস্তার ছিল। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ-পারস্থ দেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল না। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, তথাপি অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ভাব প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি সরল হইলেও তাঁহার রাজ্যে হিন্দুদিগের বাস একেবারে নিরাপদ্ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার একখানি অনুশাসন পত্রে লিখিত আছে যে, যে সকল পাষণ্ডের বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, তাহারাও তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে আদেশ পাইয়াছে*। তাঁহার এই শাসন-প্রণালী দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধব্যতীত অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাস এক সময়ে অতীব সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। কারণ তিনি এরূপ এক অত্যাচার নিবারণের মানসেই ওরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। নচেৎ, ওরূপ অনুশাসনের কোন আবশ্যকতাই থাকে না। বোধ হয়, ঐ সময়েই অধিকাংশ হিন্দুগ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। উল্লিখিত অনুশাসন-পত্রগুলি দ্বারা ইহাও

---

* "দেবানম্ পিয়ো পিয়দসি রাজা ভবত ইচ্ছতি সবে পাষণ্ড বংসেবু সবে তে সয়মঞ্চ ভাবসুদ্ধিন্ চ ইচ্ছতি।"

"দেবগণ-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করিতেছেন, সমস্ত পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মে আস্থা-শূন্য ব্যক্তি সমুদায়) সর্ব্বত্র (নির্ব্বিঘ্নে) বাস করুক, কেন না তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্ম্মশাসন ইচ্ছা করে।"

(ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা, ২৪৫ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।)

স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, তিনি পরকীয় রাজ্যে প্রচারক দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোষণা করেন। কিন্তু স্বরাজ্য মধ্যে তিনি স্বকীয় ধর্ম্মের যেরূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন, পরকীয় রাজ্যে কেবলমাত্র প্রচারক দ্বারা যে সেরূপ করিতে পারেন নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অতএব কৃষ্ণানদীর অপর পারে বৌদ্ধদিগের উপদ্রব যে অপেক্ষাকৃত কম ছিল, বা একেবারে ছিলই না, তাহাও একপ্রকার অনুমিত হয়। তাহাতেই, বোধ হয়, ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি হিন্দুগ্রন্থ রক্ষা পাইয়াছিল। অতএব কর্ণাট্ অঞ্চলেব গ্রন্থপরম্পরায় বসুক শব্দেব প্রকৃত অর্থ যে অবিছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিবে, তাহা বড় বিচিত্র নহে। আর্য্যাবর্ত্ত-ভাগে সেরূপ সম্ভাবনা ছিল না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে হিন্দু-গ্রন্থাদি একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে প্রাচীন অভিধানগুলিও নষ্ট হইয়া থাকিবে। সে গুলিতে বসুক শব্দের ধন-বাচক অর্থ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব, তা সে গুলি আব কোথায়? প্রাচীন অভিধানের অদর্শনে অধস্তন-কালীন অভিধান-প্রণেতারা আপনাদিগের গ্রন্থে তাহাব কেবল অনুরূপ ভাবার্থই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। প্রচলিত অভিধান গুলির মধ্যে অমরকোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের গ্রন্থে বসুক শব্দের প্রকৃত অর্থ দৃষ্ট হয় না। তাহাতে উহা কেবল অর্ক ও লবণ বিশেষ অর্থেই ধৃত হইয়াছে। কিন্তু ওগুলি উহার ভাবার্থ, ওগুলি উহার প্রকৃত অর্থ নহে। কালে অর্থের বিকৃতি হইয়া উহাতে ওরূপ অর্থ সংযোজিত হইয়াছে। এই অর্থ-যোজনার সমালোচন পরে হইবে। অমরসিংহও কিছু

অতি প্রাচীন কালের লোক নহেন। তাঁহার গ্রন্থ অতি প্রাচীন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন *। অত অপ্রাচীন কালে প্রাচীন শব্দের উপর নানা অর্থ আরোপিত হইবার পক্ষে অনেক কারণ থাকিতে পারে। অমরকোষ অপেক্ষা কোন প্রাচীনতর গ্রন্থে বস্তুক শব্দের প্রকৃত অর্থ লক্ষিত হওয়াই সম্ভব। উশনঃ-সংহিতার যে শ্লোকে উহার ঐরূপ অর্থের ব্যবহার আছে, তাহা যে অন্ততঃ ঐরূপ কারণ-বশতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ব কালেই রচিত, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। তা এই সংহিতা খানি যে অতি প্রাচীন, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

এক্ষণে পাঠকবর্গে একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন্ যে, এখন বস্তুক শব্দের নষ্ট অর্থের পুনরুদ্ধার করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত ও আবশ্যক কি না। এখন আর ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থের অভাব থাকা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না,—উহাকে এক্ষণে প্রকৃতিস্থ করাই কর্ত্তব্য।

---

* অমরসিংহ নবরত্নের একতম পণ্ডিত। নবরত্নের নাম, যথা,—

"ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোঽমরসিংহশঙ্কু-
বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচি র্নব বিক্রমস্য॥"

জ্যোতির্ব্বিদাভরণ।

নবরত্নের একতম পণ্ডিত বরাহমিহিরাচার্য্য। তিনি আপনাকে "আবন্তিক," অর্থাৎ অবন্তি বা উজ্জয়িনী-নিবাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত খণ্ডখাদ্যের আমরাজ-কৃত টীকার প্রমাণানুসারে ৫০৯ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন; যথা,—

"নবাধিকপঞ্চশতসংখ্যশাকে বরাহমিহিরাচার্য্যো দিবং গতঃ।"

এতদনুসারে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নবরত্নের সময় আসিয়া পড়ে।

(ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, উপক্রমণিকা, ৫৮ পৃষ্ঠা।)

ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, উশনঃ-সংহিতায় বস্থক শব্দ বস্ত্র-বণিক বৈশ্যের উপাধিরূপে ধৃত হইয়াছে, এবং উহাতে তন্তুবায় ও বস্থকদিগের বৃত্তিগত পরস্পরভেদ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। উশনঃ-সংহিতা আনুমানিক সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসরের প্রাচীন। অতএব বলিতে হইবে যে, বৈশ্যেরা অন্ততঃ ঐ প্রাচীন কাল হইতেই বস্থক আখ্যায় বস্ত্র-বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু "বস্থক" বৈশ্যের বৃত্তি-গত উপাধি নহে, উহা তাঁহাব বর্ণ-গত উপাধি। অতএব বলিতে হইবে যে, ভগবান্ মনুর সময় হইতেই তাঁহাদের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহারা তদবধিই ঐ উপাধি ধারণ কবিয়া বস্ত্র-বাণিজ্য করিয়া আসিয়াছেন। ভগবান্ মনু বৈশ্যের সম্বন্ধে যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কেবল এক বস্থকের পক্ষেই খাটে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দেশ কাল ও লাভালাভ-দর্শী বৈশ্যেরা, অর্থাৎ বস্থকেরা ভগবান্ মনুব সময়ে কত দেশদেশান্তরে গিয়া বিধর্ম্মী রাজাদিগের রাজ্যে বস্ত্রাদি বিক্রয় করিতেন *।

---

* "সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং † দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥ ৩৩১॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধা নৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেব চ॥" ৩৩২॥
মনু-সংহিতা, ৯ম অধ্যায়।

অর্থ। বৈশ্যেরা বিক্রেয় বস্ত্রাদিব উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশের গুণাগুণ, পণ্যদ্রব্যেব লাভালাভ, পশুদিগের পুষ্টির উপায়, ভৃত্যদিগেব দেশ কাল ও কর্ম্মানুসারে বেতন, নানা প্রকাব লোকের ভাষা, দ্রব্যগুলিব স্থান-যোগ, —অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কোন্ স্থান হইতে কোথায় লইয়া যাইতে হইবে, তদ্বিষয়,—ও ক্রয়বিক্রয়ের কালাকাল জানিবে॥

---

† "ভাণ্ডশব্দেন বিক্রেয়বস্ত্রাজিনাদ্যুচ্যন্তে"—ইতি মেধাতিথিঃ।

তাঁহারা তদবধি জলপথে তত্তদ্দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহারা "সমুদ্রযান-কুশল" ছিলেন*। কিন্তু এক্ষণে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। অধস্তন কালের এরূপ দুরবস্থা দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভাবিয়া থাকেন যে, আর্য্যসমাজের জলপথে বাণিজ্য-প্রতিভা আদৌ ছিল না। তাঁহারা বলেন যে, প্রাচীন কালে যে যে দ্রব্য ভারতক্ষেত্রে উৎপন্ন হইত, সে গুলি আরব-দেশীয় লোকেরাই জলপথে ভারত হইতে লইয়া যাইতেন†। কিন্তু এ কথা কোন প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা

---

* "সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি ॥" ১৫৭ ॥
মনু-সংহিতা, ৮ম অধ্যায়।

অর্থ। সমুদ্রযান-কুশল ও দেশকালার্থদর্শী বণিকেরা যে বৃদ্ধি ব্যবস্থাপিত করেন, তাহা যে স্থানে পৌঁছিয়া দিবার কথা তথায় পৌঁছাইয়া দিলে বা যে কাল পূর্ণ হইলে পাইবার কথা তাহা পূর্ণ হইলে পাইতে পারে।

---

† "There are but two possible means of conveying the commodities of India to the west, one by land through Persia or the provinces on the north, the other by sea; and if by sea, Arabia must in all ages have been the medium through which this commerce passed, whether the Arabians went to Malabar itself, or obtained these articles in Karmania, or at the mouths of the Indus.

In order to set this in its proper light, it is necessary to suppose, that the spices in the most southern provinces of India were known in the most northern, and if from the north, they might pass by land, from the south, they would certainly pass by sea, if the sea were navigated. But in no age were the Persians, Indians, or Egyptians, navigators; and if we exclude these, we have no other choice but to fix upon the Arabians, as the only nation which could furnish mariners, carriers, or merchants in the Indian Ocean."—*The Commerce and Navigation of the Ancients in the Indian Ocean. By William Vincent, D. D, London*. 1807; *Vol. II*, *pages* 61-62.

সপ্রমাণ হয় না। বরং সে গুলিতে তদ্বিরুদ্ধ পক্ষই সমর্থিত হইয়া থাকে; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্র সমালোচনা করিলে অবগত হওয়া যায় যে, আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তদশ শতাব্দী হইতে * ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েলের সময় পর্য্যন্ত, অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত † আরবীয়েরা দলে দলে ভ্রমণ করিয়া কেবল স্থলপথেই বাণিজ্য করিয়া

---

*" But if Arabia was the centre of this commerce, Petra was the point to which all the Arabians tended from the three sides of their vast peninsula: here, upon opening the oldest history in the world, we find the Ishmaelites, from Gilead, conducting a caravan of camels loaded with the spices of India, the balsam and myrrh of Hadramaut; and in the regular course of their traffic, proceeding to Egypt ‡ for a market. The date of this transaction is more than seventeen centuries prior to the Christian era; and, notwithstanding its antiquity, it has all the genuine features of a caravan crossing the Desert at the present hour"—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page* 262.

† " Wedan and Javan (probably cities near the Straits of Bab-el-Mandeb) brought thee from Uzal (the district of Sanaa) wrought iron, cassia, and cinnamon, in exchange for thy wares. Dedan (one of the Bahrein islands in the Persian Gulf) was thy merchant in precious cloths for chariots. Arabia and all the princes of Kedar (the nomad tribes of northern Arabia) were the merchants of thy hand in lambs, and rams, and goats: in these were they thy merchants. The merchants of Sheba (Saba or Mariaba) and Raamah (an Arabian city on the Persian Gulf), they were thy merchants: they occupied in thy fairs with chief of all spices, and with all precious stones and gold. Haran, Cannah, Aden, and the merchants of Sheba (Saba), Ashur, and Chilmad (Arabian tribes), were thy traffickers." —*Ezekiel XXVII.* 19-23, *according to Michaelis and Gesenius.*

---

‡ Genesis, XXXVII, 25.

উল্লিখিত "সেবা" (Sheba) প্রদেশ পশ্চাৎ "সেবিয়া" (Sabea) নামে প্রসিদ্ধ হয়। তথায় ভারতীয় জাহাজ আসিয়া লাগিত (পশ্চাৎ দেখুন)।

বেড়াইতেন *। তাঁহাদের ভাষায় এক্ষণে যে "কৈর্ওয়ান্" শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা আবার উহার এক অবিনশ্বর সাক্ষীস্বরূপ †।

কিন্তু তাঁহাদের এ শব্দটী পারসী "কার্ওয়ান্" শব্দের রূপান্তর মাত্র। অতএব বলিতে হইবে যে, তাঁহারা এতদ্বিষয়ে কেবল পারসীকদিগেরই অনুকরণ করিয়াছিলেন,—অর্থাৎ পারসীকেরা তাঁহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর কালের বণিক্, এবং তাঁহারা উহাঁদিগের নিকট এবম্প্রকার বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা করিয়াছিলেন। উপরি যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্ট জন্মাইবার সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে তাঁহাদের এরূপ শিক্ষা। তাঁহারা অত প্রাচীন কালে পারসীকদিগেব সাহায্যে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতেন বলিযা প্রতীতি হয়। পারসীকেরা আবহমান স্থল-বণিক্ বলিযাই প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন গ্রন্থাদির সমালোচনায় আরবীয়দিগের স্থলপথে বাণিজ্যেরই বহুতর প্রমাণ লক্ষিত হয়। তাঁহারা আপনা-

---

* এক্ষণে পণ্ডিতেবা সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন যে, আববের ক্রোড়-বাহিনী লোহিত সাগরেব প্রাচীন নাম "ইডুমিয়ান্ সি" (Idumean Sea)। আরবীযদিগেব আদিপুরুষ "ইডম্" (Edom) বা "ইসু" (Esau)। তাঁহার নামানুসারে উহার ওরূপ আখ্যা। ইডম্ শব্দ তাঁহাদের ভাষায় "লোহিত" অর্থ বুঝায়। এ মতে, না হয়, বলিতে হইবে যে, তাঁহারা লোহিত সাগরে বাণিজ্য করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কিন্তু অত প্রাচীন কালে ভারতসাগরে তাঁহাদের বাণিজ্যের কোন প্রমাণ নাই।

† খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আরবীয়েরা ইউরোপের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত আপনাদিগের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাতেই ফরাসী "কারাভানি" (Caravane), এবং স্পেন-দেশীয় "কারাভানা" (Caravana) শব্দ গুলির উৎপত্তি হয়।

দের মরুভূমির মধ্যে বাজার বসাইতেন। ঐ বাজার ক্রমে গ্রাম বা নগর রূপে পরিণত হইত *। উহার এক স্পষ্ট প্রমাণ আছে। আমরা বাইবেল্ নামক ধর্ম্মপুস্তকে কোন একটী নগরের উল্লেখ দেখিতে পাই, তাহা আদিতে আরবীয় বাজার মাত্র ছিল, এবং খৃষ্ট-পূর্ব্ব বিংশতি বৎসরের মধ্যে সংস্থাপিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় †।

এই সকল বিষয় সমালোচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীতি জন্মে যে, আরবীয়েরা স্থলপথে পারসীকদিগের নিকট ভারতীয় দ্রব্য পাইয়া আপনাদের মরুভূমির মধ্যে বাজার বসাইয়া বাণিজ্য করিতেন। খৃষ্ট জন্মাইবার দুইশত বৎসরের পূর্ব্বাবধি তাঁহাদের ঐরূপ বাণিজ্য চলিয়াছিল। তৎপরে তাঁহাদের ভারতসমুদ্রে যাতায়াতের বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ গ্রন্থকার আগাথার্কাইড্স্ই এবিষয়ে প্রথম প্রমাণ। তাঁহার সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ১৭৭ অব্দে তাঁহাদের এই অঞ্চলে বাণিজ্য চলিতে ছিল ‡।

---

* "Basra, Bozra, and Bosara, is a name applicable to any town in the desert, it signifies rough or stony ground; and thus we have a Bosara in Ptolemy near Baskat, and a Bozra familiar in Scripture, denoting an Arabian town in the neighbourhood of Judea, taken by the Maccabees."—*The Voyage of Nearchus. By William Vincent, D. D., London: 1741; page 405.*

† Genesis, XXXVI, 33. ঐ বাজার বা নগরের নাম "বোজরা" (Bozrah) গ্রীস্ দেশীয় লোকেরা উহাকে পিট্রা (Petra) বলিতেন।

‡ "I conjecture that it was Aden which Agatharchides describes without a name, when he places a city on his White Sea without the straits, from whence, he says, the Sabeans sent out colonies or factories into India, and where the fleets from Persia, Karmania, and the Indus, arrived. He specifies large ships employed for this purpose; and though his mention of islands

তাঁহার পূর্ব্বে তাঁহাদের তথায় বাণিজ্য চলিলে তিনি অবশ্যই তাহার বিষয়ে কিছু না কিছু লিখিতেন। অতএব খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেই তাঁহাদের এই অঞ্চলে বাণিজ্যের আরম্ভ বলিয়া ধার্য্য করা যুক্তিসঙ্গত।

আগাথার্কাইড্‌সের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরবীয়দিগের ভারতে আসিবার বিষয়ে যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। প্রাচীন গ্রন্থ গুলির মধ্যে তাঁহারই গ্রন্থে এবিষয়েব এই প্রথম উল্লেখ। তাঁহারা তদবধি বস্থকদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকিবেন। পরে সুবিধা পাইয়া ভারতে আপনাপন কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিয়া ভারতের দ্রব্য সকল সাক্ষাৎ হস্তগত করিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশে আপনাদিগের বাণিজ্যেব মহোন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সুপ্রসিদ্ধ

---

may suggest an idea of Socotra, Curia Muria, and the coast of Oman, it seems far more probable that his intelligence was imperfect, and that these fleets, which he describes, must have been found in the same port which the Periplus assigns them, as long as the monopoly continued in the hands of the Sabeans.

The testimony of Agatharchides is, in one point, highly important; for it is the first historical evidence to prove the establishment of Arabian colonists, or rather resident factors and merchants, in the ports of India it is a fact in harmony with all that we collect in later periods, from Pliny, and the Periplus, and Cosmas: and we may from analogy conclude, that it was equally true in ages antecedent to Agatharchides; that is, as early as we can suppose the Arabians to have reached India. The settlement of their own agents in the country was most convenient and profitable, while the manners and religion of India created no obstacle to the system"—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., pp.* 328-329.

রোমীয় গ্রন্থকার প্লিনির জীবদ্দশাতেই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্ব্বে দলে দলে আসিয়া মালাবার উপকূলে বসতি করিয়াছিলেন *। মালাবার আখ্যাটী তাঁহাদিগের কারণই লব্ধ, উহার প্রাচীন নাম "কেরল" †।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আরবীয়েরা ভারত সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধ হয়, জলযানোপযোগী দিঙ্-নির্ণয়যন্ত্রের ব্যবহারও শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদের ভাষায় যে "বসল" (Bussola) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা তাঁহারা উল্লিখিত যন্ত্রকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বসল শব্দ সংস্কৃত "বস্থল" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র ‡।

---

* "The king retained the native worship of the Indian Bacchus, above the Ghauts; while the inhabitants on the coast were Arabians, or had embraced the superstition of the Arabians."—*Pliny translated. In Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 284, footnote.*

† Yule's Book of Ser Marco Polo, Vol. II., page 326, Note 1.

‡ ইটালি ভাষাতেও ঐ শব্দের প্রবেশ কিছু আশ্চর্য্য নহে। ইটালি দেশীয় বণিকেরা খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভে আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তদুপলক্ষে ঐ শব্দটী তাঁহাদের ভাষাতেও প্রবেশ করিয়া থাকিবে।

উল্লিখিত সময়ে আলেক্জান্দ্রীয়া নগর একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বণিকেরা তথায় বাণিজ্যোপলক্ষে মিলিত হইতেন। যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গকেরাও ঐ সময়ে ঐ অঞ্চলে গিয়া বাণিজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে প্রতিযোগিতা ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্তই, বোধ হয়, "বস্থল" শব্দ ইটালি ভাষাতেও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

আরবীর ন্যায় এখনও ইটালি ভাষায় উল্লিখিত শব্দের প্রকৃত অর্থের ব্যবহার আছে, কিন্তু এদেশীয় ভাষাতে এখন আর উহার ওরূপ ব্যবহার নাই। এরূপ অবস্থায় সহজেই এমন ভ্রম হইতে পারে যে, ভারতীয় যন্ত্রটী বুঝি আরব, না হয়, ইটালি দেশীয় যন্ত্রের অনুকরণ।

(বসু + লীয়তে = দীয়তে যেন ইতি বসুলঃ ; যদ্দারা ধনো-পার্জ্জন হয়।) ঐ যন্ত্রই বসুকদিগের ধনোপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ ছিল, অতএব উহাব ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। তাঁহা-দের আপন আখ্যার সহিত তাঁহাদের দিঙ্-নির্ণয়যন্ত্রের আখ্যার সম্যক্ সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। উভয় আখ্যাই এক ধন-বাচক শব্দে সঙ্গঠিত। বসল ও বসুল শব্দের আকারগত যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল উচ্চারণগত বৈলক্ষণ্য মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এক্ষণে ঐ শব্দের প্রকৃত অর্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। ভারতে তাঁহাদের অধিকার-স্থাপনের পূর্ব্বেই ভারতেব সমগ্র বাণিজ্য তাঁহাদেরই হস্তগত হইয়াছিল। তখন জলপথে বাণিজ্য বিষয়ে কেহ তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাবা তখন ভারতের দ্রব্য লইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন *।

---

* সিংহলদ্বীপ-বাসী মুসল্‌মান্‌দিগেব মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, তাঁহাবা খালিক্ অবদল্ মেলেক্ বেন্ মেব্‌ওযানেব অত্যাচাবে প্রপীড়িত হইয়া খৃষ্টীয অষ্টম শতাব্দীর প্রাবম্ভে আবব ছাড়িয়া ইউফ্রেটিস্ নদী বাহিয়া দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া দাক্ষিণাত্যেব অন্তর্গত কন্‌কান্ প্রভৃতি স্থানে, সিংহলদ্বীপে ও মলয বা মলক্কাউপদ্বীপে বসতি কবেন। যাঁহারা সিংহল-দ্বীপে আসিয়া বাস করেন, তাঁহাবা ঐ দ্বীপের উত্তব-পূর্ব্ব, উত্তব, এবং পশ্চিম তীবে আটটী বস্তি সংস্থাপন করেন। তন্মধ্যে উত্তর-পশ্চিমা-ঞ্চলের মান্নার ও মান্-টোটীস্থ আববীযদিগের বাসস্থানেব বিশেষ সুবিধা-বশতঃ বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। তথাকাব মুসলমানেরা এদিকে ইজিপ্‌ট, আরব, পাবস্য ও মালাবাব উপকূলে, ওদিকে কবমণ্ডল উপকূলে, বঙ্গোপসাগবেব পূর্ব্বতীরে, মলক্কা, সুমাত্রা, যাবা ও মলুক্কস্‌দ্বীপে এবং চীন দেশে আপনাদিগেব বাণিজ্য বিস্তাব কবিয়াছিলেন। তাঁহাবা

তাঁহাদের সেই বাণিজ্যপ্রভাবে তখন হইতেই বস্থকদিগের সমুদ্রপথে গমনাগমন একেবারে রহিত হইয়া যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গেই উল্লিখিত শব্দের প্রকৃত অর্থও এদেশে লোপ হইয়া যায়। এদেশে লোপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু আরবীয়-দিগের মধ্যে উহার ঐরূপ অর্থই থাকিয়া যায়।

সে যাহা হউক্, প্রাচীন গ্রন্থাদি সমালোচনা করিলে হিন্দুদিগের জলপথে বাণিজ্যবিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা ইতিপূর্ব্বে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সমালোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতবর আগাথার্কাইড্‌স্, যিনি খৃঃ-পূঃ ২য় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনিও তখন আর্য্যাবর্ত্ত-বাসীদিগের ঐ প্রকার সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা তখন সিন্ধুনদীর মোহানা হইতে যাত্রা করিয়া সেবিয়া প্রদেশে বাণিজ্য করিতেন (৫৫ পৃষ্ঠা)। গ্রীস্‌-দেশীয় বণিক্ এরিয়ান্, যিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইজিপ্ট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিও তখন দাক্ষিণাত্যবাসী-দিগের ঐ প্রকার বাণিজ্য-বিষয়ক প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। তাঁহারা তখন করমণ্ডল উপকূল হইতে বড় বড় জাহাজ

এইরূপে ইউরোপ, আফ্রিকা ও আসিয়ার সমগ্র বাণিজ্য-কর্ম্ম আপনাদিগের আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাণিজ্যবলে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রচুর ঐশ্বর্য্য ও প্রভূত ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তাঁহাদের বাণিজ্যের ইয়ত্তা ছিল না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা নির্ব্বিবাদে বাণিজ্য করিয়াছিলেন। পরে পর্টুগীজদিগের আগমনে তাঁহাদের বাণিজ্যের অবনতি ঘটে।—(A Letter to the Secretary &c. By Sir Alexander Johnston, Knt, V. P. R. A. S. In Transactions of R. A. S., Vol. I., Art. XXXII., pp. 538-539.)

লইয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া মলয় উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতেন *। চীনদেশীয় ভ্রমণ-কারী ফাহিয়ন্ (Fa-hian), যিনি খৃষ্টীয় ৩৯৯ হইতে ৪১৪ অব্দের মধ্যে ভারত দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি তৎপরে যাবাদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হন, এবং তথায় তিনি হিন্দুদিগকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন †। জর্ম্মনি-দেশীয় সুপণ্ডিত ডাক্তার বুলার সাহেব এতদ্বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা সমুদ্রপথে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ‡। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

---

* "Among the marts and anchorages along this shore to which merchants from Limurike and the north resort, the most conspicuous are KAMARA and PODOUKE and SOPATMA, which occur in the order in which we have named them. In these marts are found those native vessels for coasting voyages, which trade as far as Limurike, and another kind called *sangara,* made by fastening together large vessels formed each of a single timber, and also others called *kolandiophonta,* which are of great bulk and employed for voyages to KHRUSE and the GANGES."——*McCrindle's Translation of the 'Periplus,' pp. 140-142.*

† যাবা-দ্বীপের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৭৫ অব্দে হিন্দুরা ভারতবর্ষের অন্তর্গত কলিঙ্গ দেশ হইতে ঐ দ্বীপে গমন করেন। তথায় গমন করিয়া তাঁহারা একটী অব্দ প্রচলিত করেন। ঐ অব্দ এখনও তথায় প্রচলিত আছে।—(Elphinstone's History of India, Cowell's Edition, London : 1866; pp. 185-186.) যাবা দ্বীপ হইতে দেব-দেবীর কতকগুলি পাষাণময় মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এক সময়ে ঐ দ্বীপে হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল।

‡ "During the time when Hindu rulers were strong, travelling beyond the sea, and living in foreign countries, was not forbidden. Numerous Sanskrit inscriptions in Champa, Kambooja (Tonking and Annam), in Java, and Sumatra, tell

ভারতে যবনাধিকারের আরম্ভ। তখন হইতেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তখন হইতেই হিন্দুদিগের আচারব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম অনেকাংশেই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। বোধ হয়, তখন হইতেই বস্নকদিগের সমুদ্রপথে বাণিজ্যকর্ম্ম একেবারেই রহিত হইয়া গিয়াছে।

যাহা হউক্, আফ্রিকা অঞ্চলে যাঁহারা "বসোকো" বলিয়া প্রসিদ্ধ *, তাঁহারাই যে সেই আদিম বস্নক জাতি তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বসোকো শব্দ যে বস্নক শব্দের অপভ্রংশ, তাহা বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক না দেখিলেও আপামর সাধারণ সকলেই স্বীকার করিবেন। বস্নক শব্দ আবার কাল ও স্থান ভেদে, বোধ হয়, তথাকার কোথাও বা "বসোগা" †, কোথাও বা 'উসোকি" ‡, ইত্যাদি রূপে বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এক্ষণে বিশেষ পরিচয়ের অভাবে তত্তন্নামে তথায় এক এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। বস্নকদিগের সঙ্গে যে সকল তন্তুবায় আফ্রিকাদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা, বোধ হয়,

---

us that Hindus conquered these countries, and held them from the second century of the Christian era downwards until the twelfth century. Temples of Shiva and Vishnu were built there, the Vedas, the Puranas, and the Bharata, were recited in those distant regions, among whose settlers were numerous Brahmins."—*Dr. Buhler as quoted from the Bombay Gazette in "The Indian Mirror" of July*, 1890.

* "*Basoko.*"—In Darkest Africa. By Henry M. Stanley, D. C. L. Oxon, L. L. D. Edin., London : 1890; page 361.
† "*Basoga.*"—Do. Do. page 539.
‡ "*Wasoki.*"—Do. Do. Do 473.

এখন "বসোনগোড়া" *. অর্থাৎ বসনগড়া নামে পরিচিত। বসনগড়া জাতি আবার স্থানভেদে তথাকার কোথাও বা "উসোনগোড়া" † নামে খ্যাত বলিয়া বোধ হয়।

ভগবান্ মনুর সময় হইতেই বসুকেরা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেছিলেন; কোন এক সময়ে যে তাঁহারা আবার ওরূপ প্রদেশে গিয়া তন্তুবায় সমেত বাস করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে এক প্রকার স্থিরনিশ্চয় বলিয়া অবধারিত করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয ৪৭ অব্দে ‡ হিপালসের ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে ভারতের সহিত ইউরোপ-বাসীদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য সংস্থাপিত হয়। ইউরোপ হইতে ভারতে যাতায়াত কালে বণিক্‌দিগের পক্ষে ইজিপ্‌ট পথই অতি সরল ও সুবিধাজনক ছিল। বিশেষতঃ, ইজিপ্‌ট-বাসীদিগের বাণিজ্যবিষয়ে তৎকালে

* "*Basongora*"—Stanley's Darkest Africa, page 123.
† "*Wasongora*" *or* "*Usongora.*"—Do. Do. 473.

‡ কোন্ সময়ে হিপালস্ ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন, তাহা কিন্তু সম্যক্ অবধারিত নাই। তবে উহা যে সেই সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্-গ্রন্থকার ষ্ট্রাবোর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর, তাহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। কারণ, তিনি ইজিপ্‌ট দেশে বাস করিতেন, এবং উহা তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটিলে, তিনি অবশ্য তাহা শুনিতে পাইতেন। পক্ষান্তরে, সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে যে, উহা ক্লডিয়স্ নামক রোমীয় সম্রাটের অধিকার কালের ঘটনা। খৃষ্টীয় ৫৪ অব্দে তাঁহার রাজত্বের শেষ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর খৃষ্টীয় ৫৪ অব্দের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে ঐ পথ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (আমরা এ বিষয়ে ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট্ সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে উপরি '৪৭' অব্দটী সন্নিবেশিত করিয়াছি।) কিন্তু উহা যে প্লিনির জীবদ্দশায়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্ব্বে, তাহা ঐ রোমীয় লেখকের উক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি লিখিয়াছেন :—

সমধিক উৎসাহ ছিল। সেই জন্য ভারতের সহিত পূর্ব্ব-

" And for a long time this was the mode of navigation, until a merchant discovered a compendious route whereby India was brought so near that to trade thither became very lucrative. For every year a fleet is despatched, carrying on board companies of archers, since the Indian seas are much infested by pirates. Nor will a description of the whole voyage from Egypt tire the reader, since now for the first time correct information regarding it has been made public "—*Pliny translated. In McCrindle's Translation of the 'Periplus,' Introduction, page 5.*

প্লিনির লেখায় স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতেরা ভারতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতেন না। ঐ অব্দের পর ইজিপ্‌ট-নিবাসী গ্রীক্ ও রোমীয় বণিকেরা ভারতের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য আরম্ভ করেন, তাহাতেই তাঁহারা ভারতের তদন্ত পাইয়াছিলেন।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০১ অব্দে টলেমি নামে এক জন গ্রীস্-দেশীয় সেনাপতি ইজিপ্‌ট অধিকার করেন। তদ্বংশীয় নৃপতিরা তথায় ঐ নামেই খ্যাত হইয়াছিলেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩০ অব্দ পর্য্যন্ত উহা গ্রীকদিগের শাসনাধীন ছিল। তাঁহাদিগের অধিকার-কালে তথায় বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু তদবধি, এমন্ কি ষ্ট্রাবোর জীবদ্দশায়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের মধ্যে ভারতের সহিত উহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাণিজ্য স্থাপিত হয় নাই। তদ্দেশীয় বণিকেরা তাবৎকাল আরবের অন্তর্গত সেবিয়া নামক প্রদেশে আসিয়া ভারতের দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতেন। ওখানে তখন ভারতের জাহাজ আসিয়া লাগিত। আমরা পাঠকবর্গের কৌতূহল উদ্দীপনার্থ ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট্ সাহেবের গ্রন্থ হইতে নিম্নে এতদ্বিষয়ক কয়েক পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—

"Huet, Robertson, and Harris are all very desirous of finding a trade with India under the Ptolemies, but the two latter, as they approach the real age, when this commerce took place, upon the discovery of Hippalus, fully acknowledge, that all proofs of a more early existence of it are wanting; no contemporary author asserts it: and the testimony of Agatharchides, whether we place him in 177, or with Dodwell, in 104, A. C. affords perfect evidence to the contrary. The internal evidence of the work itself carries all the appearance of genuine truth, and copied as it is by Strabo and Diodorus it obtains additional authority. They have both added particulars, but none which prove a direct communication with India in their own age. They

গোলার্দ্ধের মধ্যে ইজিপ্ট প্রদেশেই বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। ঐ সময়ে নানাদিগ্দেশীয় বণিকেরা ইজিপ্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ঐ সময়ে বঙ্গকেরাও তন্তুবায় সমেত তথায় গিয়া বাস করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে যেরূপ প্রমাণ লক্ষিত হয়, তাহাতে আমাদিগের এ অনুমান সম্যক্ সপ্রমাণ হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ। ইজিপ্ট-বাসীরা প্রাচীন কালে কার্পাস বিষয়ে সম্যক্ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের রাজা অবধি দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই শাণবস্ত্র পরিধান করিতেন। তাঁহারা যে কেবল শাণবস্ত্রের ব্যবহার জানিতেন, তাঁহাদের থিবস্ নামক রাজধানীতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তথায় যে সকল কবর দৃষ্ট হয়, সে গুলিতে শাণ-বৃক্ষের উৎপত্তি ও শাণবস্ত্রের বয়ন-বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা অতি পরিপাটিরূপে চিত্রিত আছে। তাঁহাদের নিকট প্রথমে

---

both terminate their information at Sabea, where he does, and both suppress one circumstance of his work which Photius has preserved, that ships from India were met with in the ports of Sabea. Whatever knowledge of India, or Indian trade, they have beyond this, is such only as they derived from the Macedonians, and is totally distinct from the communication between Egypt and that country."—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., pp. 36-37.*

বাইবেল্ নামক ধর্ম্মপুস্তকে উল্লিখিত সেবিয়া প্রদেশের "সেবা" (Sheba) আখ্যা দৃষ্ট হয় (৫৩ পৃষ্ঠা দেখুন)। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতীয় বণিকেরা যে তথায় গিয়া বাণিজ্য করিতেন, উপরি তৎসমসাময়িক লেখকের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এ অপেক্ষা প্রাচীনতর কাল হইতে আরবের সহিত ভারতের যে এইরূপ ভাবেই বাণিজ্য চলিয়া ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে (পশ্চাৎ দেখুন)।

য়িহুদীরা, তৎপরে গ্রীক্ ও রোমিকেরা শাণবস্ত্রবয়নাদি কর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাঁহাদের প্রাচীন "মমী" সকলেও কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব প্রাচীন কালে তাঁহারা যে কার্পাসবস্ত্রবয়নাদি কর্ম্ম জানিতেন না, তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না*। যে সময়ে তথায় কার্পাসবস্ত্রবয়নাদি কর্ম্ম আরম্ভ হয়, তখনই তথায় তন্তুবায়দিগের বসতি বলিতে হইবে। কিন্তু সেটী কোন্ সময়, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

দ্বিতীয়তঃ। ষ্ট্রাবো যিনি খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে আলেক্-জান্দ্রীয়া নগর ঐ অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর হইয়াছিল। তখন ভারতীয় দ্রব্যগুলি কেবল তথায় আম্-দানি হইত, এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বণিকেরা তথা হইতে সে গুলি লইয়া যাইতেন †। ঐ সময়ে তথায় বণিক্ বহুক-দিগেরও যাতায়াত থাকা সম্ভব।

---

* "It would appear that the older Egyptians were unacquainted with cotton, for no traces of its peculiar fibres can be found among the swaddling bands so profusely rolled round the ancient mummies, nor are there any paintings of the cotton shrub upon the tombs of Thebes, where accurate representations of flax occur in its different states of growth and manufacture. Linen was, in fact, the clothing staple of that industrious people; held in such esteem as to be used as a raiment by royalty, and diligently imitated by the neighbouring nations The Jews first, and afterwards the Greeks and Romans, learned to manufacture linen from the Egyptians" —*Ure's Cotton Manufacture of Great Britain, Simmonds' Edition, London, 1861; Vol 1, page* 80.

† "Alexandria has the whole monopoly to herself She is the receptacle of all [Indian] goods, and the dispenser of them to all other nations."—*Strabo translated. In Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page 61, footnote.*

৯

তৃতীয়তঃ। ইজিপ্ট-নিবাসী গ্রীস্-দেশীয় পূর্ব্বোক্ত বণিক্ এরিয়ান্, যিনি প্লিনির পরবর্ত্তী এক সময়ে তাঁহার "পেরিপ্লস" নামক গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন,* তাঁহার সেই গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ আছে যে, পূর্ব্বে ভারতীয় বণিকেরা কখনই ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না। তাঁহারা আরবের অন্তর্গত ইউডেমন্ নগরেই অবতরণ করিতেন, এবং ইজিপ্ট-দেশীয় বণিকেরা তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী অপর কোন পূর্ব্বদিকস্থ বন্দরে আসিতে সাহস না করিয়া তথা হইতেই ভারতীয় দ্রব্য

টায়ার (Tyre) নগরের ধ্বংসের পর আলেক্জান্দ্রীয়া নগরের পত্তন হয়। টায়ার নগরে ফিনিসীয়দিগের বসতি ছিল। উহা একাদিক্রমে খৃঃ-পূঃ একাদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া খৃঃ-পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যপ্রদেশের মধ্যে বাণিজ্যবিষয়ে একাধিপত্য লাভ করিয়াছিল। খৃঃ-পূঃ ৫৭৩ অব্দে উহার ধ্বংস হয়। বেবিলন্-দেশীয় নৃপতি ত্রয়োদশ বৎসর ব্যাপিয়া উহাকে অবরোধ করেন, তাহাতে তত্রত্য বণিকেরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া উহার নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। ঐ দ্বীপ পশ্চাৎ নূতন টায়ার (New Tyre) নামে প্রসিদ্ধ হয়। খৃঃ-পূঃ ৩৩২ অব্দে মহাবীর আলেক্জান্দার্ ঐ নূতন টায়ার ধ্বংস করিয়া স্বনাম খ্যাত আলেক্জান্দ্রীয়া নগর স্থাপিত করেন। টলেমিদিগের অধিকার কালে ঐ অচিরস্থাপিত নগরে বাণিজ্যের মহোন্নতি হইয়াছিল। তদবধি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্তকাল পর্য্যন্ত তথায় ঘোরতর বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৪৯৭ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ পর্টুগীজ্ নাবিক ভাস্কো ডি গামা কেপ্-অব্-গুড্হোপ্ দিয়া জলপথে ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন, তাহাতেই তথায় বাণিজ্যের অবনতি হয়; কেননা, তখন হইতে বণিকেরা ইজিপ্ট পথ ছাড়িয়া ঐ নূতন পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

* পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এরিয়ান্ তাঁহার "পেরিপ্লস্" (Periplus) নামক গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পর খৃষ্টীয় ৮৯ অব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে প্রণয়ন করেন।—McCrindle's Translation of the 'Periplus,' Introduction, page 5.

লইয়া যাইতেন*। ইউডেমন্ শব্দ ঋদ্ধিমান শব্দের অপভ্রংশ। পরকীয় ভাষার অন্তরালেও উহার অর্থের কোন বিকার উপস্থিত হয় নাই। ঐ নগর ভারতীয় বাণিজ্যোপলক্ষে অতি সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, সেই কারণেই উহার ওরূপ আখ্যা। এরিয়ান্ আরো বলিয়াছেন যে, তাঁহার কিছু পূর্ব্বে রোমিকেরা উহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলেন, তাহাতে আলেক্জান্দ্রীয় নগর উহার স্থলাভিষিক্ত হয়, এবং যে সকল দ্রব্য তৎপরে ইজিপ্ট দেশের মধ্যদিয়া ভূমধ্যসাগরে আমদানি বা তথা হইতে রপ্তানি হইত, সে গুলি তখন ঐ নগরের মধ্যদিয়াই গৃহীত হইত। খৃঃ-পূঃ ৩০ অব্দে

---

* EUDAIMON ARABIA.—"It was called Eudaimon ('rich and prosperous'), because in bygone days, when the merchants from India did not proceed to Egypt, and those from Egypt did not venture to cross over to the marts further east, but both came only as far as this city, it formed the common centre of their commerce, as Alexandria receives the wares which pass to and fro between Egypt and the ports of the Mediterranean. Now, however, it lies in ruins, the Emperor having destroyed it not long before our own times."—*McCrindle's Translation of the 'Periplus,' pp. 85-86.*

এক্ষণে সুয়েজ্ প্রণালী দিয়া জলযানে ভূমধ্যসাগরে যাইবার যেরূপ উপায় হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বে কখনই সেরূপ উপায় ছিল না। গ্রীস্-দেশীয় পুরাতত্ত্ববিৎ হিরোডোটস্ বলেন যে, ফেরানেকো যিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬১৬ অব্দে ইজিপ্টের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তিনি সুয়েজ্ যোজকে একটী খাল [illegible] সূত্রপাত করেন। তৎপরে পারস্যাধিপতি ডেরায়স্ হিস্টাস্পিস্, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫২২ অব্দে ইজিপ্ট দেশে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন, তিনি ঐ কার্য্য সম্যক সমাধা করিয়াছিলেন। কিন্তু বালুকারাশি অকস্মাৎ স্খলিত হইয়া ঐ পথ পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ করিয়া ফেলিত, তাহাতে অর্ণবযানের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কা হইত। সেই কারণ ঐ খালের কোন ব্যবহার হইত না। বসুকেরাও, বোধ হয়, সেই কারণে ঐ পথ দিয়া ভূমধ্যসাগরে যাইবার কোন সুবিধা না দেখিয়া ঋদ্ধিমান নগর পর্য্যন্ত যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতেন।

রোমিকেরা ইজিপ্ট অধিকার করেন, এবং উহার দশ বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ২১ অব্দে তাঁহারা আরব দেশ জয় করিতে অগ্রসর হয়েন। ইউডেমন্ নগরের ধ্বংসের প্রকৃত সময় নিরূপণ করা সুকঠিন, কিন্তু উহা যে ঐ অব্দের পরবর্ত্তী এক সময় নষ্ট হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ষ্ট্রাবোর জীবদ্দশায়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পূর্ব্বে আলেক্জান্দ্রীয়া নগর ইউরোপ ও আসিয়ার একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠিযাছিল (দ্বিতীয় যুক্তি দেখুন্), তাহাও আবার এরিয়ানের মতে ইউডেমন্ নগরের ধ্বংসের পর বলিতে হইবে *। অতএব স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃঃ-পূঃ ২১

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের কথা যাহা হউক্, ইজিপ্ট-অধিকারের পর রোমিকদিগের বাণিজ্যবিষয়ে সমধিক উৎসাহ হইয়াছিল। তথন তথায় বাণিজ্য-প্রিয় গ্রীক্দিগের বাস। অতএব তাঁহাদের আদর্শে উহাঁদিগের এরূপ প্রবৃত্তি বলিতে হইবে। রোমীয় সম্রাট্ আগষ্টস্, যিনি ইজিপ্ট অধিকার করিয়া খৃষ্টীয় ১৪ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, তিনি আরবীয় ফেলিক্স্ অর্থাৎ সেবা বা সেবিয়া দেশে যুদ্ধ উপস্থিত করেন। ইউডেমন্ নগর উহার একটী বন্দর মাত্র। ঐ নগর সেই যুদ্ধেই ধ্বংস হইয়া থাকিবে। রোমিকেরা উহার ধ্বংসের পর তথাকার সমস্ত বাণিজ্য আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন. তাহাতেই ভারতীয় দ্রব্যগুলি তথায় আমদানি হইতে লাগিল। অতএব প্রতীতি হয় যে, বস্তুকেরা তথন ইউডেমন্ ছাড়িয়া আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন (৬৫ পৃষ্ঠা)। এরূপ পরিবর্ত্তন যে আগষ্টসের সময়েই ঘটিবে, তাহার অপর একটী প্রশস্ত কারণ দেখা যাইতেছে। খৃঃ-পূঃ ২০ অব্দে ঐ সম্রাট্ ভারতীয় পাণ্ড্য * ও উজ্জয়িনী † দেশস্থ রাজাদিগের সহিত বাণিজ্যবিষয়ে সন্ধিস্থাপন করেন। অতএব বিচার্য্যমাণ সময়ে তাঁহার অধিকারের মধ্যে, বিশেষতঃ, যথায় তথন বাণিজ্যের মহোন্নতি, তথায় তথন ভারতীয় বণিক্, অর্থাৎ বস্তুকদিগের যাতায়াত থাকাই সম্ভব।

* Elphinstone's History of India, page 238

† Tod's Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I,—Annals of Mewar, Chapter 1.

অব্দের পর খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের মধ্যে কোন এক সময় ইউডেমন্ নগর ধ্বংস হইয়া যায়। আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট অব্দের অভাবে, সাধারণতঃ, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ কালই উহার ধ্বংসের সময় বলিয়া ধার্য্য করিলাম *। এরূপ সময়-নির্দ্ধারণের সহিত আমাদিগের বিচার্য্যমাণ বিষয়টীর কাল-নিরূপণবিষয়ে কোন বিরোধ হইতে পারে না। সে যাহা হউক্, যে সময়ে ঐ নগরে বাণিজ্য চলিয়াছিল, তখন বস্তুকেরাই ভারতের বণিক্। তথায় ভারতীয় বণিক্দিগের যাতায়াতের প্রমাণ থাকিলে, তথায় বস্তুকদিগের যাতায়াত অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, বস্তুকেরা তখন তথায় বাণিজ্য করিতেন, এবং উহার ধ্বংসের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভের পূর্ব্বে তাঁহারা ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না।

চতুর্থতঃ। এরিয়ান্ আরো বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় লোকেরা ডাইয়স্কোরাইড্স্, অর্থাৎ বর্ত্তমান সোকোট্রা দ্বীপে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিতেন †। ঐ দ্বীপ লোহিত ও ভারত সাগরের মধ্যবর্ত্তী, অর্থাৎ উহা

---

* ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, ঐ সময়ে সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যে যুদ্ধাধি-বিষয়ক কোন প্রকার উপদ্রব ছিল না,—তখন সর্ব্বত্রই শান্তি, এবং রোমিকদিগের "জেনস্" নামক দেবতার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হয়। অতএব তৎপূর্ব্বেই ইউডেমন্ নগর ধ্বংস হইয়া থাকিবে।

† The Island of DIOSKORIDES —"The population, which is but scanty, inhabits the north side of the island—that part of it which looks towards the mainland (*of Arabia*). It consists of an intermixture of foreigners, Arabs, Indians, and even Greeks, who resort hither for the purposes of commerce."—*McCrindle's Translation of the 'Periplus,' pp. 92-93.*

আফ্রিকার পূর্ব্বে ও আরবের দক্ষিণে অবস্থিত। পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, উহার আখ্যা * "দ্বীপ-সুখাধার" শব্দের অপভ্রংশ, অর্থাৎ উহা আদিতে হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত, অধ্যুষিত, ও আখ্যাত; পশ্চাৎ তথায় গ্রীস্-দেশীয় লোকেরা বাণিজ্য বা বসতি করেন, তাহাতেই উহার নামের ঐরূপ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যেরূপ শাস্ত্রাদি আলোচনায় ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন কালে বৈশ্য, অর্থাৎ বসুকেরাই ভারতের (একমাত্র) বণিক্ ছিলেন (৫১ পৃষ্ঠা)। অতএব আদিতে তাঁহাদের তথায় যাতায়াত থাকাই সপ্রমাণ †।

পঞ্চমতঃ। পূর্ব্বোক্ত বণিক্-শ্রেষ্ঠ এরিয়ান্ বলিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বণিকেরা জাহাজে করিয়া ভারতীয় বস্ত্রাদি লইয়া ক্যাম্বে, গুজরাট ‡ ও কন্কান্ হইতে সরল পথে একদল

---

* "দ্বীপ-সুখাধার" শব্দ গ্রীক্ ভাষায় "ডাইয়সকোরাইড্‌স্" (Dioskoides) রূপে বিকৃত। "সোকোট্রা" (Socotra) বা "স্কোট্রা" (Scotra) শব্দও ঐরূপ "সুখাধার" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

† যদি গ্রীস্-দেশীয় লোকের পূর্ব্বে তথায় হিন্দুদিগের বাস হয়, তাহা হইলে খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে তথায় হিন্দুদিগের বাসের সময় ধার্য্য করিতে হয়। কেননা, খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর আরবীয়েরা বলিয়া থাকেন যে, মহাবীর আলেক্‌জান্দার্ গ্রীস্-দেশীয় লোক আনাইয়া তথায় বসতি করাইয়াছিলেন *। মহাবীর আলেক্‌জান্দার্ খৃঃ-পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। অতএব ঐ শতাব্দীর পূর্ব্বে তথায় ভারতীয় বণিক্ বা বসুকদিগের বাস।

‡ চীন-দেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্‌থ্‌সঙ্ (Hiouen Thsang), যিনি খৃষ্টীয় ৬২৯ অব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ভ্রমণ করেন, তিনি গুজরাটে গমন করিয়াছিলেন। তিনি উহাকে "গুর্জ্জর" (Gurjara) বলিয়াছেন।—(Elphinstone's History of India, page 296.) অতএব গুর্জ্জর উহার অপর একটী নাম। একভিন্ন উহার "গুজ্জর" আখ্যা আছে।

---

* Yule's Book of Ser Marco Polo, Vol. II, page 401.

আফ্রিকায়, অপর একদল আবার তথা হইতে আরব দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। তাহাতে ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট্ সাহেব বলেন যে, এক্ষণে যতদূর ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে, তদপেক্ষা প্রাচীনতর কাল হইতে, বোধ হয়, আরব ও আফ্রিকা-দেশের সহিত ভারতের এইরূপই বাণিজ্য চলিয়া ছিল। তিনি আরো বলেন যে, যদি ভারতবর্ষীয় লোকেরা কোন কালে জলপথে ভ্রমণ করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে অপর কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া এই প্রমাণেই উল্লিখিত পথে তাঁহাদের বাণিজ্য করা সহজেই স্বীকার করা যাইতে পারে *। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত

ডাক্তার ভিন্‌সেণ্ট্ সাহেব বলেন যে, গুজরাট শব্দ আরবী "গেজির" (Gezira) শব্দের অপভ্রংশ, অর্থ প্রযোদ্বীপ *। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা পারসী "গুজর" ও সংস্কৃত "রাষ্ট্র" শব্দের অপভ্রংশ। গুজর শব্দের অর্থ গুজরাণ বা জীবন-যাপন। পারসীকেরা স্থলপথে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহারা ভারতে যাতায়াতকালে ঐ পথ দিয়া গতিবিধি করিতেন বলিয়া বোধ হয়। এরিয়ানের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে স্থলপথে ব্যাক্ট্রীয়ার মধ্য দিয়া থিনাই হইতে বারিগেজা অর্থাৎ বর্ত্তমান বরোচ নগরে আসিবার পথ ছিল †। গুজরাট একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যের পথ, এ কারণ উহা একটী তাঁহাদের উপার্জ্জনের স্থান, অর্থাৎ "গুজর-স্থান"।

* "It is this voyage between the opposite coasts of India and Africa, connected certainly with the commerce of Arabia, but still capable of being considered in the abstract, which proves, in my opinion at least, the possible existence of this intercourse in ages antecedent to all that history can reach. If it could be believed that the natives of India had been navigators in any age, we might more readily admit their claim in this instance than in any other; for the author mentions, that the imports into Africa are the production of the interior from Barugaza and Ariake, that is, from Cambay, Guzerat, and Concan. and the articles specified confirm the truth of his

* Vincent's Voyage of Nearchus, page 149, footnote
† McCrindle's Translation of the 'Periplus', pp. 147 and 148.

হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুদিগের জলপথে বাণিজ্যবিষয়ে আর কাহারো আপত্তি থাকিবার কারণ দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রেও বলে যে কৈবর্ত্তজাতির "নৌকর্ম্মজীবনং" (৭ পৃষ্ঠা) *, এবং বণিকেরা "সমুদ্রযানকুশলাঃ" (৫২ পৃষ্ঠা) † ছিলেন। শাস্ত্রেও যেরূপ এক্ষণে নষ্ঠাবশেষ প্রকৃত ঘটনাগুলিতেও সেইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত বণিকেরা যে ভারতীয় বস্থক-বণিক্, তাহা শাস্ত্রাদি দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। যেহেতু তখনও বৈশ্য, অর্থাৎ বস্থক ভিন্ন অপর কাহারো বস্ত্র-বাণিজ্যে অধিকার ছিল না (১৭ পৃষ্ঠা)। বস্থকেরাই কেবল বস্ত্র-বণিক্। তাঁহারা অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয়

---

assertion; for they are rice, ghee, oil of sesamum, cotton, muslins, sashes, and sugar · these commodities, he adds, are brought, sometimes in vessels destined expressly for the coast of Africa; at other times, they are only a part of the cargo out of vessels which are proceeding to another port. Thus we have manifestly two methods of conducting this commerce, perfectly distinct one, to Africa direct; and another, by touching on this coast, with a final destination to Arabia."—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol II, pp.* 281-282.

বলা বাহুল্য যে, হিপালসের ভারতে আসিবার পথ-আবিষ্কারের পূর্ব্বে ঐ পথ, বা বায়ুর গতিবিধি ভারতীয় বণিকৃদিগের কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁহারা কনকান্ প্রভৃতিদেশ হইতে যাত্রা করিয়া সরল পথে আফ্রিকার অন্তঃপাতী এডেল্ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য যাইতেন।

* পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-কারী ফাহিয়ন্ হিন্দুদিগের জাহাজে করিয়া বাঙ্গালা-দেশ হইতে সিংহলদ্বীপে, সিংহলদ্বীপ হইতে যাবাদ্বীপে, এবং যাবাদ্বীপ হইতে চীনদেশে যাত্রা করেন।—(Elphinstone's History of India, page 186.) পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেও ভারতবর্ষীয়দিগের পোত-চালন বিষয়ে বহুতর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে (৬০ ও ৭০ পৃষ্ঠা দেখুন্)।

† ঋগ্বেদ-সংহিতার অনেক স্থলে সমুদ্রযান ও সামুদ্রিক বণিকের উল্লেখ আছে।

বস্ত্রাদি লইয়া আরব * ও আফ্রিকা দেশে বাণিজ্য করিতে

* ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েল্, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরবর্ত্তী হাবন্, কন্নে প্রভৃতি নগরীয় ও সেবা বা সেবিয়া প্রভৃতি দেশীয় বণিক্‌দিগের পণ্যদ্রব্যের সম্বন্ধে যে সকল বহুমূল্য বস্ত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন *, সে গুলি যে তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া ভারতীয় বণিক্‌দিগের নিকট পাইতেন, তাহা এক্ষণে অতি বিশদরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। সে গুলি যে তাঁহাদের দেশোদ্ভব নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ইতিহাস-বেত্তা মারে সাহেব লিখিয়াছেন—

"In the sacred volume, which contains the earliest of our historical records, no statement is made whence we might conclude that the Jews had arrived at any knowledge of India. The Great River (Euphrates), and the territory immediately beyond it, appeared to them the most remote objects to the eastward, and are described under the appellation of the 'ends of the earth' Yet those writings make a direct allusion to the extensive caravan routes, formed at an early period for conveying the manufactures of that opulent region into the kingdoms of the West. We cannot hesitate to believe, with Dr Vincent, that the embroidered work, and chests of rich apparel bound with cords, mentioned by Ezekiel (xxvii 23) as brought from Haran, Canneh, and other towns on the Euphrates, were not produced by the ingenuity of the nations on that river, but drawn from the more distant countries of Eastern Asia We have little doubt, also, that the trade across Arabia, by way of Dedan and Idumea, and of which 'precious cloths' are mentioned as the staple, was an Indian trade"—*History of British India. By Hugh Murray, Esq, F. R S E, London:* 1862, *pp.* 27-28.

আমরা এক্ষণে অত প্রাচীন কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে ভারতীয় দ্রব্যগুলির প্রাপ্তির উপায় বুঝিতে পারিলাম। তদ্দেশ-বাসীরা তখন ইউফ্রেটিস্ নদী ও তন্নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বপারস্থ ভূমিখণ্ডকে পৃথিবীর সীমা বলিয়া জানিতেন। তাঁহারা তখন ভারতের কোন সন্ধান জানিতেন না; তাঁহারা তখন ভারতে আসিতেন না। তাঁহারা স্বদেশে থাকিয়াই সে গুলি তখন বস্তুকদিগের নিকট প্রাপ্ত হইতেন। বস্তুকেরা তখন জলপথে সে গুলি লইয়া ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

* ৫১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতের পর—

"These were thy merchants in all sorts of things, in blue clothes, and broidered work, and in chests of rich apparel, bound with cords, and made of cedar, among thy merchandise"—*Ezekiel, XXVII, 24.*

গমন করিতেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তদশ শতাব্দীতে আরবীয়দিগের ভারতীয় দ্রব্যজাত লইয়া স্থলপথে বাণিজ্য করিবার বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে (৫৩ পৃষ্ঠা), তদ্বিষয়ে এক্ষণে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা কেবল পারসীকদিগের মধ্যস্থে নহে, বস্থকদিগের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও সে গুলি স্বদেশে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন। বস্থকেরা তখন জলপথে সে গুলি লইয়া ঐ অঞ্চলে গিয়া বাণিজ্য করিতেন।

ষষ্ঠতঃ। প্লিনি যিনি খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দে পরলোক গমন করেন, তিনিই প্রথমে ইজিপ্ট দেশে কার্পাসের রোপণ ও কার্পাস-বস্ত্রের বয়নাদি কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন *। ষ্ট্রাবো যিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লোক, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, এবং ইজিপ্ট দেশেই অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু তথায় ওরূপ কোন প্রমাণ দেখিতে পান নাই, পাইলে অবশ্য লিখিতেন। তিনি পারস্যদেশের সম্বন্ধে ওরূপ প্রমাণ পাইয়াছিলেন, একারণ তিনি উহার সম্বন্ধে ওরূপ কথা লিখিয়াছেন। তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন;—তিনি এসিয়া-মাইনর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া,

---

* "In Upper Egypt, on the side of Arabia, grows the shrub called by some gossypium, and by others xylon, from which cloths called xylina are woven. The plant is small, and produces a fruit, like a walnut, which contains a woolly down, that may be spun into yarn. This cloth merits a preference over all others for its whiteness and softness; and is made into beautiful robes, which the priests of Egypt delight to wear." —*Pliny translated In Ure's Cotton Manufacture of Great Britain, Vol. I., page* 84.

ইজিপ্‌ট, গ্রীস্‌, মেসিডোনিয়া, এবং প্রায় সমস্ত ইটালি দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া ভারতকেই কার্পাসের জন্মভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন *। অতএব এত অল্প সময়ের মধ্যে তদ্দেশীয় লোকের পক্ষে কার্পাসের রোপণ হইতে বস্ত্র-বাণিজ্য পর্য্যন্ত কার্য্যে এতদূর দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করা সহসা সম্ভব হয় না। অতএব যে দেশ কার্পাসের উৎপত্তি-স্থান ও বস্ত্র-বাণিজ্যের কেন্দ্র, সে দেশ হইতে ইতিমধ্যে তত্তৎকর্ম্মীদিগের আসাই সম্ভব। বিশেষতঃ, ইউডেমন্‌ নগরের ধ্বংসের পর (৬৯ পৃষ্ঠা), ভারতের সহিত ইজিপ্‌ট দেশের বাণিজ্য সম্যক্‌ সংস্থাপিত হইয়াছিল। তখন আবার হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিরুদ্ধে তাঁহাদের তৎকালীন শাস্ত্রে কোন নিষেধ ছিল না। অতএব ষ্ট্রাবোর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর প্লিনির মৃত্যুর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে তথায় বস্থকদিগের সহিত তন্তুবায়দিগের বসতি হইয়াছিল বলিতে হইবে (৬৫ পৃষ্ঠা দেখুন)।

এই সকল যুক্তির একবাক্যতা করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই বস্থকেরা ভারতীয় বস্ত্র লইয়া দ্বীপ-সুখাধার ও

---

* পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্য এবিষয়ে মতভেদ নাই—

"Herodotus mentions (lib. iii. c. 106.) that in India there are wild trees that produce a sort of wool superior to that of sheep, and that the natives dress themselves in cloth made of it. And similar statements are made by Strabo (lib. xv. 10.), Arrian (*Indic.* c 16), and Mela (lib. iii. c. 7.)" — *McCulloch's Dictionary of Commerce and Commercial Navigation, page 451.*

ঋদ্ধিমান নগরে এবং এডেল্ প্রভৃতি-স্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। তাঁহারা তখন ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না; তাঁহারা তখন ইউডেমন্ নগর হইতেই ফিরিয়া আসিতেন। খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভের সন্নিহিত কালে রোমিকেরা ঐ নগর ধ্বংস করিয়া ফেলেন, তাহাতে আলেক্জান্দ্রীয়া নগরে বাণিজ্যের মহোন্নতি হয়। তখন বস্নকেরা ভারতীয় দ্রব্য লইয়া ঐ শেষোক্ত নগরেই আমদানি করিতে লাগিলেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় বণিকেরা তথা হইতে সে গুলি লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া সুবিধা বুঝিয়া বস্নকেরা তথায় বাস করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবোর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর, বোধ হয়, হিপালসরে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর প্লিনির মৃত্যুর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের পূর্ব্বে, কোন সময়ে তাঁহারা তন্তুবায সমভিব্যাহারে ভারত হইতে কার্পাস-বীজ লইয়া তথায় গিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং স্ব স্ব বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তথায় তন্তুবয়ন করাইয়া কার্পাস বস্ত্রের বাণিজ্যকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ইজিপ্ট দেশে কার্পাস-বস্ত্রের বয়ন ও বাণিজ্য-বিষয়ক যে এত উন্নতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলীভূত কারণই এই। তৎপরে কালসহকারে তত্রত্য বস্নকদিগের দুর্গতি উপস্থিত হয়। খৃষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরবীয়েরা রোমিকদিগকে পরাস্ত করিয়া ইজিপ্ট অধিকার করেন, তাহাতে তথায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হয়। মুসল্মান্দিগের বাণিজ্যবিস্তারে বস্নকদিগের বাণিজ্যের

অবনতি ঘটিয়াছিল। আবার পশ্চাৎ যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরবীয়েরা স্বহস্তে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ করেন; তাহাতে তন্তুবায়দিগেরও তথায় মহা অনিষ্ট ঘটে। আরবীয়দিগের বাণিজ্যপ্রভাবে বস্নুকদিগকে অগত্যা বাণিজ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে হয়। পরে অসভ্য জাতির মধ্যে থাকিতে থাকিতে ক্রমে তাঁহাদিগের উপর অসভ্য জাতির দোষ আসিয়া বর্ত্তে। তাঁহারা এক্ষণে বিধর্ম্মী *।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অবগত হইয়াছি যে, শাস্ত্রানুসারে ওষধি মাত্রই বৈশ্য, অর্থাৎ বস্নুকদিগের পণ্যদ্রব্যবিশেষ (১০ পৃষ্ঠা)। বস্নুক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের উহাতে বাণিজ্য করিবার

---

* এরূপ প্রবাদ আছে যে, "মিশর" দেশ হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ভারতে আসিয়াছিলেন *। এতদ্দ্বারা এইমাত্র অনুমিত হয় যে, এক সময়ে মিশর দেশে হিন্দুদিগের বসবাস ছিল। পরে যখন তথায় মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রচার হয়, তখন তাঁহারা ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু উল্লিখিত বস্নুকেরা তথায় থাকিয়া যান, একারণ তাঁহাদের তথায় ওরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

আফ্রিকা-অঞ্চলে ভারতীয় লোকের যে বসতি হইয়াছিল, তাহা উহার স্থানবিশেষের আখ্যা দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। স্পেন-দেশীয় পণ্ডিত বেন্‌জামিন্ (Rabbi Benjamin), যিনি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, এবং তৎপশ্চাৎ ভেনিস্-দেশীয় বণিক মার্কোপলো (Ser Marco Polo), যিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা উভয়ে আবিসিনিয়াকে "মধ্যবর্ত্তী ইণ্ডিয়া" (Middle India) অর্থাৎ ভারতবর্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (Yule's Book of Ser Marco Polo, Vol. II., page 365, Note 1, দেখুন।) তথায় ভারতীয় লোকের বসতি না থাকিলে, অকস্মাৎ ওরূপ আখ্যা হওয়া অসম্ভব।

---

* Wilson's Glossary under the word "Misr". মিশর বা মিজ্‌রেম্ নোয়ার পৌত্র। তিনি ইজিপ্টের স্থাপন-কর্ত্তা। এইহেতু ইজিপ্টের অপর একটী আখ্যা মিশর।

অধিকার ছিল না। অতি প্রাচীন কালের কথা দূরে থাক্, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈদিক বা মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বত্রই হিন্দুদিগের মধ্যে সাদরে ও সগৌরবে পরিগৃহীত ছিল (১৭ পৃষ্ঠা)। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে যে সকল ভারতীয় ওষধি গ্রীস্-দেশে ব্যবহৃত হইত, সে গুলি বস্থকেরাই স্বদেশ হইতে লইয়া গ্রীস্-দেশে বিক্রয় করিতে গমন করিতেন *। অত প্রাচীন কালে

---

* "কেবল আরবে নয়, বহু পূর্ব্বে গ্রীস্‌দেশেও ভারতবর্ষীয় ঔষধাদি প্রচলিত হয়। হিপক্রেটিজ্ নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ চিকিৎসক খৃ, পূ, পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি খৃ, পূ, ৩৬১ অব্দে ৯৯ নিরনব্বই বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার গ্রন্থে কৃষ্ণতিল, শোভাঞ্জন (অর্থাৎ শজিনা), এলাচী, দারুচিনি, জটামাংসী, লোবান্, বিরেজা, হিঙ্গু, চিরতা, এই সমস্ত দ্রব্য রোগ-বিশেষে ঔষধ স্বরূপ ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। এ সমুদায়ই ভারতবর্ষীয় ঔষধ-দ্রব্য। এ সমস্ত বস্তু ভারতবর্ষ হইতে গ্রীস্‌দেশে নীত ও বিক্রীত হইত। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাদৃশ পূর্ব্ব কালেও ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা ইয়ুরোপ খণ্ডের উল্লিখিত অংশে প্রচলিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রীক্ চিকিৎসকের সাম্প্রদায়িক বৈদ্যকগ্রন্থ সমুদায় পর্য্যালোচনা দ্বারা এইটি অবধারিত হইয়াছে যে, অস্ত্র-চিকিৎসা বিষয়ে গ্রীক্‌দিগের অপেক্ষা নিপুণতর চিকিৎসকদিগের চিকিৎসা-শাস্ত্র হইতে সে সমুদায়ের কিয়দংশ সঙ্কলিত হয়। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন চিকিৎসকেরা মৃত-দেহ ছেদন করিয়া তাহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, শিরাদির গঠন ও স্বরূপ প্রভৃতি নির্দ্ধারণ করিতেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সুশ্রুতাদি সংস্কৃত সুপ্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্ব্ব কালে হিন্দু চিকিৎসকেরা অশ্মরী রোগ, প্রসব বাধা, মৃতগর্ভ-নিঃসারণ ইত্যাদি অনেক স্থলে কঠিন কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেন। সুশ্রুত ঐ প্রথমোক্ত ক্রিয়াটির বিবরণ করেন; পশ্চাৎ সেল্‌সস্ নামক লাটিন্ পণ্ডিত তাহা ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রচার করিয়া দেন। তিনি মিশর-দেশীয়দিগের নিকট তাহা অবগত হন এবং মিশর-দেশীয়েরা পূর্ব্ব-দেশীয় (অর্থাৎ ভারতবর্ষীয়) চিকিৎসকদিগের সমীপে শিক্ষা করেন। অতএব গ্রীক্ হিপক্রেটিজ্ অস্ত্র-চিকিৎসাবিষয়েও ভারতবর্ষীয়দের নিকট

গ্রীস্‌-দেশীয় লোকের ভারতে আসিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। তবে যে সকল গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, সে গুলিতে এইমাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, উহার অনেক অধস্তন কালে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইজিপ্ট-নিবাসী গ্রীস্‌-দেশীয় বণিকেরা ভারতীয় দ্রব্যগুলি আনয়নোপলক্ষে আরবের অন্তর্বর্ত্তী লোহিত সাগরের উপকূলস্থ সেবিয়া বা বর্ত্তমান য়েমেন্ নামক স্থানে যাতায়াত করিতেন। তৎপরে তাঁহারা আফ্রিকার অন্তঃপাতী মোসুলন্ বা বর্ত্তমান বার্ব্বেরা নামক বন্দরে গিয়া উক্ত দ্রব্যাদি লইয়া ফিরিয়া যাইতেন।

ঋণ-বদ্ধ ছিলেন ইহা সর্ব্বতোভাবে সম্ভব ও সঙ্গত।—Transactions of the Second Session of the International Congress of Orientalists, for 1874, pp, 255-259."—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ, টিপ্পনি, ৩১৩—৩১৪ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

রোমীয় চিকিৎসক সেল্‌সস খৃষ্টীয় ২০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি মিশর-দেশীয়দিগের নিকট অশ্মরী বা পাথরী চিকিৎসা শিক্ষা করেন, এবং মিশর-দেশীয়েরা তাহা ভারতীয় চিকিৎসক অর্থাৎ অম্বষ্ঠ জাতির (৫ পৃষ্ঠা) নিকট শিক্ষা করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খ্রীষ্টীয় শকের সন্নিহিত কালে, অর্থাৎ যে সময়ে আমরা ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্নুকদিগের মিশর-দেশে যাতায়াতের প্রমাণ পাইয়াছি (৬৫ পৃষ্ঠা), সেই সময়ে তথায় অম্বষ্ঠ জাতিরও যাতায়াত স্বীকার করিতে হয়। অত প্রাচীন কালে মিশর-দেশীয়দিগের ভারতে আসিবার বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই; অতএব তখন অম্বষ্ঠ জাতিরই তথায় যাতায়াত থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গ্রীক্-চিকিৎসক হিপক্রেটিজ্ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৬১ অব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। তিনি ভারতীয় চিকিৎসা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে মিশর দেশে ওরূপ শাস্ত্রের আলোচনার কোন প্রমাণ নাই। অতএব তাঁহার তথায় আসিয়া তাহা শিক্ষা করা কখনই সম্ভবপর নহে। তিনি স্বদেশে থাকিয়া তাহা শিক্ষা করিয়া থাকিবেন। তখন বস্নুকদিগের ন্যায় অম্বষ্ঠ জাতিরও তথায় অবশ্য যাতায়াত ছিল।

অতঃপর তাঁহারা তদুপলক্ষে আরবের অন্তর্ব্বর্ত্তী সাগর-তীরস্থ হাড্রামট্ নামক স্থানে গতিবিধি করিতেন। অবশেষে তাঁহারা স্বয়ং ভারতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও আবার ষ্ট্রাবোর মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২৫ অব্দেব পর বলিতে হইবে (৬৩ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা প্রথমে সাগরের কূলে কূলে বাহিয়া, পরিশেষে হিপালসের ভারতে আসিবার পথ-আবিষ্কারের পর তাঁহাব নির্দ্দিষ্ট মার্গে যাতায়াত করিয়া ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন *। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীস্-দেশীয় বণিক্-দিগের দ্বারা ভারতীয় ঔষধাদি কখনই গ্রীস্-দেশে নীত বা বিক্রীত হয় নাই। অত প্রাচীন কালে বস্থক ভিন্ন অপর কোন জাতি দ্বারা কখনই এবম্প্রকাব বাণিজ্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

উহার কিঞ্চিৎ অধস্তন কালে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরের তীরবাসী গ্রীক্‌দিগের সহিত ভারত-বাসীদিগেব যে সাতিশয় আলাপ ও পরিচয় ছিল, তাহার অতি সন্তোষকর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তখন ভারতে

* "As far as can be collected from the authorities which remain, it appears, that in the age of Agatharchides, the Greeks of Egypt went no farther than Sabea or Yemen, to fetch the commodities of India; that they afterwards passed the straits, and found a better market in the port of Mosullon, one of the harbours of Adel; that in a later period they advanced as far as Hadramaut, on the southern coast of Arabia; and that all these efforts were made for obtaining the productions of India, till at last they reached that country themselves, first by adhering to the coast, and finally by striking across the ocean in consequence of the discovery of the monsoon by Hippalus."—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II, page 123.*

অশোক রাজার রাজত্ব (৪৭ পৃষ্ঠা)। তাঁহার অনেকগুলি অনুশাসনপত্র ভারতের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে এক খানিতে অন্তিযোক, তুরমায়ো, অন্তিকোন, মকো, ও অলিকস্থনরি নামে এই পাঁচটী রাজার নাম উৎকীর্ণ আছে। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইহাঁরা যথাক্রমে এণ্টিওকস্, টলেমি, এণ্টিগোনস্, মেগস্, ও আলেক্জান্দার্*। ইহাঁরা গ্রীক্ রাজা এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহাঁদিগের সহিত অশোক রাজার পরিচয় থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, যেহেতু ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম ও চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতীয় বণিক্-দিগের ভূমধ্যসাগরে যাতায়াত ছিল (৭৮ পৃষ্ঠা) †। গ্রীস্-দেশীয় বণিক্দিগের তত প্রাচীন কালে ভারতে আসিবার

---

* Antiochus II of Syria B C 261-246, Ptolemy Philadelphus of Egypt B C 284-246, Antigonus Gonatus of Macedon B C. 276-243, Magas of Cyrene B.C. 308-258, and Alexander II of Epirus B C 272-254

† উল্লিখিত রাজাদিগের মধ্যে টলেমি ইজিপ্টের অধীশ্বর। তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৮৪ অব্দ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার সহিত অশোক রাজার বন্ধুতা ছিল, এবং তিনি ডায়োনিসিয়স্ নামক এক জন দূতকে উক্ত মগধাধিপতির নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক অর্থাৎ বস্থকেরা ইজিপ্ট দেশে গমন করিতেন না (৬৯ পৃষ্ঠা)। না করিলেও তাঁহাদের সহিত তন্নিবাসী গ্রীক্দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভূমধ্যসাগরের উপকূলস্থ কোন না কোন স্থানে বাণিজ্য চলা আশ্চর্য্য নহে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৩২ অব্দে নূতন ট্যায়ার ধ্বংস হইলে (৬৬ পৃষ্ঠা) কিছু কাল আলেক্জান্দ্রীয়া নগরের সহিত ভারতের এইরূপে বাণিজ্য চলিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হয়। পরে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে তত্রত্য গ্রীকেরা সেবিষাদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন (৭৯ পৃষ্ঠা)।

বিষয়ে যে কোন প্রমাণ নাই, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে (৭৯ পৃষ্ঠা) *। অতএব ভারতীয় বণিক্‌দিগের তথায় যাতায়াত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

এতদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে গ্রীক্‌দিগের মধ্যে অনেকগুলি ভারতীয় দ্রব্যের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় †। অতএব অবশ্য

* খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৭ অব্দে গ্রীকদিগের ভারতে প্রথম প্রবেশ। তখন মহাবীর আলেক্‌জান্দার্ ভারত আক্রমণ করেন (১৭ পৃষ্ঠা)। তিনি পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। ভারতের সহিত তাহার বাণিজ্য সংস্থাপন করিবার কল্পনা থাকিলেও, তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৪ অব্দে তাঁহার লোকান্তর হয়। তাহার পূর্ব্বে গ্রীকদিগের সহিত ভারতীয় বণিক্‌দিগের বাণিজ্য চলিয়াছিল। তখন ভারতীয় বণিক্, অর্থাৎ বসুকদিগের ঐ অঞ্চলে যাতায়াত থাকাই সর্ব্বথা সম্ভবপর।

† গ্রীক্-কবি হোমর (Homer) যিনি খৃঃ-পূঃ ৯০৭ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন, তিনি অনেকগুলি ভারতীয় দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন *। ভারতের অবস্থিতির কথা দূরে থাক, তিনি উহার নাম পর্য্যন্তও জানিতেন না। তখন অবশ্যই ভারতীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। নচেৎ এ সকল দ্রব্য তাঁহারা কি প্রকারে পাইলেন?

হোমরের গ্রন্থে কেবল যে ভারতীয় দ্রব্যগুলির উল্লেখ আছে, এমন নয়, উহার সহিত রামায়ণ ও মহাভারতের স্থানবিশেষে সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়।—(Indian Wisdom By Monier Williams, Esq., M. A, London: 1875; Lecture XIV.) হিন্দুরা তাঁহাদের গ্রন্থগুলি সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেন, এবং তদ্বিষয়ক গান ও কীর্ত্তন করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেন। এ সকল বিষয় লইয়া গান ও কীর্ত্তন করা তাঁহাদের মধ্যে নূতন প্রথা নহে, উহা আবহমান প্রচলিত আছে (রামায়ণ, বালকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ, ৮ম শ্লোক)। অতএব হোমরের সময়ে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ১০ম শতাব্দীতে উক্ত গ্রন্থবিষয়ক মূল উপাখ্যানগুলি তথায় প্রচলিত থাকা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত।

* হোমরের গ্রন্থে "কাসিটিরস্" (Kassiteros) ও "এলিফস্" (Elephas) শব্দের উল্লেখ আছে। প্রথমটী সংস্কৃত "কস্তীর" শব্দের অপভ্রংশ। দ্বিতীয়টী সংস্কৃত "ইভ" শব্দের অপভ্রংশ,—উহার পূর্ব্ববর্ত্তী "এল্" একটী উপসর্গ মাত্র। কস্তীর অর্থে 'টীন্" (Tin) বা রাঙ্, এবং ইভ অর্থে হস্তী।

স্বীকার করিতে হইবে যে, সে গুলিও তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্থকদিগের নিকট প্রাপ্ত হইতেন, এবং বস্থকেরা তখন ভূমধ্যসাগরে গিয়া বাণিজ্য করিতেন *।

বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বস্থকেরা সমুদ্র-যান অবলম্বন করিয়া যে পথে বাণিজ্য করিযাছিলেন, অদ্যাপি সেই পথস্থ দ্বীপ-পুঞ্জের আখ্যা গুলিতে তাঁহাদের সেই বিস্তৃত বাণিজ্য-ব্যবসায়ের অভ্রান্ত ও অস্খলিত প্রমাণ রহিয়াছে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশম শতাব্দীতে তাঁহারা গ্রীস্‌দেশে বাণিজ্য করিতেন। তাঁহাবা তখন কণ্ডীব দ্বীপে বাণিজ্য করিয়া থাকিবেন। তৎপরে গ্রীস্‌দেশীয় বণিকেরা

---

* অত প্রাচীন কালে হিন্দুদিগেব গ্রীসদেশে যাতায়াতের এত সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকায় সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্-পণ্ডিত পিথাগোরসের সময়ে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ ৪৮৬ অব্দেব পূর্ব্বে, তথায় ভাবতীয় দর্শন শাস্ত্রেব প্রচাব থাকা সর্ব্বতো-ভাবে সম্ভব ও সঙ্গত বলিযা বোধ হয়। পণ্ডিতবব কোল্‌ব্রুক্ সাহেব উভয় দেশের শাস্ত্র লইযা বিচার কবিয়া বলিযাছেন যে, গ্রীস্-দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয়দিগেব নিকট দর্শন শাস্ত্রেব উপদেশ গ্রহণ কারন *। এরূপ অবস্থায় পিথাগোরসের পূর্ব্বাঞ্চলে আসিয়া ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করিবার বিষয়ে যে প্রবাদ আছে, তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়। অতএব বলিতে হইবে যে, ভাবতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় (৭৯ পৃষ্ঠা) ভাবতীয় দর্শন শাস্ত্রও হিন্দুদিগেব দ্বাবাই গ্রীস্-দেশে নীত ও প্রচারিত হইযাছিল। পিথাগোরসের মৃত্যুর অব্যবহিত পবে, অর্থাৎ ২৫।২৬ বৎসর পবে হিপক্রেটিজেব জন্ম। ইহাতে স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতীয় উভয় শাস্ত্রই এক সময়ে গ্রীস্‌দেশে প্রচারিত ছিল।

---

* "It is well argued by Mr Colebrooke, that the Indian philosophy resembles that of the earlier rather than of the later Greeks, and that if the Hindus had been capable of learning the first doctrines from a foreign nation, there was no reason why they should not in like manner have acquired a knowledge of the subsequent improvements. From which he infers that 'the Hindus were, in this instance, the teachers and not the learners.'"—*Elphinstone's History of India, page* 138.

খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর কোন পূর্ব্বতন কালে ঐ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যান *।

ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, ফেরা-নেকোর অধিকার কালে (৬৭ পৃষ্ঠা), অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬০৪ অব্দে ফিনিসীয়েরা লোহিত সাগর বাহিয়া আফ্রিকা প্রদক্ষিণান্তর ভূমধ্যসাগর দিয়া ফিরিয়া যান। অর্থাৎ, যে পথ পশ্চাৎ ভাস্কো ডি গামা আবিষ্কার করেন (৬৬ পৃষ্ঠা), সেই পথ তৎপূর্ব্বে

* মহাভারতে যে শ্বেত-দ্বীপের উপাখ্যান আছে, তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পুরাকালে ভারতবাসীদিগের ইউরোপ খণ্ডে যাতায়াত ছিল *। শ্বেত-দ্বীপ 'আল্‌বিয়ন" (Albion) বা বর্ত্তমান "গ্রেট্-বৃটেন্" হউক্ আর নাই হউক্, ভারতীয় বণিক্‌দিগের ঐ অঞ্চলে গতিবিধি ছিল বলিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয়। তথায় যে সকল সিলিদ্বীপ (Scilly Isles) আছে, উহাদিগের প্রাচীন নাম "কাসিটিরাইড্‌স" (Cassiterides)। পূর্ব্বোক্ত গ্রীক্-গ্রন্থকার হিরোডোটস, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪১৩ অব্দে মানবলীলা সংবরণ করেন, তাঁহার গ্রন্থে উহাদিগের ঐ আখ্যাই দৃষ্ট হয়। কাসিটিরাইড্‌স্ গ্রীক্ শব্দ, কিন্তু উহা সংস্কৃত কষ্টীর শব্দের অপভ্রংশ মাত্র †। অতএব বলিতে হইবে যে, ঐ দ্বীপগুলি সর্ব্বপ্রথমে হিন্দুদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও আখ্যাত; পশ্চাৎ তথায় গ্রীক্‌দিগের যাতায়াত, তাহাতেই ঐ শব্দটী গ্রীক্ ভাষায় পরিণত হইয়াছে, কিন্তু তাহাও আবার হিরোডোটসের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পক্ষান্তরে মহাভারত খৃষ্ট-পূর্ব্ব সার্দ্ধদ্বয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত (৪২ পৃষ্ঠা), এবং তাহাতে হিন্দুদিগের ইউরোপখণ্ডে যাতায়াতে প্রমাণ আছে। অতএব বলিতে হইবে যে, ঐ প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকেরা দ্বীপ-সুখাধার (৭০ পৃষ্ঠা) ও আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া প্রশান্তমহাসাগর বাহিয়া কষ্টীর ও শ্বেত দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাত্রা করিতেন। বলা বাহুল্য যে, কষ্টীরদ্বীপে কষ্টীর, অর্থাৎ "টীন্" পাওয়া যাইত, একারণ উহার ওরূপ আখ্যা।

* "The legend of Sveta-dvipa in the Maha-bharata (XII 12703) certainly favours the idea of some intercourse with Europe at an early date"—*Indian Wisdom page 138, footnote.*

† The Student's Hume's History of England, page 2.

তাঁহাদেরই দ্বারা একবার আবিষ্কৃত হইয়াছিল *। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেই পথ ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বস্নকদিগের অবিদিত ছিল না। তাঁহারা তখন শ্বেত-দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, অতি প্রাচীন কালে য়িহুদী ও ফিনিসিয়া-নিবাসী বণিকেরা ভারতে আসিতেন। কিন্তু একথা কখনই সপ্রমাণ হয় না। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে যে, সলোমনের অধিকার কালে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ একাদশ ও দশম শতাব্দীতে (B. C. 1015-975.) উল্লিখিত বণিকেরা "থার্সিস্" ও "আফির্" নামক প্রদেশে বাণিজ্য করিতেন (পশ্চাৎ দেখুন্। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "থার্সিস্" শব্দে স্পেন নির্দ্দিষ্ট হয়। কিন্তু আফিরের

---

* ফিনিসীয়দিগের ঐ পথ আবিষ্কার হইয়াই শেষ হইল; ঐ পথ দিয়া তাঁহাদের বাণিজ্য করিবার অবকাশ হয় নাই। তখন স্বদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতেই তাঁহাদের দেশ ধ্বংস হইয়া যায় (৬৬ পৃষ্ঠা)। নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলে বিদেশীয় বণিক্‌দিগের প্রাচীন কালে জলপথে বাণিজ্যের অবস্থা-গত বহুতর প্রমাণ পাওয়া যাইবে—

'The boldest naval enterprise of the ancients was the Periplus of Hanno, who sailed (570 B C) from Carthage to the coast of Guinea, within four or five degrees of the line. Africa was not known by the ancients to be almost circumnavigable. They had a very limited knowledge of the habitable earth. They believed that both the torrid and frigid zones were uninhabitable; and they were but very imperfectly acquainted with a great part of Europe, Asia, and Africa. Denmark, Sweden, Prussia, Poland, the greatest part of Russia, were unknown to them In Ptolemy's description of the globe, the sixty-third degree of latitude is the limit of the earth to the north, the equinoctial to the south."—*Tytler's Elements of General History, Tomlin's Edition, London*. 1844, *pp*.97-98.

অধিষ্ঠান-ভূমি লইয়া মহাগোলযোগ। কেহ কেহ বলেন যে, তদ্দ্বারা ভারতকেই বুঝাইত। কিন্তু উহা তাঁহাদের কেবল অনুমান মাত্র। উহাতে যুক্তির লেশ মাত্রও নাই। উল্লিখিত বণিকেরা স্পেন দেশে বাণিজ্য করিতেন, কিন্তু আফির্ উহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থান বলিয়া সপ্রমাণ হয় না। থার্সিসের অবস্থিতির সঙ্গে আফিরের অবস্থিতি অনুমিত হইতে পারে না।

সলোমনের সময়ে য়িহুদী ও ফিনিসিয়া-দেশীয় বণিকেরা জাহাজে করিয়া যে সকল দ্রব্য লইয়া যাইতেন, তন্মধ্যে কতকগুলি যে ভারতীয় দ্রব্য, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সে গুলি ভারতীয় দ্রব্য বলিয়াই যে, তাঁহারা সে গুলি ভারত হইতেই লইয়া যাইতেন, অথবা আফির্কেই যে ভারত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে, এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না। এরূপ নির্দ্ধারণের পক্ষে কিছু না কিছু প্রমাণ থাকা আবশ্যক। যখন থার্সিস্ শব্দে স্পেন নির্দ্দিষ্ট হইতেছে, যখন আবার সে গুলি তথা হইতেই নীত হইত *, তখন

* "For the king had at sea a navy of Tharshish with the navy of Hiram: once in three years came the navy of Tharshish, bringing gold, and silver, ivory, and apes, and peacocks." —1. *Kings, X* 22.

যে ভাষায় খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মপুস্তক প্রথম লিখিত হয়, তাহার নাম হিব্রু। ঐ ভাষায় "কফ্" শব্দে বানর বুঝায়। উহা যে সংস্কৃত "কপি" শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিব্রু "থুকি" শব্দ তামিল "টোকৈ" শব্দের অপভ্রংশ; অর্থ ময়ূর। হিব্রু "যেন্হাব্বীম্" শব্দের অর্থ গজদন্ত। জেসিনিয়স্ সাহেব বলেন যে, উহা "যেন্হা-ইব্বীম্" শব্দের অপভ্রংশ। তন্মধ্যে "ইব্বীম্" শব্দটী সংস্কৃত "ইভ" শব্দের রূপান্তর মাত্র, অর্থ হস্তি, উহার পূর্ব্বে কেবল মাত্র একটী বিশেষণ-বাচক হিব্রু শব্দ আছে।—(Elphinstone's History of India, page 183, foot-note) য়িহুদীরা খৃঃ-পূঃ ১১ শ ও ১০ম শতাব্দীতে

এইমাত্র প্রতিপন্ন হয় যে, তৎকালে ভূমধ্যসাগর দিয়া বাণিজ্য চলিয়া ছিল। ফিনিসিয়াদেশীয় বণিকেরা ভূমধ্যসাগরে বাণিজ্য করিতেন, এ কারণ তাঁহাদের উহারই উপকূলে বসতি। ঐ অঞ্চলে তাঁহাদের বাণিজ্য চলিয়াছিল, এ কারণ ঐ দিকে তাঁহাদের উপনিবাসের প্রমাণ আছে *।

বসুকেরা আরব ও আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া স্পেন ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাণিজ্য করিতেন, এবং ফিনি-সীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে আসিয়া ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন;—এতদ্ব্যতীত অপর কোন অনুমান যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এখনকার ন্যায় তখন সুয়েজ্ যোজকের মধ্য দিয়া ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের কোন সুবিধা ছিল না।

ফিনিসীয়দিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ থার্সিস্ অর্থাৎ স্পেন হইতে জলপথে উল্লিখিত দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের তখন ভারতে আসিতে হইত না। তাঁহারা তখন ভারতের কোন সন্ধান রাখিতেন না (৭৩ পৃষ্ঠা); তাঁহারা স্পেন দেশেই সে গুলি প্রাপ্ত হইতেন। অতএব তখন তথায় ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বসুকদিগের যাতায়াত থাকা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত।

* "The Phœnicians (the Canaanites of Scripture), were a commercial people in the days of Abraham —In the time of the Hebrew judges, they had begun to colonise.—Their first settlements were Cyprus and Rhodes; thence they passed into Greece, Sicily, Sardinia, and Spain, and formed establishments likewise, not only on the northern, but even on the western coast of Africa —The Sidonians carried on an extensive commerce at the time of the Trojan war".—*Tytler's Elements of General History, page* 7.

ফিনিসিয়া-দেশীয় বণিকেরা এব্রাহামের সময় হইতে (B. C. 1996-1823.), অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব বিংশ বা ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে ভূমধ্য-সাগরে বাণিজ্য করিতেন। কিন্তু উপরি যেরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এতদপেক্ষা প্রাচীনতর কালে ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বসুকদিগেরও ঐ অঞ্চলের কোথায় না কোথায় বাণিজ্য চলিয়াছিল।

অতএব তখন ঐ পথ দিয়া জাহাজ চলিত না। কালসহকারে আবার বস্থকেরা স্পেন অতিক্রম করিয়া ভূমধ্যসাগর বাহিয়া গ্রীস্-দেশেও বাণিজ্য করিযাছিলেন। তদুপলক্ষে ভারত-বাসীরা ঐ অঞ্চলে আপনাদিগের শাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া থাকিবেন (৮৩ পৃষ্ঠা)। বলা বাহুল্য যে, অতি প্রাচীন কালেই তথায বিদ্যার অনুশীলন হইযাছিল। এই হেতু তথায় ভারতীয পণ্ডিতদিগেরও সমাগম হইযা থাকিবে। ইহাতে আরো প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ঐ প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকেরা ট্যায়ার দেশে গিযা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তথায় বাণিজ্য করিয়াছিলেন। যেহেতু উহা গ্রীস্ হইতে বহুদূর নহে। খৃষ্ট-পূর্ব্ব একাদশ শতাব্দী হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় বাণিজ্য-লক্ষ্মী অচলভাবেই অবস্থান করিয়াছিলেন (৬৬ পৃষ্ঠা)।*

* যে লোহিত রঙ পূর্ব্বকালে ট্যায়ার-দেশীয-মৎস্য-সম্ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইযাছিল, বাস্তবিক উহা যে তথাকার মৎস্য-সম্ভূত নহে, তাহা পণ্ডিতেরা সপ্রমাণ করিযাছেন। তথায ঐরূপ মৎস্য (Murex) পাওয়া যায় না। ঐ রঙ মৃত কীট শুকাইযা প্রস্তুত হইত*। উহা ভারতীয় কীট। ঐ প্রাচীন কালে ভারতীয় বণিকেরা ঐ রঙ লইয়া তথায় বিক্রয় করিতে যাইতেন, এতদ্ভিন্ন অপর কোন অনুমান যুক্তি-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা তখন জলপথে ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন।

* "Passing by Tyre I came to be a mournful witness of the truth of that prophecy, That Tyre, Queen of Nations, should be a rock for fishers to dry their nets on Two wretched fishermen, with miserable nets, having just given over their occupation, with very little success, I engaged them, at the expence of their nets, to drag in those places, where they said shell-fish might be caught, in hope to have brought out one of the famous purple fish I did not succeed, but in this I was, I believe, as lucky as the old fishers had ever been The purple fish at Tyre seems to have been only a concealment of their knowledge of cochineal, as, had they depended upon the fish for their dye, if the whole city of Tyre applied to nothing else but fishing, they would not have coloured twenty yards of cloth in a year."—*Bruce's Travels, 1790, Vol 1, Introduction, p. lix.*

সলোমনের সময়ে সুয়েজ্ যোজকের মধ্য দিয়া জলযানে ভূমধ্যসাগরে যাতায়াতের কোন উপায় না থাকিলেও (৬৭ পৃষ্ঠা), লোহিতসাগরে বাণিজ্য করিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল *। তিনি সিরিয়া দেশে, ট্রিপোলি ও ডামাস্কসের

পরে প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ঐ রঙ ভারত হইতে পারস্যদেশে নীত ও ব্যবহৃত হইত। এজিকিয়েলের সময়ে, অর্থাৎ, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে সিরিয়া-দেশীয় বণিকেরা যে রঙ্ লইয়া ট্যায়ার দেশে বিক্রয় করিতেন *, তাহাও ভারতীয় রঙ্। উহাই পুরাকালে ট্যায়ার-দেশীয়-মৎস্য-সম্ভূত রঙ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে। উহা তাঁহারা স্বদেশে বসিয়া প্রাপ্ত হইতেন, তখন ভারতীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে গিয়াও বাণিজ্য করিতেন (পশ্চাৎ দেখুন্)।

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আধুনিক মতে ইডুমিয়ানরা প্রাচীন কালে লোহিতসাগরে বাণিজ্য করিতেন, এবং সেই কারণেই উহার ওরূপ আখ্যা (৫৪ পৃষ্ঠা)। ষ্ট্রাবো, যিনি খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে ইহ লোক পরিত্যাগ করেন, তিনি কিন্তু উহার নামের উৎপত্তির বিষয়ে বলেন—

"Some say that the sea is red from the colour arising from reflexion either from the sun, which is vertical, or from the mountains, which are red by being scorched with intense heat; for the colour it is supposed may be produced by both of these causes Ktesias of Knidos speaks of a spring which discharges into the sea a red and ochrous water."—*Strabo translated In McCrindle's Translation of the "Periplus," &c, page 210, foot-note.*

টীসিয়স্ একজন গ্রীস্-দেশীয় ইতিহাস-লেখক। তিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৮২ অব্দে পরলোক গমন করেন। তিনি বলেন যে, ভূমধ্য হইতে লোহিত রঙের জল উঠিয়া লোহিতসাগরে পতিত হইত, তাহাতেই উহার ওরূপ আখ্যা। অথবা ষ্ট্রাবো যেরূপ জনশ্রুতির বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, সূর্য্যরশ্মি উহাতে প্রতিফলিত হওয়ায়, উহার ওরূপ নাম হইয়াছে। সে যাহা হউক্, ইডুমিয়ানরা সাগরের তীর-

*"Syria trafficked with thee by reason of the multitude of the wares of thy making, they gave for thy merchandise emeralds, purple and broidered work, and fine linen and agate.'—*Ezekiel XXVII. 16, according to Gesenius.*

মধ্যবর্ত্তী স্থলে, "বেয়ালথ্" নামক একটী নগর নির্ম্মাণ করেন। তিনি আবার আরবীয় পিট্রা বিভাগে, আলেপ্পোর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ-পূর্ব্বে, "টাড্মোর্" নামক অপর একটী নগর স্থাপিত

বাসী নহে। তাঁহাদের পর্ব্বতোপরি বাস ছিল *,—ইহা দ্বারা নাবিক বিদ্যায় তাঁহাদের পারদর্শিকতা প্রমাণ হইতেছে না। তাঁহারা লোহিত-সাগরের কূলে কূলে বাহিয়া সেবিয়া হইতে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন,—এই পরিমাণমাত্র তাঁহাদের জলপথে বাণিজ্য প্রমাণ হইতে পারে। তখন ভারতীয় বণিকেরা তথায় গিয়া বাণিজ্য করিতেন (৭৪ পৃষ্ঠা); তাহা-তেই তাঁহাদের দেশের অত ঐশ্বর্য্য। পুরাকালে যে পথ দিয়া আরবীয়েরা পদব্রজে ইজিপ্ট দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন (৫৩ পৃষ্ঠা), সেই পথেই ইডুমিয়ান্দিগের বাজার বা দেশ ছিল (৫৫ পৃষ্ঠা) †। তাঁহারা জলপথে স্থানান্তরে গিয়া কোথাও বাণিজ্য করিতেন বলিয়া প্রতিপাদিত হয় না।

---

* "Thy terribleness hath deceived thee, and the pride of thine heart, O thou that dwellest in the clefts of the rock, that holdest the height of the hill though thou shouldest make thy nest as high as the eagle, I will bring thee down from thence, saith the Lord."—*Jeremiah.*

ভবিষ্যদ্বাক্তা জেরিমায়া খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠশতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি ইডুমিয়ান্দিগকে পর্ব্বত বাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† "While the Israelites were detained in bondage in Egypt, the Edomites, descended from Esau, became a rich and powerful nation, possessing a rampart of impregnable fortresses in the fastnesses of Mount Seir, a country generally fruitful, and the command of the great roads by which the earliest commercial caravans travelled. Its capital city, called Bozrah in the Old Testament, and Petra by the Greeks, was situate at the foot of Mount Hor, in a deep valley, the only means of access to this metropolis was through a defile, partly natural and partly cut through the solid rocks, which hung over the passage, and often intercepted the view of the heavens. The breadth of this pass is barely sufficient for two horsemen to ride abreast, and near the entrance a bold arch is thrown across at a great height, connecting the opposite cliffs The pass gradually slopes downwards for about two miles, the mountain-ridge still retaining its level, until at the close of the dark perspective, a multitude of columns, statues, and graceful cornices, burst upon the view, retaining at the present day their forms and colours, as little injured by time and exposure as if they were just fresh from the chisel. The sides of the mountains are covered with countless excavations, of which some are private dwellings and some sepulchres."—*Taylor's Ancient History, New Edition, London.* 1871; *page* 281

করেন *। তিনি এইরূপে মরুভূমির মধ্য দিয়া যাতায়াতের কষ্ট নিবারণ করিয়া লোহিতসাগরের উপকূলস্থ ইডুমিয়া দেশের ইলাথ্ ও ইজিযন্‌জিবার্ নামক বন্দরদ্বয়ে জাহাজ প্রস্তুত করেন। ট্যায়ার্-দেশাধিপতি হিরাম্ তাঁহার সাহায্যে ফিনিসিয়াদেশীয় সুশিক্ষিত নাবিক প্রেরণ করেন। য়িহুদীরা এইরূপে ফিনিসীযদিগের সহিত মিলিত হইয়া আফির্‌দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন †, এবং তথা হইতে ভারতীয় দ্রব্য লইয়া যাইতেন। তখন সেবা বা সেবিয়াদেশে যে ভারতীয় দ্রব্যগুলি আম্‌দানি হইত, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে সবিস্তরে সমালোচনা করিযাছি (৭৪ পৃষ্ঠা)। অতএব অনুমিত হয় যে, য়িহুদী ও ফিনিসিয়া-দেশীয় বণিকেরা তখন সেবা দেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। উহাই তাঁহাদেব আফির্। তথায় ভারতীয় দ্রব্যগুলি পাওয়া যাইত। তাঁহাবা তখন ভারতে আসিতেন না। তাঁহারা তখন ভারতেব কোন সন্ধান জানিতেন না (৭৩ পৃষ্ঠা)। ভারত কখনই আফির্ নহে ‡।

---

* "And Solomon built Gezer, and Beth-horon the nether, And Baalath, and Tadmoi in the wilderness, in the land."—*I. Kings, IX.* 17-18.

† "And King Solomon made a navy of ships in Ezion-geber, which *is* beside Eloth, on the shore of the Red Sea, in the land of Edom

And Hiram sent in the navy his servants, shipmen that had knowledge of the sea, with the servants of Solomon.

And they came to Ophir, and fetched from thence gold, four hundred and twenty talents, and brought *it* to King Solomon."—*I. Kings, IX* 26-28.

‡ সলোমন্ যে "আলূম্‌গ্" কাষ্ঠে মন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাহাও তিনি অপরাপর ভারতীয় দ্রব্যগুলির ন্যায় সেবা দেশে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন (৭৪ পৃষ্ঠা)। উহা ট্যায়ার-দেশীয বণিক্ কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারত

সলোমনের বহু কাল পরে, অর্থাৎ আনুমানিক খৃঃ-পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে পাশ্চাত্য দেশীয় লোকেরা ভারতের অবস্থিতির বিষয় কতক অস্পষ্ট সন্ধান পাইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা উহার নাম জানিতে পারেন নাই। পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েল্ (৫৩ পৃষ্ঠা) ট্যায়ার-দেশীয় নৃপতিকে লক্ষ্য করিয়া পারস্যোপসাগরস্থ "বেরিন্" নামক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত "দেদান্" দ্বীপের সম্বন্ধে যে সকল দূরদেশের উল্লেখ করিয়াছেন,(*) তাহা ভারতীয় দেশ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু তখনও তাঁহারা উহার নাম

হইতে নীত বা গৃহীত বলিয়া সপ্রমাণ হয় না। আমরা এবিষয়ে মহাত্মা টড্ সাহেবের অনুমানে অনুমোদন করিতে পারিলাম না *। তখন যে ভারতীয় বণিকেরা লোহিতসাগরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এ কথা তিনি সঙ্গত বলিয়া থাকেন। আবার সলোমনের লোকেরা তখন তথায় বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন †। অতএব সলোমন্ তথা হইতেই উক্ত কাষ্ঠ পাইয়া থাকিবেন।

(*) "The sons of Dedan were thy merchants · many distant lands were the merchandise of thine hand they brought thee for a requital horns, ivory, and ebony."—*Ezekiel, XXVII*, 15.

---

* "The wood of Solomon's temple is called *al-mug ;* the prefix *al* is merely the article This is the wood also mentioned in the annals of Guzerat, of which the temple to 'Adinath' was constructed. It is said to be indestructible even by fire It has been surmised that the fleets of Tyre frequented the Indian coast : could they thence have carried the *Al-Mug* for the temple of Solomon ?"—*Tod's Rajasthan, Vol* 1 ,—*Annals of Mewar, Chapter VII.*

† "The distance of the Nile from the Indian shore forms no objection , the sail spread for Ceylon could waft the vessel to the Red Sea, which the fleets of Tyre, of Solomon, and Hiram covered about this very time That the Hindus navigated the ocean from the earliest ages, the traces of their religion in the isles of the Indian archipelago sufficiently attest , but on this subject we have already said enough" —*Tod's Rajasthan, Vol.* 1.,—*Religious Establishments, &c , of Mewar, Chapter, XX.*

জানিতে পারেন নাই। এ অঞ্চলে তখন তাঁহাদের যাতায়াত থাকিলে, তাঁহারা অবশ্য উহার নাম জানিতে পারিতেন। দুই শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহারা উহার নাম শুনিয়াছিলেন। খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকের মধ্যে কেবল "এস্থার" নামক বিভাগে ভারতের নাম পাঠ করা যায় *। উক্ত বিভাগে কেবল পারস্যদেশের ইতিহাস বর্ণিত আছে। উহাতে লিখিত আছে যে, ভারত "অহসূএরস্" (Ahasuerus) নামক নৃপতির রাজ্যের বহির্ভূত। তখন পারস্য-দেশ ভারত পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল। অহসূএরস্ ডেরায়সের পুত্র ছিলেন। ডেরায়স্ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫২২ অব্দ হইতে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৪৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত পারস্য-দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন (৬৭ পৃষ্ঠা)। হিরোডোটস্, যিনি তাঁহার মৃত্যুর দুই এক বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বলেন যে, ঐ নৃপতি ভারতবাসীদিগকে পরাজয় করিয়া তাঁহাদিগের নিকট কর আদায় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভারতীয় রাজ্যাংশটী তাঁহার সমস্ত পারসীক রাজ্যের বিংশতিতম বিভাগ বলিয়া পরিগণিত ছিল। ডেরায়স্ ভারতের মধ্যে যে কতদূর পর্য্যন্ত আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা উল্লিখিত ইতিহাস-বেত্তার গ্রন্থে স্পষ্ট প্রকাশ নাই। সে যাহা হউক, এক্ষণে যেরূপ

---

* "Then were the king's scribes called at that time in the third month, that *is*, the month Sivan, on the three and twentieth *day* thereof; and it was written according to all that Mordecai commanded unto the Jews, and to the lieutenants, and the deputies and rulers of the provinces which *are* from India unto Ethiopia, an hundred twenty and seven provinces unto every province according to the writing thereof, and unto every people after their language, and to the Jews according to their writing, and according to their language,"—*Esther*, *VIII*,9.

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পারসীকেরা সেই প্রাচীন কালে ভারতে আসিয়া আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সর্ব্বত্রই বসতি করিয়াছিলেন *। জেনারেল্ সার্

* ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পারসীকেরা ভারতীয় দ্রব্য লইয়া স্থলপথে বাণিজ্য করিয়াছিলেন (৫৪ পৃষ্ঠা)। এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল যে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁহাদের ভারতে প্রথম প্রবেশ। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এই উভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী কালে তাঁহারা ভারতীয় বণিক্ অর্থাৎ বসুকদিগের সাহায্যে স্বদেশে বসিয়া ভারতের দ্রব্যগুলি প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা তখন ভারতে আসিতেন না। বসুকেরা ঐ প্রাচীন কালে সে গুলি লইয়া জলপথে পারস্যদেশাভিমুখে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন (৫৫ পৃষ্ঠা)। তৎপরে ঐ শেষোক্ত শতাব্দী হইতে পারসীকেরা ভারতে আসিয়া স্থলপথে সে গুলি লইয়া যাইতেন। হিরোডোটস্ যে সকল বস্ত্র "সিণ্ডন্ বীস্‌সীনা" (Sindon byssina) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে গুলি, বোধ হয়, তখন হইতে তাঁহাদেরই কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভারত হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে নীত ও বিক্রীত হয়। সিণ্ডন্ শব্দ যে "সিন্ধু" শব্দের অপভ্রংশ, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বীস্‌সীনা শব্দ যে "বস্ন" শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। ["বস্নং (ক্লী) বসনং"—ইতি বিশ্বঃ।] সিণ্ডন্ বীস্‌সীনা যে শাণবস্ত্র নহে, তাহা একপ্রকার দৃঢ় করিয়া বলা যাইতে পারে। তখন ইজিপ্ট দেশে ওরূপ বস্ত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত * (৬৫ পৃষ্ঠা); অতএব অনুমিত হয় যে, তখন ভারত হইতে ওরূপ বস্ত্র রপ্তানি করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে গুলি আবার রেসম-বস্ত্র নহে, কারণ রেসম-বস্ত্র উহার অনেক অধস্তন কালে পাশ্চাত্য প্রদেশে নীত ও ব্যবহৃত হয়। সে গুলি কার্পাস-বস্ত্র। পারসীকেরা খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে স্থলপথে সিন্ধুদেশে আসিয়া সে গুলি লইয়া যাইতেন †। সে গুলি সিন্ধুদেশ হইতে রপ্তানি হইত, কিন্তু

* Ezekiel, XXVII, 7

† যেরূপ হিরোডোটস্ বলেন, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, পারসীকেরা ডেরায়সের ভারত-আক্রমণের পূর্ব্বে জলপথে ভারতে আসিবার পথ জানিতেন না। ডেরায়স্ অগ্রে ঐ পথ আবিষ্কার করিতে লোক প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রেরিত লোকেরা সিন্ধুনদী হইতে যাত্রা করিয়া সার্দ্ধ দুই বৎসর পরে লোহিতসাগরে উপস্থিত হন। পরে তিনি ভারত আক্রমণ করেন। পারসীকেরা ঐ সময় হইতে জলপথেও বিচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের ওরূপ বিচরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (৫২ পৃষ্ঠা)।

আলেক্‌জান্দার্ ক্যানিঙ্গহ্যাম্ সাহেব অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে স্থানে স্থানে তাঁহাদের দেবালয় আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই সকল দেবালয়ের একতম তাঁহাদের "জেরাক্‌সস্" (Xerxes) নামক নৃপতির অধিকার কালে,

---

সে গুলি সিন্ধুদেশে নির্ম্মিত নহে। সে গুলি বঙ্গোদেশোদ্ভব। বসুকেরা সে গুলি বঙ্গদেশ হইতে লইয়া সিন্ধুদেশে বিক্রয় করিতে যাইতেন। তখন সিন্ধুদেশ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইয়া উঠে। তখন বা তদপেক্ষা বহুপ্রাচীন কালে বঙ্গদেশে যে কার্পাস-বস্ত্র নির্ম্মিত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পূর্ব্বোক্ত ভবিষ্যদ্বক্তা এজিকিয়েল্, যিনি খৃষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি পারস্যোপসাগরস্থ বেরিন্ নামক দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দেদান্ দ্বীপ হইতে যে সকল বস্ত্র ট্যায়ার দেশে গৃহীত হইত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫৩ পৃষ্ঠা), বসুকেরা সে গুলি ভারত হইতে বিক্রয়ার্থ তথায় লইয়া যাইতেন। সেগুলি যে বঙ্গ-দেশোদ্ভব কার্পাস-বস্ত্র কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। উক্ত ভবিষ্যদ্বক্তার বচনে যে হিব্রু "বিগ্‌ডেহ্" (Bigdeh) শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহা "বেগেড্" (Beged) শব্দের বহুবচন। বেগেড্ বা "বাগাড্" (Bagad = to clothe) শব্দ যে সংস্কৃত "বঙ্গ" শব্দের অপভ্রংশ, তাহা কিছু বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইবে। বঙ্গ হইতে "বাঙ্‌গ্", পরে "বাগ্‌ড্", শেষে "বাগাড্";—এইরূপে বঙ্গ শব্দটী উল্লিখিত ভাষায় ক্রমে পরিণত হইয়া থাকিবে। বঙ্গ শব্দের অর্থ কার্পাস-বস্ত্র; যথা মেদিনীকোষে—

"ব্যঙ্গো ভেকে চ হীনাঙ্গে বঙ্গং সীসকরঙ্গয়োঃ।
বার্ত্তাকেঽপি চ কার্পাসে পুংভূম্নি নীবৃদন্তরে॥"
গদ্বিকম্, ২৪।২৫ শ্লোক।

ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই প্রথম কার্পাস-বস্ত্রের বয়ন, এই জন্য উহার ওরূপ আখ্যা। বেগেড্ ও বঙ্গ এই দুই শব্দে আপাততঃ যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দেশ কাল ও ভাষাভেদে উচ্চারণ-গত বৈলক্ষণ্য বৈ আর কিছুই নয়। উহারা আদৌ এক। অতএব বলিতে হইবে যে, অতিপ্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় লোহিত রঙের ন্যায় (৮৯ পৃষ্ঠা), ভারতীয় কার্পাস-বস্ত্রও ট্যায়ার দেশে নীত ও ব্যবহৃত হইত, এবং বসুকেরা ঐ প্রাচীন কালে দেদান্ দ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। দেদান্ শব্দটী, বোধ হয়, সংস্কৃত কোন শব্দের অপভ্রংশ হইবে।

অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নির্ম্মিত *। জেরাক্সস্ ডেরায়সের পুত্র ; তাঁহার অপর নাম অহসূএরস্ (৯৩ পৃষ্ঠা)।

পারসীকদিগের ভারতে আসিয়া সপরিবারে বাস করিবার বিষয় উপরি সমালোচিত হইল। এক্ষণে তাঁহাদের ভাষায় বস্নুক শব্দের অনুপ্রবেশের কারণ ও সময় অনু-সন্ধান করা হইবে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে আফ্রিকা অঞ্চলে বস্নুক জাতির অবস্থিতির বিষয় সমালোচনা করিয়াছি (৬১ পৃষ্ঠা)। তাহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বস্নুক শব্দ তদ্দেশীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। আমরা আবার তৎপূর্ব্বে (৪৫ পৃষ্ঠা) কর্ণাটী ভাষায় বস্নুক শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি। আমরা পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উহার ব্যবহার দেখিব। আমরা এক্ষণে পারসী ভাষায় উহার অর্থের সমালোচনা করিব। উহা তথায় "বোসোক্"-আকারে বিকৃত। 'ব'-কারের স্বভাব-সুলভ অপভ্রংশ 'বো'-কার, 'স্নু'-কারের 'সো'-কার, এবং 'ক'-কারের 'ক্'-কার। বস্নুক শব্দ এইরূপে উচ্চারণভেদে পারসী ভাষায় বোসোক্-আকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই দুই শব্দে যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা ভাষাভেদে উচ্চারণ-গত বৈলক্ষণ্য বৈ আর কিছুই নয়। উহারা যে মূলে এক, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র। বোসোক্ শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পারসীকেরা এই শব্দটী তন্তুবয়ন কর্ম্মে প্রাপ্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা চরকায় সূতা কাটিবার নিমিত্ত তূলার যে

* Archaeological Survey of India. By A. Cunningham, Esq., c.s.i., Major-General, Royal Engineers. Vol. V., Plates 45—50.

পাঁজ প্রস্তুত করেন, পারসী ভাষায় তাহাকে বোসোক্ বলে। বস্থক শব্দের প্রকৃত অর্থ ধন, সম্পত্তি, ইত্যাদি। উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি, উহাতে বৈশ্যই বুঝাইয়া থাকে। বসুকেরা বণিক্। তাঁহাদিগের বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল। তাঁহারা তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রবয়ন করাইয়া লইতেন। পারসীক মহিলারা হিন্দু মহিলার আদর্শে চরকায় সূতা কাটিতেন *। তাঁহারা বসুকদিগের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিতেন, এবং

---

* "কর্ত্তন" শব্দে স্ত্রীলোকদিগের কাট্না কাটা বুঝাইয়া থাকে; যথা, মেদিনীকোষে—

"কর্ত্তনং ন দ্বয়োশ্ছেদে নারীণাং সূত্রনির্ম্মিতৌ ॥"

নত্রিকম্ ৪৭ শ্লোক।

যে সকল স্ত্রীলোকে কাট্না কাটিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে "কর্ত্তনী" বলে। "কাটনী" শব্দ কর্ত্তনী শব্দের অপভ্রংশ। কর্ত্তনী শব্দ এক্ষণে কেবল "কর্ত্তরী" বা "কাঁচী" অর্থেই ব্যবহৃত। কিন্তু এক সময়ে উহা "সূত্রনির্ম্মাণ-কারিণী" অর্থেও প্রচলিত ছিল। প্রচলিত কোন অভিধানে উহার ওরূপ অর্থ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু উহার অপভ্রংশ কাটনী শব্দ অদ্যাপি ঐ অর্থেই প্রসিদ্ধ। ঐ শব্দটী এক্ষণে ডুমুরাও নগরের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে। ডুমুরাও ঢাকার ১০।১২ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে। পূর্ব্ব কালে উহা বস্ত্র-নির্ম্মাণের জন্যই প্রসিদ্ধ ছিল। এখনো তথায় অনেক তন্তুবায়ের বাস আছে। তাঁহাদের মধ্যে এই একটী প্রবাদ আছে যে, তথাকার সুপ্রসিদ্ধ কর্ত্তনীরা এক রতি ওজনের তুলায় একশত পঁচাত্তর হস্ত সূত্র কাটিয়া দিতেন *।

---

* সুলেমন নামে একজন আরবীয় বণিক্ খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্যোপসাগর হইতে কয়েকবার ভারত ও চীনদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ৮৫১ অব্দে একখানি আরবী গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপাঠে বঙ্গদেশীয় কর্ত্তনীদিগের কার্য্যনৈপুণ্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

"There is a stuff made in his country" (*i. e.*, in the country of the King of RUHMI) "which is not to be found elsewhere, so fine and delicate is this material that a dress made of it may be passed through a signet-ring. It is made of cotton, and we have seen a piece of it. Trade is carried on by means of Kauris, which are the current money of the country. They have gold and silver in the country, aloes, and the stuff called *samara*, of which *madabs* are made."—*Sulaiman translated. In Sir Henry M. Elliot's History of India, edited by Professor Dowson; London* 1867, *Vol* 1, *page* 5.

চরকায় সূতা কাটিবার নিমিত্ত তুলার পাঁজ প্রস্তুত করিতেন। সেই সমস্ত তুলা বয়নকদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইত, পরে আবার সূত্র বা বস্ত্রাকারে তাঁহাদিগকেই প্রদত্ত হইত, এই আদান-প্রদান ক্রিয়ার অবান্তর সম্বন্ধবশতঃ ঐ সকল তুলার পাঁজ বয়ুক বা বোসোক্ নামে আখ্যাত*। ধন-বাচক

* পারসীকদিগের মধ্যে বস্ত্র-বয়নাদি কার্য্যে "দাদনি" নামে একটী বন্দোবস্তের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। পারসী ভাষায় "দাদ্" শব্দের অর্থ "দান করা," এবং তাহা হইতেই "দাদনি" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু উহার মূলে যে সংস্কৃত "দদনং" শব্দ আছে, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। ["দদনং (ক্লী) দানং"—ইতি শব্দরত্নাবলী।] ঐ শব্দে এই এক পদ্ধতি লক্ষিত হয়—কোন কার্য্যের চুক্তি হইলে শ্রমোপজীবীকে কিঞ্চিৎ অর্থ অগ্রিম দেওয়া রীতি। দাদনি প্রথাটী পারসীকদিগের নূতন শিক্ষা বলিয়া বোধ হয়। যদি আদিতে ঐ প্রথাটী তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে আরবীয়েরা ঐ প্রথার সহিত ঐ শব্দটীও গ্রহণ করিতেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই আরবীয়দিগের সহিত পারসীকদিগের বাণিজ্য-কার্য্যের সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। তাহারা পারসীক-

খৃষ্টীয় ১৬৬৬ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বণিক টাভার্নিয়ার্ বঙ্গদেশ দর্শন করেন। তখনও তথায় সুনিপুণ কর্ত্তনিদিগের বাস ছিল। তাঁহারা যে কিরূপ সূত্র কাটিতেন, নিম্ন উদ্ধৃত কয়েক পংক্তি পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। উল্লিখিত বণিক্ লিখিয়াছেন——

"The broad *baftas* are 1¼ cubits wide and the piece is 20 cubits long. They are commonly sold at from 5 to 12 *mahmudis* but the merchant on the spot is able to have them made much wider and finer, and up to the value of 500 *mahmudis* the piece. In my time I have seen two pieces of them sold for each of which 1000 *mahmudis* were paid. The English bought one and the Dutch the other, and they were each of twenty-eight (28) cubits. Muhammad Ali Beg, when returning to PERSIA from his embassy to INDIA, presented CHA SEFI II with a cocoa-nut of the size of an ostrich's egg enriched with precious stones, and when it was opened a turban was drawn from it 60 cubits in length, and of a muslin so fine that you would scarcely know what it was that you had in your hand. On returning from one of my voyages I had the curiosity to take with me an ounce of thread of which a *livre* weight cost 600 *mahmudis*, and the late Queen-Dowager, with many of the ladies of the Court, was surprised at seeing a thread so delicate, which almost escaped the view." —*Travels in India by Jean Baptiste Tavernier, Translated from the original French Edition of* 1676. *By V. Ball, LL. D., F. R. S., F. G. S. London:* 1889; *Vol II, pp* 7-8

বস্ত্রক শব্দ পারসী ভাষায় যে তূলার পাঁজ অর্থে ব্যবহৃত

দিগের আদর্শে বাজার বসাইয়া ব্যবসায় করিতেন। তাঁহাদের বোজ্‌রা ও পারসীকদিগের বাজার—উভয়ে একই শব্দ (৫৫ পৃষ্ঠা)। আরবীয়েরা যখন পারসীকদিগের কার্‌ওয়ান্ প্রথা গ্রহণ করিলেন,—সে সময়ে পারসীকদিগের মধ্যে দাদনি প্রথা প্রচলিত থাকিলে, তাহাও অবশ্য গ্রহণ করিতেন, ও সেই সঙ্গে দাদনি কথাটীও আরবী ভাষায় প্রবিষ্ট হইত *।

পারসীকেরা ভারত হইতেই দাদনি প্রথা শিক্ষা করিয়াছেন। জেরায়সের ভারত-অধিকারের পর তাঁহারা যে ভারতে আসিয়া সপরিবারে বাস করেন, তদ্বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে (৯৪ পৃষ্ঠা)। পক্ষান্তরে, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রই সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল (১৭ পৃষ্ঠা)। ভগবান্ মনুর ব্যবস্থা সমালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, কোন অঙ্গীকৃত কার্য্য সমাধা না হইলে, কাহারও পাওনা দেওয়া হইত না, এবং কার্য্য যে পরিমাণ সম্পন্ন হইত, পাওনাও সেই পরিমাণে দেওয়া হইত † (৫২ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, যখন মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব, তখন অবশ্য দাদনি প্রথাটী কখনই হিন্দুদিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। তাহার কোন অধস্তন কালে ঐ প্রথাটী আবিষ্কৃত ও প্রচলিত হইয়াছে। অতএব ঐ প্রথাটী অতি আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এক সময়ে উহা যে হিন্দু ও পারসীক, উভয় জাতির মধ্যে সমভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঐ প্রথাটীর সহিত পারসী বোসোক শব্দের অর্থ সমন্বয় করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব্বে পারসীক মহিলারা হিন্দুমহিলার আদর্শে চরখায় সূতা কাটিতেন, এবং দাদনির সহিত বস্ত্রকদিগের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিতেন।

তিন শত বৎসরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, যখন বাঙ্গালায় যবনাধিকার, তখন যে হিন্দুদিগের মধ্যে ঐ প্রথার বহুল প্রচার ছিল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী-

* আরবীয়দিগের মধ্যে যে "মুসলিম্" প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা দাদনি প্রথা হইতে স্বতন্ত্র। তাঁহারা সকল মূল্য অগ্রিম দিয়া পশ্চাৎ দ্রব্য লইয়া থাকেন। পারসীকেরা দ্রব্য পাইবার পূর্ব্বে উহার কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়া থাকেন, দ্রব্য পাইলে অবশিষ্ট মূল্য দেন।

† "চক্রবৃদ্ধিং সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।
অতিক্রামন্ দেশকালৌ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫৬॥
সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥" ১৫৭॥

মনু, ৮ম অধ্যায়।

("চক্রবৃদ্ধি শব্দেনাত্র চক্রবচ্ছকটাদিভাটকরূপা বৃদ্ধিরভিমতা।"—ইতি কুল্লুকভট্টঃ।)

হইল, তাহার মূলীভূত কারণই এই,—তদ্ভিন্ন ঐ শব্দটী

কাব্যে—"মহাদেবের মনোহর বেশধারণ" প্রকরণে—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ কাব্যখানি খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে রচিত হয় (পরিশিষ্টে দেখুন্)। তাহাতে লিখিত আছে; যথা——

"প্রভুর দোসর নাই উপায় কে করে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে॥
দাদনি না দেয় এবে মহাজন সবে।
টুটিল সূতার কড়ি উপায় কি হবে॥
দুপণ কড়ির সূতা এক পণ বলে।
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে॥"

স্ত্রীলোকেরা দাদনি লইয়া কাট্‌না কাটিতেন। কি হিন্দু, কি পারসীক, উভয় জাতির মধ্যে এক সময়ে এই একই প্রথা ছিল।

ইংরাজ্ বণিকেরাও ভারতে আসিয়া দাদনি প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহাদিগের বাণিজ্য বিষয়ে পশ্চাৎ সমালোচনা হইবে।

এক্ষণে শ্রেণীবিশেষে যে "আগুরি" উপাধি দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, তাহা এই দাদনি প্রথা হইতেই আসিয়াছে। আগুরি শব্দ "অগ্র" শব্দের অপভ্রংশ। তাঁহারা অগ্রে কিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করিতেন, পরে কার্য্য সমাধা হইলে অবশিষ্ট মূল্য বুঝিয়া পাইতেন। অগ্র বা আগুরি শব্দ স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকারে পরিণত হইয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের ইংরাজি অভিধানে সেগুলি সংগৃহীত আছে, যথা,—

"Agari, Agaree, H (from the S *agra* অগ্র, before). Money, &c., paid in advance. There are various dialectical modifications of the same, as, *Agai* or *Agaee*, *Aguri* or *Agooree*, *Agau*, *Agaru*, *&c*, all derived from *Agra*, meaning, Before, either in place or time, through the Vernacular form *Age*"—*Wilson's Glossary*.

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দাদনি প্রথার সঙ্গে সঙ্গেই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পর আগুরি উপাধির সৃষ্টি হয়। ঐ উপাধি তন্তুবায়-দিগের মধ্যেও আছে। "আগর্‌ওয়ালা" উপাধিরও ঐরূপ সৃষ্টি বোধ হয়।

আগুরি-তন্তুবায়দিগের সহিত ইংরাজ্ বণিক্‌দিগের কার্য্য ছিল। খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে সম্রাট্ ফরক্‌সিয়ার্ ইংরাজ্ বণিক্‌দিগকে যে সনন্দ পত্রখানি প্রদান করেন, তাহাতে আগুরি-তন্তুবায়দিগের উল্লেখ আছে *।

* Considerations on India Affairs By William Bolts, Esq, Second Edition, London, 1772; Part II, Vol III, page 6.—Copy of the original Persian Firman granted by the Emperor Furrukhseer in 1717.

অন্য কোন কারণে ওরূপ অর্থে ঐ ভাষায় ব্যবহৃত হওয়া সম্ভবপর নহে *।

পারসীকেরা খৃষ্টীয় শকারম্ভের সন্নিহিত কালে স্বদেশে বস্ত্র-বয়ন করিতে আরম্ভ করেন। সেই গ্রীক্-গ্রন্থকার ষ্ট্রাবো, যিনি খৃষ্টীয় ২৫ অব্দে পরলোক গমন করেন, এবং বহু দেশ

* বসুকদিগের তূলার ব্যবসায় ছিল, এবং তাহা হইতেই তূলার বসুক বা বোসোক্ আখ্যা। বণিক্দিগের নিজ আখ্যা যে তাঁহাদের পণ্যদ্রব্যের উপর আরোপ হইয়া থাকে, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। সচরাচর এরূপ বহুতর প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ইটালি ভাষায় যে "শেঠা" (Seta) শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে সংস্কৃত "শ্রেষ্ঠী" বা উহার অপভ্রংশ "শেঠ" শব্দের রূপান্তরমাত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। উহা তথায় রেসম অর্থে ব্যবহৃত। শ্রেষ্ঠীদিগের রেসমের ব্যবসায় ছিল। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে রেসম বৈশ্যের পণ্যদ্রব্যবিশেষ। ভগবান্ মনু আপৎকালে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বৈশ্যের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি পণ্যদ্রব্যে জীবিকা করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে রেসমের ব্যবসায় করিতে একেবারেই নিষেধ করিয়াছেন। রেসম চিরকালই বৈশ্যের পণ্যদ্রব্য (১০ পৃষ্ঠা)। শ্রেষ্ঠীরা বৈশ্য-বণিক্ ছিলেন। রেসম তাঁহাদিগের পণ্যদ্রব্য বলিয়া উহাও স্থলবিশেষে শ্রেষ্ঠী বা শেঠ আখ্যায় আহূত হইত বলিয়া বোধ হয়। হিপ্পালসের ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর, ইট্যালি-দেশীয় বণিকেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন (৬৩ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা শ্রেষ্ঠীদিগের নিকট রেসম ক্রয় করিতেন, তদুপলক্ষে তাঁহারা রেসমের সহিত উহার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ আখ্যাও গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। বসুক শব্দ যেরূপ পারসী ভাষায় তূলা অর্থে ব্যবহৃত, শ্রেষ্ঠী শব্দও সেইরূপ ইটালি ভাষায় রেসম অর্থে ব্যবহৃত। বলা বাহুল্য যে, শ্রেষ্ঠী শব্দটী বসুকদিগের অধস্তন কালের একতম উপাধিমাত্র; কালে "ঈ"-কারের লোপে উহা শ্রেষ্ঠ বা শেঠ আকারে পরিণত হইয়াছে। এখানে বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক নহে যে, সাধারণের মতে রেসম খৃষ্টীয় শকের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে স্থলপথে চীনদেশ হইতে ইটালি দেশে প্রথম নীত ও ব্যবহৃত হয়। চীনদিগের প্রাচীন নাম "সেরিস্" (Seres), সেই জন্যই উহার অন্য একটী আখ্যা "সেরিকম্" (Sericum)। তদবধি ইটালি দেশে রেসমের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া শ্রেষ্ঠীরা হয়ত ঐ অঞ্চলে উহার বাণিজ্য করেন। তদুপলক্ষে বসুল শব্দের ন্যায় (৫৭ পৃষ্ঠা), ইটালি ভাষায় শ্রেষ্ঠী শব্দের প্রবেশ হইলেও হইতে পারে।

ভ্রমণ করিয়া কার্পাসের উৎপত্তি-স্থান বলিয়া ভারতকেই নির্দ্দেশ করেন (৭৫ পৃষ্ঠা), তিনি তখন তাঁহাদের সুসিয়েনা (Susiana) প্রদেশে কার্পাস-বৃক্ষের রোপণ ও কার্পাস-বস্ত্র-বয়নের কথা উল্লেখ করিয়াছেন *। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভকালে বস্তুক শব্দ পারস্য দেশে তূলার পাঁজ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা ভারতে আসিয়া বসতি করিয়াই বস্ত্রবয়ন কর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন †। বস্তুক শব্দ যেরূপ অর্থে তাঁহাদের ভাষায়

* Vincent's Commerce and Navigation, Vol. 1., page 456.

† পারসী ভাষায় যে "বাফ্" শব্দ দৃষ্ট হয়, তাহা সংস্কৃত "বাপ" শব্দের অপভ্রংশমাত্র। সংস্কৃত বাপ শব্দে তন্তুবয়ন, পারসী বাফ্ শব্দে তন্তুবায়। এস্থলে "প"-কারের স্থানে "ফ্"-কার উচ্চারিত হইয়াছে, এই মাত্র ভেদ। পারসী "বাফ্ত্" শব্দও, বোধ হয়, সংস্কৃত "বাপিত" শব্দের রূপান্তরমাত্র। কালে এই দুই শব্দের অর্থ-বিষয়ে অনেক অন্তর হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উহারা মূলে এক বলিয়া বোধ হয়। বাফ্ত শব্দে আবার কার্পাস-বস্ত্র বুঝাইয়া থাকে। অতএব বলিতে হইবে যে, পারসীকেরা ভারতে আসিয়া কার্পাস-বস্ত্র বয়ন করিতে শিক্ষা করিয়াছেন।

পারসী ভাষায় যে "কার্গাহ্" * শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সংস্কৃত "কার্য্য-গেহ" শব্দের অপভ্রংশ বই আর কিছুই নয়। উল্লিখিত ভাষায় উহার অর্থ, "কার্য্যালয়" ও "তাঁত"। পারসীকেরা ভারতে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিয়া তন্তুবয়ন কর্ম্মে এতই প্রোৎসাহী হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা উহাকে তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য বলিয়াই গণনা করিয়াছিলেন। তখন তাঁত বা তন্তুবয়ন তাঁহাদের একমাত্র কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। কার্য্য-গেহ শব্দ এইরূপে বিকৃত হইয়া পারসী ভাষায় তাঁত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে, অর্থাৎ যে সময়ে তাঁহাদের ভারতে আসিয়া বাস (৯৪ পৃষ্ঠা), সেই সময়েই তাঁহাদের এখানে তন্তুবয়ন কর্ম্মের আরম্ভ।

* তন্তুবায়েরা তাঁতের কারণ বাজারে যে কর প্রদান করিতেন, তাহাকে "কার্গাহি", অর্থাৎ কার্য্য-গেহি বলিত। খৃষ্টীয় ১৭৯৫ অব্দের দ্বিতীয় রেগুলেসনে ঐ কর রহিত হইয়া যায়। তাহাতে ঐ শব্দটী "খেরগুই" (Kheigui) রূপে লিখিত আছে।

গৃহীত, তাঁহাতে তাঁহাদের ভারতে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিবার আবশ্যকতা স্পষ্ট লক্ষিত হয়। তাঁহারা এখানে থাকিয়া বস্থকদিগের নিকট কার্পাস পাইয়া কাট্‌না কাটিতে বা বস্ত্রবয়ন করিতে আরম্ভ করিলে কালে অর্থের বিস্তারবশতঃ উল্লিখিত শব্দে যে ওরূপ অর্থ সংযোজিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি খৃঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতে ঐ অর্থ-যোজনার সময় ধার্য্য হয়, তাহা হইলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ঐ প্রাচীন কালে বস্থক শব্দ ঐরূপ অর্থে পারস্য দেশে ব্যবহৃত বলিয়া প্রমাণ হয় না *। ইতি-পূর্ব্বে যেরূপ প্রমাণ উপস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, উহা খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভকালের পূর্ব্বে

---

* গ্রীক্-গ্রন্থকার টীসিয়স (৮৯ পৃষ্ঠা), যিনি পারস্যাধিপতি আর্টা-জেরাক্সস্ নীমোন্ নামক নৃপতির চিকিৎসা উপলক্ষে, অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পারস্যদেশে গিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করেন ও ঐ দেশের একখানি ইতিহাস লিখেন, তাঁহার সেই ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তখনও পারসীকেরা ভারতীয় বস্ত্র লইয়া ব্যবহার করিতেন। তথায় তখন বস্ত্র-বয়ন প্রচলিত থাকিলে, তিনি অবশ্য উহার বিষয় কিছু না কিছু লিখিতেন। অতএব বলিতে হইবে যে, অত প্রাচীন কালে বস্থক শব্দ পারস্য দেশে প্রচলিত বলিয়া সপ্রমাণ হয় না।

টীসিয়স্ ভারত সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েক পঙ্‌ক্তি পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে,—

"The few particulars appropriate to India, and consistent with truth, obtained by Ctesias, are almost confined to something resembling a description of the Cochineal plant, the fly, and the beautiful tint obtained from it, with a genuine picture of the monkey and the parrot, the two animals he had doubtless seen in Persia, and flowered cottons emblazoned with the glowing colours of the modern chintz, were probably as much coveted by the fair Persians in the Harams of Susa and Ecbatana, as they still are by the ladies of our own country"—*Vincent's Commerce and Navigation, Vol. II., page* 17.

পারস্যদেশে কখনই ওরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বস্ত্র-বয়নের আরম্ভ হইতেই তথায় বস্তুক শব্দের ওরূপ অর্থে ব্যবহার ধরিতে হইবে।

আমরা উপরি পারসী ভাষায় বস্তুক শব্দের অর্থ সমালোচনা করিলাম। আমরা পশ্চাৎ মহার ষ্ট্রীয ভাষায় উহার ব্যবহার দেখিব। আমরা এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে উহার বর্ত্তমান অর্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, বস্তুকেরা যে কেবলমাত্র বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন, এমন নহে; বস্ত্র ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যেও তাঁহাদের বাণিজ্য ছিল। তাঁহারা বৈশ্য, সুতরাং বৈশ্যের নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় পণ্যদ্রব্যে তাঁহাদের বাণিজ্য থাকাই সম্ভব।

প্রচলিত অভিধান সকলের মধ্যে অমরকোষ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহাতে বস্তুক শব্দ অর্ক ও লবণবিশেষ অর্থে ধৃত হইয়াছে। আমরা এ সকল কথা ইতিপূর্ব্বে উত্থাপন করিয়াছি (৪৯ পৃষ্ঠা)। তখন কিন্তু এ সকল বিষয়ের কোন আলোচনা করিবার প্রকৃত অবসর হয় নাই। আমরা এক্ষণে তত্তদর্থের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। বস্তুক শব্দ ধন-বাচক, এবং উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। কিন্তু কি প্রকার অবস্থায় যে অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের সময়ে; অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে উহার এরূপ অর্থান্তর ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনরূপ ঐতিহাসিক বা আভিধানিক প্রমাণ নাই। এরূপ স্থলে আমরা এতদ্বিষযে কেবল যুক্তির পথই অবলম্বন করিলাম। অর্ক বৃক্ষের একটী নাম বস্তুক; যথা, অমর-কোষের ওষধিবর্গে—

"সিতেঽর্কোঽত্র পাঠী তু চিত্রকো বহ্নিসংজ্ঞকঃ।
অর্কাহ্ববসুকাহ্বস্ফোটগণরূপবিকীরণাঃ॥ ৮০॥
মন্দারশ্চাঽর্কপর্ণোঽত্র শুক্লেঽলর্কপ্রতাপসৌ॥"

অর্ক বৃক্ষের অপর একটী আখ্যা "প্রতাপস"। কিন্তু উহার বসুক আখ্যা হওয়াও বিচিত্র নহে। শাস্ত্রানুসারে বসুকেরা অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করিতেন; যেহেতু ঔষধি-মাত্রই তাঁহাদের পণ্যদ্রব্য। বসুকদিগের পণ্যদ্রব্য বলিয়া অর্ক বৃক্ষের ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। শব্দতত্ত্ব-বিদ্যা অনু-শীলন করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে যে দ্রব্য যে যে জাতির বিশেষ সম্পর্কে আসিয়াছে, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই জাতির কোন না কোন প্রকার নাম ধারণ করিয়াছে। বৈদ্যেরা যে বাসক বৃক্ষের বিশেষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা "বৈদ্যমাতা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইতিপূর্ব্বেও ঐরূপ দুই একটি দৃষ্টান্ত দেখান হইয়াছে (১০১পৃষ্ঠা)।

অর্ক বৃক্ষ "আকন্দ" জাতীয় বৃক্ষ বটে; কিন্তু উভয়ে এক নহে *। আকন্দ বৃক্ষের পুষ্পের দল সকল (Petals) সরল ভাবে উর্দ্ধমুখ হইয়া একটী গোলাকার পাত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় †; অর্ক বৃক্ষের দল সকল কুণ্ডের দিকে (Calyx) বাঁকিয়া থাকে ‡। অর্ক বৃক্ষের জন্মভূমি ভারতবর্ষ।

অর্ক বৃক্ষ ঔষধার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহা বাত, শোথ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি,

---

* Materia Indica. By Whitelaw Ainslie, Esq., M. D., M. R. A. S., Vol. I., London: 1826; page 488.

† Calotropis gigantea.

‡ Asclepias gigantea.

প্রভৃতি নানা রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে *। অর্ক বৃক্ষ যেরূপ মহৌষধ, তাহাতে উহা যে সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, এ বড় বিচিত্র নয়। তামিল ভাষায় উহাকে "য়েরুকম্পল্" বলে। "পেন্নুল" নামক প্রাচীন তামিল গ্রন্থে শোথ রোগে উহার ব্যবস্থা আছে। ঐ গ্রন্থখানি মহর্ষি অগস্ত্যের প্রণীত বলিয়া জন-প্রবাদ †। কিন্তু অগস্ত্য মুনির সময় নিরূপণ করা দুরূহ। ডাক্তার ক্যাড্ওয়েল্ সাহেব তাঁহাকে খৃঃ-পূর্ব্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক বলিয়া অবধারিত করিতে চাহেন ‡। সে মত অবলম্বন করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ প্রাচীন কালে অর্ক বৃক্ষের মহৌষধত্ব ভারতে অজ্ঞাত ছিল না। বঙ্গকেরা অন্ততঃ ঐ প্রাচীন কাল হইতেই উহার বাণিজ্য করিয়াছেন, শাস্ত্রানুসারে উহা তাঁহাদের একতম পণ্যদ্রব্য ছিল।

আরবীয়েরা অর্ক বৃক্ষকে "উষর্" বলেন। সুপ্রসিদ্ধ আবু আলি হোসেন্ বেন্ আবদ্ আল্লা বেন্ সীনা, যিনি খৃষ্টীয় ৯৮০ অব্দে বোখারায় জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ১০৩৬ অব্দে হামাদান নগরে মানবলীলা সংবরণ করেন, তিনি উহাকে মহোপকারী বলিয়া স্বীয় গ্রন্থে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আরবীয়েরা ভারত হইতেই অর্ক বৃক্ষের মহৌষধত্ব অবগত হইয়া থাকিবেন। চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্রগুলি আরবী ও পারসী ভাষায় অনু-

---

* "ভাবপ্রকাশ" দেখুন।

† Ainslie's Materia Indica, Vol I., page 488.

‡ Elphinstone's History of India, page 237, foot-note.

বাদিত হইয়া তত্তৎ প্রদেশে প্রচারিত হইয়াছে। "উয়ুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল্ অত্বা" নামক এক খানি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, অস্মদ্দেশীয় চিকিৎসকেরা বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য লোকদিগকে চিকিৎসা-বিষয়ক বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ হরুন্ অল্ রষীদ্, যিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি অস্মদ্দেশীয় দুইজন চিকিৎসককে আপন চিকিৎসার জন্য তথায় লইয়া যান *। আরবীয়েরা ভারত হইতে যে, অর্ক বৃক্ষের মহোপকারিত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। তাঁহারা খৃঃ-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন

---

* "উয়ুন্ অল্ অম্বা ফি তল্ কাতুল্ অত্বা নামক একখানি গ্রন্থে লিখিত আছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তর্গত বোগ্দাদের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া জ্যোতিষ ও বৈদ্যক-শাস্ত্রাদি শিক্ষা দেন। ইহার মধ্যে কাহারও নাম মঙ্কঃ, কাহারও বা কঙ্কঃ, কাহারও নাম বা বাথর্ বলিয়া লিখিত আছে। মঙ্কঃ মাণিক্য এবং বাথর্ ভাস্কর (অর্থাৎ ভাস্করাচার্য্য) বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন। আরব-রাজ্যেশ্বর হরূন্ অল্ রষীদের উৎকট পীড়া হয়। কোন রূপেই তাহার প্রতীকার না হওয়াতে, তিনি ভারতবর্ষ হইতে ঐ মঙ্কঃকে চিকিৎসার্থ লইয়া যান ও তদীয় চিকিৎসার গুণে সে রোগ হইতে মুক্ত হন। তদ্ভিন্ন, ঐ আরবী পুস্তকে দাহর্, জব্হর্, রাহঃ, অঙ্কর্, অন্দি, সকঃ, জঙ্গল্, জারি, জওদর্, ষানাক্ও সন্জহল্, এই সমস্ত জ্যোতিষজ্ঞ ও চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহাঁদের প্রণীত অনেক গ্রন্থ আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থে ঐ নাম গুলি বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। উহাতে আরব দেশে নীত সিরক্, সসর্দ্ ও যেদান্ নামে তিন খানি ভারতবর্ষীয় বৈদ্যক-গ্রন্থের বৃত্তান্ত আছে; তাহা সংস্কৃত চরক, সুশ্রুত ও নিদান বই আর কিছুই নয়।"—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১৩৩ পৃষ্ঠার টীকা হইতে উদ্ধৃত।

(৫৫ পৃষ্ঠা)। তদবধি তাঁহারা উহার মহৌষধত্ব জানিবার যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু অত প্রাচীনকালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। উল্লিখিত হরূন্ অল্ রষীদের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব দেশে সুশিক্ষিত চিকিৎসক সুপ্রতুল ছিল না; এখান হইতে চিকিৎসক লইয়া গিয়া তথায় চিকিৎসা হয়। অতএব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি অপ্রাচীন কালে তাঁহাদের মধ্যে চিকিৎসা-শাস্ত্রের সমাদর ও কতক আলোচনা হইতে আরম্ভ হয় *।

খৃষ্টীয় ৬৪০ অব্দে আরবীয়েরা রোমিকদিগকে (৬৮ পৃষ্ঠা) পরাস্ত করিয়া ইজিপ্ট অধিকার করেন। তদুপলক্ষে অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যক শাস্ত্র সকল ক্রমে আরব হইতে ইজিপ্ট দেশে প্রচারিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে আরবীয়েরা ইউরোপের পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন (৫৪ পৃষ্ঠা)। তাহাতে অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যক শাস্ত্র সকল ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। অস্মদ্দেশীয় বৈদ্যক শাস্ত্রগুলি এই রূপে প্রচারিত হইলে, অর্ক বৃক্ষের গুণ ক্রমে আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে প্রকাশিত হয়, ও উহার ব্যবহার হইতে থাকে †।

---

* "The Arab writers openly acknowledge their obligations to the medical writers of India, and place their knowledge on a level with that of the Greeks. It helps to fix the date of their becoming known to the Arabs, to find that two Hindus, named Manka and Saleh, were physicians to Harun al Rashid in the eighth century."—*Elphinstone's History of India*, p. 159.

† আরবীয়দিগের কর্ত্তৃক আফ্রিকা ও ইউরোপ খণ্ডে ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রবর্ত্তিত হয় বটে, কিন্তু তত্তৎ দেশে

যাবাদ্বীপ-বাসীরা অর্ক বৃক্ষকে "বদুরি" (Wadurı) বলেন *।• যাবাদ্বীপ হিন্দুদিগের অধিকৃত ছিল। ডাক্তার বুলার সাহেব বলেন যে, হিন্দুরা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন (৬১ পৃষ্ঠা)। সম্পূর্ণ সম্ভব যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সঙ্গে লইয়া তথায় গিয়া বসতি করেন। তাহাতে অর্ক বৃক্ষের গুণ যাবাদ্বীপে প্রচারিত হয়।

বস্থকেরা অর্ক বৃক্ষের এত প্রয়োজনীয়তা দেখিয়া উহার বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, শাস্ত্রানুসারে ওষধিমাত্রই বৈশ্য, অর্থাৎ বস্থকদিগের পণ্যদ্রব্যবিশেষ। উহার বাণিজ্য যে বস্থক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের আয়ত্ত ছিল না, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে (১০ পৃষ্ঠা) মনুসংহিতামূলে অবগত হইয়াছি। কেবলমাত্র বস্থকেরাই যে উহার বাণিজ্য করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। বস্থকেরা শাস্ত্র-সঙ্গত বলিয়াই উহার বাণিজ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন; এই জন্যই উহার একতম আখ্যা বস্থক। অর্ক বৃক্ষের বস্থক নাম এইরূপে অর্ক-ব্যবসায়ী বস্থকদিগের নাম হইতেই হইয়াছে।

উহার এই প্রথম প্রচার নহে। খৃষ্টীয় শকারম্ভের সন্নিহিত কালে, অর্থাৎ বস্থকদিগের ইজিপ্ট দেশে বাণিজ্যের সূত্রপাতেই অম্বষ্ঠ জাতির তথায় যাতায়াত হয়, এবং সেই জন্যই ভারতীয় বৈদ্যক শাস্ত্রের আলোচনার পক্ষে তদ্দেশীয় লোকের সুবিধা হয় (৭৯ পৃষ্ঠা)। আবার তদপেক্ষা বহুপূর্ব্বে বস্থকদিগের গ্রীসদেশে বাণিজ্য চলিয়াছিল, সে কারণ অত প্রাচীন কালে ঐ অঞ্চলে ভারতীয় চিকিৎসা-প্রণালী অবলম্বিত হয়। এ সকল বিষয়. ইতিপূর্ব্বে সবিস্তরে সমালোচিত হইয়াছে (৮৩ পৃষ্ঠা)।

* Ainslie's Materia Indica, Vol. I., page 486.

ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের পূর্ব্বে অর্ক বৃক্ষ বস্নুক আখ্যায় অভিহিত হয়। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, অমরসিংহ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি নবরত্নের অন্যতম পণ্ডিত বরাহমিহিরাচার্য্যের সমসাময়িক। এই শেষোক্ত ব্যক্তি যে ৫০৯ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৫৮৭ অব্দে স্বর্গারোহণ করেন, তাহা ব্রহ্মগুপ্ত-কৃত খণ্ডন-খণ্ডখাদ্যের আমরাজ-কৃত টীকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে (৫০ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বতন কালে অর্ক বৃক্ষ বস্নুক আখ্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ, ঐ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত বস্নুকেরা অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করেন। শাস্ত্রে বস্নুক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। ভগবান্ মনুর সময় হইতে ঐ শতাব্দীর অনতিপূর্ব্ব-কাল পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বস্নুকেরা অর্ক বৃক্ষের বাণিজ্য করিয়াছিলেন। বস্ত্রভিন্ন অপরাপর দ্রব্যেও যে তাঁহাদের বাণিজ্য ছিল, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতি-পাদিত হইতেছে।

অর্ক বৃক্ষ যে বস্নুকদিগের বাণিজ্য-দ্রব্য, তাহা এক্ষণে প্রতিপন্ন হইল। অতঃপর তাঁহাদিগের লবণের ব্যবসায় সমালোচিত হইবে।

অমরকোষে বস্নুক শব্দ অর্ক ব্যতীত "রৌমক লবণ" অর্থে ধৃত হইয়াছে ; যথা, বৈশ্যবর্গে—

"সৈন্ধবোঽস্ত্রী সিতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজে।
রৌমকং বস্নুকং পাক্যং বিড়ঞ্চ কৃতকে দ্বয়ম্ ॥" ৪২ ॥

রাজস্থানের অন্তঃপাতী শাম্ভরিদেশে রুমা নামে একটী লবণাকর ছিল। ঐ আকরোদ্ভব লবণের নাম রৌমক *। বস্নক শব্দ রৌমক অর্থে গৃহীত হইবার সম্ভবতঃ এই কারণ বলিয়া বোধ হয় যে, বস্নকেরা শাম্ভরি লবণের ব্যবসায় করিতেন। অতএব বস্নক শব্দ রৌমকবিক্রয়ীর পরিবর্ত্তে বস্নক দিগের বিক্রেতব্য রৌমক লবণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে লবণ বৈশ্য, অর্থাৎ বস্নকদিগের পণ্য-দ্রব্য-বিশেষ। আপৎকালে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়স্বরূপ ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বৈশ্যের বৃত্তিবিশেষের ব্যবস্থা দিয়াছেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে লবণের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন †। লবণ একমাত্র বস্নকদিগের আয়ত্ত ছিল। অতএব বলিতে হইবে যে, যখন মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্যক্ গৌরব ছিল, তখন,—অর্থাৎ খৃষ্টীয়

---

* "শাম্ভরিদেশে রুমানামকো লবণাকরঃ তত্র ভবং রৌমকম্। ঢঘে কাদিতি ষঞঃ রৌমং ততঃ স্বার্থে কঃ রৌমকমিতি" অমরটীকায়াং ভরতঃ॥

† যথা, মনু-সংহিতার ১০ম অধ্যায়ে—

"সর্ব্বান্ রসানপোহেত কৃতান্নঞ্চ তিলৈঃ সহ।
অশ্মনো লবণঞ্চৈব পশবো যে চ মানুষাঃ॥" ৮৬॥

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "তানি বর্জ্জনীয়ান্যাহ সর্ব্বানিতি। সর্ব্বান্ চোদ্যমানান্ রসান্ তথা সিদ্ধান্নতিলপাষাণলবণপশুমনুষ্যান্ ন বিক্রীণীত। রসত্বেনৈব লবণস্য নিষেধসিদ্ধৌ বিশেষেণ নিষেধো দোষগৌরবজ্ঞাপনার্থঃ তচ্চ প্রায়শ্চিত্তগৌরবার্থমেব এবমন্যস্যাপি পৃথঙ্নিষেধো ব্যাখ্যেয়ঃ॥" ৮৬॥

অর্থ। আপৎকালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বিক্রেতব্য দ্রব্য সমূহের মধ্যে কোন প্রকার রস, সিদ্ধান্ন, তিল, প্রস্তর, লবণ, পশু, ও মনুষ্য (এবং বক্ষ্যমাণ নিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি) বিক্রয় করিবে না। ॥ ৮৬ ॥

(ইহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয় ১০ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতে—বসুকেরা শাম্ভরি লবণের বাণিজ্য করিয়াছিলেন। যদি শাম্ভরি লবণ বা রৌমকের আকরের আবিষ্কার অত প্রাচীন না হয়, উহা যে অমরকোষ-প্রণেতা অমরসিংহের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বতন কালে তাঁহাদের ওরূপ বাণিজ্য চলিয়াছিল, এই জন্যই ঐ লবণের ওরূপ আখ্যা।

এক্ষণে প্রমাণ হইল যে, বস্ত্রভিন্ন বসুকদিগের অর্ক ও শাম্ভরি লবণের ব্যবসায়ও ছিল। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের স্পষ্ট নিষেধে বৈশ্য, অর্থাৎ বসুক ভিন্ন অপর কাহারো এ সকল দ্রব্যে বাণিজ্য করিবার অধিকার ছিল না। বসুকেরাই আবহমান এই সকল দ্রব্যে বাণিজ্য করিয়াছিলেন। যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, যে যে দ্রব্য যে যে জাতির বিশেষ সংসর্গে আসিয়া থাকে, সেই সেই দ্রব্য সেই সেই জাতির কোন না কোন প্রকার নাম ধারণ করে। বসুকেরা এই সকল দ্রব্যের বাণিজ্য করিতেন, অতএব ওগুলি তাঁহাদের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বসুক শব্দ ধনবাচক, এবং উহা বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। কোন কোন দ্রব্য আবার বসুকদিগের পণ্যদ্রব্য বলিয়া সে গুলিও বসুক আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানে বসুক শব্দ ধন-বাচক বা বৈশ্যের উপাধি বলিয়া ধৃত নাই। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনায় আর্য্যাবর্ত্তের বহুতর গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায় (৪৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের

হিন্দু রাজন্যগণের যত্নে ও কৌশলে সেরূপ অনেক গ্রন্থ রক্ষা পাইয়াছিল। তথায় হিন্দুগ্রন্থের সহিত অনেক হিন্দু শব্দের প্রকৃত অর্থও সংরক্ষিত হইয়াছে। আমাদিগের বিচার্য্যমাণ এই বস্থক শব্দ তাহার একতম। এই জন্য দাক্ষিণাত্যের ভাষা-বিশেষে উহার প্রকৃত অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণাটী ভাষায় যে উহার ব্যবহার আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। তথায় উহা বোক্কস আকারে বিকৃত, এবং ধন-বাচক অর্থেই ব্যবহৃত (৪৬ পৃষ্ঠা)। এক্ষণে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় উহার কিরূপে প্রবেশ দেখা যাউক। তথায় উহা "বসক" আকারে পরিণত, এবং বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি বলিয়াই সপ্রমাণ হয়। তথায় কাল ও স্থানভেদে বস্থক শব্দের 'স্থ'-র উকার অকার হইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র বিশেষ। বস্থকেরা বাণিজ্যার্থ রাজাকে কর প্রদান করিতেন। শাস্ত্রানুসারে বণিকেরাই কর-প্রদায়ী (৪৪ পৃষ্ঠা)। বস্থকেরা বণিক্, তাঁহারা রাজাকে কর প্রদান করিতেন। কালে বস্থক শব্দ বসক রূপে পরিণত হইয়া কর-প্রদায়ী বৈশ্য-বণিক্ সম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তে বৈশ্য-বণিক্-প্রদত্ত করবিশেষ অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছে। অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেবের স্থবিখ্যাত ইংরাজী অভিধানে বসক শব্দের অর্থ; যথা,—

"Basak, Basaki, or Baski, Mar. (বসক, বসকী *) Tax or toll for holding a stall in a market."—*Wilson's Glossary*.

---

* এস্থলে মহারাষ্ট্রীয় অক্ষরের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা অক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় "বসক" বা "বসকী" শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, মহারাষ্ট্রীয় দেশে বসুকেরাই বণিক্ ছিলেন * ;—বাজারে তাঁহাদের দোকান থাকিত, এবং ঐ দোকান রাখিবার জন্য তাঁহারা রাজাকে যে রাজস্ব দিতেন, তাহাই তাঁহাদের নামানুসারে বসুক আখ্যায় অভিহিত হইয়াছে। পরে কালসহকারে বসুক শব্দ বসক আকারে পরিণত হইয়াছে। এরিয়ানের গ্রন্থ সমালোচনা করিলে, স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, হিপালসের ভারতে আসিবার সরল পথ আবিষ্কৃত হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর পাশ্চাত্যদেশীয় বণিকেরা ঐ অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সহিত বসুকদিগের তথায় বাণিজ্য চলায় পরকীয় ভাষার উচ্চারণ-ভেদে ঐ শব্দটী, বোধ হয়, ওরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া পড়ে। পরে উহার বিশুদ্ধ আকারের পরিবর্তে ক্রমে উহার ঐ বিকৃত আকারই মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে।

মহারাষ্ট্রীয় দেশে বসুকদিগের বাণিজ্য চলিয়াছিল। তাঁহারা রাজাকে কর প্রদান করিতেন, এই জন্য বসুক শব্দ তদ্দেশীয় ভাষায় কর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। উল্লিখিত

---

* আজ্ কাল্ মহারাষ্ট্রীয় দেশে বৈশ্যদিগের মধ্যে বসুক উপাধির ব্যবহার নাই। তাঁহারা এক্ষণে আপনাদিগকে "শ্রেষ্ঠী" উপাধি-বিশিষ্ট বৈশ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী যে বসুকদিগের অধস্তন কালের উপাধি, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। অতএব অনুমিত হয় যে, কালসহকারে তাঁহাদিগের মধ্যে তাঁহাদের সেই শাস্ত্রীয় বর্ণ-বাচক বসুক উপাধির ব্যবহার লোপ হইয়াছে ;—এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে তাঁহাদের কেবল সেই অধস্তনকালীন উপাধির ব্যবহার আছে।

ভাষায় ওরূপ অর্থে ঐ শব্দের প্রবেশ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অধস্তন কালের ঘটনা বলিয়া বোধ হয় না। ঐ শতাব্দীর পর বস্থক শব্দের ওরূপ ভাবার্থ হওয়াই অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঐ শব্দটী ওরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইবার সম্ভবপর কারণ এই বলিয়া বোধ হয় যে, তখন তথায় বস্থক ভিন্ন অপর কোন বর্ণের মধ্যে বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বিত বা তজ্জন্য কর-দায়িত্ব উপস্থিত হয় নাই। সেরূপ হইলে বর্ণবিশেষের উপাধি কেন কর অর্থে ব্যবহৃত হইবে? ঐ শতাব্দীর পর শূদ্রেরাও তথায় বাণিজ্য-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন (১৯ পৃষ্ঠা)। তখন হইতে তাঁহাদেরও উপর কর-দায়িত্ব উপস্থিত হয়। সে যাহা হউক, যে সময়ে উল্লিখিত শব্দটী ওরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন অবশ্যই মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্যক্ প্রাদুর্ভাব, অর্থাৎ তখন বস্থকেরাই একমাত্র বণিক্ ছিলেন, এবং কেবলমাত্র তাঁহাদের কর-দায়িত্ব থাকায় তাঁহাদেরই উপাধির ওরূপ ভাবার্থ। ঐ শতাব্দীর পর শূদ্রদিগের উপর কর-দায়িত্ব উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তখন তথায় বস্থকদিগের বস্থক বা বসক উপাধি রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়াছিল।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বস্থক শব্দের আকার-গত ঐরূপ পরিণাম দৃষ্টে, বাঙ্গালা ভাষায় উহার ওরূপ পবিণাম আর বিচিত্র বলিয়া বোধ হয় না*। যেহেতু বস্থকদিগেব তথায বাণিজ্য চলিলেও, বাঙ্গালাদেশীয় জাতিগণের সহিত তাঁহাদের আহার

---

* হিপালসের ভারতে আসিবাব পথ আবিষ্কৃত হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪৭ অব্দের পর, পাশ্চাত্যদেশীয় বণিকেরা ভারতের পশ্চিমাংশেব ন্যায, ভাবতের পূর্ব্বাঞ্চলেও বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তখন সপ্তগ্রামের;

ব্যবহারাদি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় নাই*। ঐ কারণেই বাঙ্গালা ভাষাতেও বসুক শব্দের বসক আকারে বিকৃতি

অন্তর্বর্ত্তী সরস্বতী নদীর উত্তরদিকস্থ মহাতীর্থ ত্রিবেণী* বাঙ্গালাদেশের একমাত্র বাণিজ্য বন্দর হইয়া উঠে। সেই রোমীয় গ্রন্থকার প্লিনি, যিনি খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দে পরলোক গমন করেন (৬২ পৃষ্ঠা), তিনি বলিয়াছেন যে, বণিকেরা গোদাবরী নদী অবলম্বনে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়া ত্রিবেণীতে বাহিয়া যাইতেন। তৎপরে তাঁহারা তথা হইতে পাটনায় চলিয়া যাইতেন†। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয়, উভয় দেশেই এক সময়ে প্রবল প্রভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল। বসুকদিগের উভয় দেশেই যুগপৎ বাণিজ্য চলিয়াছিল বলিয়াই উভয় দেশে তাঁহাদের উপাধির একাকারত্ব ঘটিয়াছে বলিতে হইবে।

* বাঙ্গালা-দেশীয় বসুকদিগের সহিত মহারাষ্ট্র-দেশীয় বসুকদিগের পরস্পর আহারব্যবহার ও আদানপ্রদানাদি যাবতীয় সামাজিক কার্য্য-কলাপ, বোধ হয়, বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগের পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

---

* সপ্তগ্রাম হুগলি জিলার অন্তঃপাতী। ত্রিশবিঘা রেলওয়ে ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ দূরে এক্ষণে যে স্থানে কয়েক খানি পর্ণকুটিরমাত্র দৃষ্ট হয়, উহাই প্রাচীন সপ্তগ্রামের অধিষ্ঠান ভূমি। রোমীয়েরা উহাকে "গ্যানজেস্ রিজিয়া" (Ganges Regia) বলিতেন। সরস্বতী নদী উহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল। ঐ নদীর উত্তরে ত্রিবেণী। মহাভারতে লিখিত আছে; যথা—

"প্রদ্যুম্ননগরাদ্ যাম্যে সরস্বত্যাস্তথোত্তরে।
তদ্দক্ষিণপ্রয়াগস্তু গঙ্গাতো যমুনা গতা॥
স্নাত্বা তত্রাক্ষয়ং পুণ্যং প্রয়াগ ইব লভ্যতে॥"

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-ধৃত মহাভারতীয় বচন।

'দক্ষিণপ্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্রামাখ্যদক্ষিণদেশে ত্রিবেণীতি খ্যাতঃ॥"

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-ধৃত বচন।

অর্থ। প্রদ্যুম্ন নগরের দক্ষিণে, এবং সরস্বতী নদীর উত্তরে সেই দক্ষিণ-প্রয়াগ। তথায় গঙ্গা হইতে যমুনা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। তথায় স্নান করিলে প্রয়াগের ন্যায় অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়॥

দক্ষিণ-প্রয়াগের অন্য নাম উন্মুক্তবেণী। উহা সপ্তগ্রামাখ্য দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী বলিয়া খ্যাত॥

† "Tribeni was formerly noted for its trade Pliny mentions that the ships assembling near the Godavery sailed from thence to Cape Palinurus, then to Tentigale, opposite Fulta, then to Tribeni, and lastly to Patna"—*The Banks of the Bhagirathi. By Rev. J. Long. In Calcutta Review, Vol VI.*

বলিতে হইবে। "বসাক" শব্দ বসক শব্দের স্বভাব-সুলভ অপভ্রংশ। উহার অর্থ ধন, সম্পত্তি; ভাবার্থ কর, রাজস্ব; এবং উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি। অতএব বসাকেরা যে বৈশ্য ও তাঁহাদের উপাধি যে বসুক, তাহা অতি বিশদরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে (৩৫ পৃষ্ঠা)। বসুকদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বসাকদিগের সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। বস্ত্র ও অপরাপর দ্রব্যে বসুকদিগের সম্বন্ধে যে বাণিজ্য সপ্রমাণ হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বসাকদিগের সম্বন্ধেই ধরিতে হইবে। ঐ সকল দ্রব্যে তাঁহাদের বাণিজ্য

বল্লালসেন খৃষ্টীয় ১০৬৬ অব্দে বাঙ্গালার রাজা হন, এবং খৃষ্টীয় ১১০৬ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালা দেশে কেহই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হয় নাই (২৭ পৃষ্ঠা)। অতএব, বোধ হয়, ঐ কারণেই তদবধি উভয়-দেশীয় বসুকদিগের মধ্যে জাতিবিষয়ে এত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু যে সময়ের কথা উপরি উল্লিখিত হইয়াছে, তখন যে মহারাষ্ট্র-দেশীয় বৈশ্যদিগের মধ্যে বসুক বা বসক উপাধির ব্যবহার ছিল, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। বাঙ্গালার বৈশ্য বা বসুক-দিগের পাতিত্য ঘটিলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পর, মহারাষ্ট্র দেশে বসুক বা বসক উপাধির ব্যবহার নিতান্ত অবমান-সূচক বলিয়া বোধ হইয়া থাকিবে। অতএব, বোধ হয়, ঐ সময় হইতেই মহারাষ্ট্র দেশে ঐ উপাধির ব্যবহার রহিত হইয়া যায়। মহারাষ্ট্র দেশে লোপ হইয়া যায় বটে, কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উহার ঐরূপ ব্যবহার থাকিয়া গেল। যেহেতু উপাধি ত্যাগে এখানে আর তাঁহাদের বৈশ্যত্ব-রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। আবার ঐ সময় হইতেই বসুকদিগের বাণিজ্য-বিষয়ে বিষম অবনতি ঘটিয়া-ছিল। তখন হইতে আরবীয়দিগের বাণিজ্য-বিষয়ে সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। তাঁহারা ভারতের সমগ্র বাণিজ্য-কর্ম্ম আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয়, উভয়দেশেই বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতেন (৫৮ পৃষ্ঠা)। কাজে কাজেই তখন হইতে উভয়-দেশীয় বসুকদিগের পূর্ব্বের ন্যায় আর উভয় দেশে পরস্পর বাণিজ্য চলিবার সম্ভাবনা রহিল না। তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় তখন হইতেই স্ব স্ব দেশে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহাতে ক্রমে তাঁহাদের পরস্পর ঘনিষ্ঠতা আলাপ ও পরিচয়, সকলই রহিত হইয়া গেল।

দেখিয়া স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, বৈশ্যের নির্দ্দিষ্ট যাবতীয় পণ্যদ্রব্যে তাঁহাদের বাণিজ্য চলিয়াছিল (১০৪ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা শাস্ত্রোক্ত বৈশ্যজাতি। বস্থক তাঁহাদের উপাধি। কালে উহা বসক আকারে বিকৃত হইয়াছে। এখনকার বসাক উপাধি প্রথমে বস্থক ও ইতিপূর্ব্বে বসক ছিল। অতএব বসাক মূলে অতি প্রাচীন উপাধি।

সপ্তগ্রামে ইতিপূর্ব্বে বসাকদিগের বাস ছিল। তথাকার একটী পুষ্করিণী অদ্যাপি তাঁহাদের নামানুসারে "বসকা" নামে খ্যাত আছে। সপ্তগ্রামে বাসকালে বসাকদিগের বসক উপাধি ছিল। কলিকাতায় আসিবার পর উহা বসাক আকারে পরিণত হয়। ক্রমে দেখান হইবে যে, আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বস্থকেরা সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। অতএব বলিতে হইবে যে, অদ্য হইতে সার্দ্ধ তিন শত বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের বসক উপাধি বসাক আকারে বিকৃত হইয়াছে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী আপন চণ্ডীকাব্যে কলিকাতার * মৌলিক ভাগদ্বয়ের একতর গোবিন্দপুরকে †

* কলিকাতা বড অধিক প্রাচীন সহর নহে; অল্পদিন হইল বাসোপযোগী হইয়াছে। উহা সুন্দরবনের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। ইতিপূর্ব্বে ওখানে "সুঁদরী" গাছ জন্মিত, এবং জোয়ারে জোয়ারে উহা জলে প্লাবিত হইয়া থাকিত। এতদ্বিষয়ে কয়েকটী প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে (পরিশিষ্টে দেখুন)।

এখানে বলা, বোধ হয়, আবশ্যক যে, বর্ত্তমান কলিকাতা ও চণ্ডীকাব্যোক্ত কলিকাতা, উভয়ে আয়তনে সমান নহে। একটী অপরটীর অংশমাত্র (পশ্চাৎ দেখুন)।

† ভবিষ্যপুরাণে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে; যথা,—

"তাম্রলিপ্তে প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনীতটে॥"

ব্রাহ্মখণ্ড, ২২।৯॥

কিন্তু ঐ পুরাণ খানি যে অতি অপ্রাচীন তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উহাতে ঐ গ্রামের উল্লেখ থাকা কিছু বিসদৃশ নহে।

শ্রেষ্ঠি-বসুকেরা, অর্থাৎ বসুকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠীরা (১০১ পৃষ্ঠা) সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া ঐ গোবিন্দপুর গ্রামের পত্তন করেন। তাঁহাদের কুলদেবতা "গোবিন্দজী" ঠাকুরের নামানুসারে ঐ গ্রামের ওরূপ আখ্যা, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন *। কাপ্তেন্ আলেক্জান্দার্ হামিল্টন্ সাহেব, যিনি খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া বৎসরাবধি বাস করেন, তিনি গোবিন্দপুরের অধিষ্ঠান ভূমি নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা ফোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক দুর্গের দক্ষিণে :—গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমা হইতে ঐ দুর্গ তিন মাইল্ উত্তরে †। তিনি যে দুর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ফোর্ট্ উইলিয়াম্ (Old Fort William) নামক দুর্গ। খৃষ্টীয় ১৬৯৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কোর্ট্ অব্ ডিরেক্টর্ (Court of Directors) নামক ইংলণ্ডস্থ ব্যবস্থাপক সভা হইতে সার্ চার্ল্স্ আইয়ার্ (Sir Charles Eyre) সাহেবের উপর দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ

* "To the north of Alipur flows *Tolly's Nala*, called after Colonel Tolly, who also gave his name to *Tollygunj*, he excavated a portion of it in 1775—the old name given to it was the Govindpur-creek, being the southern boundary of Govindpur, which was formerly the chief residence of the natives, the *Sets*, who, along with the Baysaks, constituted the oldest Hindu families of Calcutta, they lived in the neighbourhood of the old pagoda and on the site of Fort William, the whole district being called Govindpur—a name derived from a deity called Govinda Colonel Tolly made the *nala* at his own expense, in the bed of what was called *Surman's Nala* Government granted him the tolls on it, exclusively, for twelve years, and it soon yielded a net profit of 4 300 Rs monthly. The Colonel died soon after its completion. This canal, in the course of thirty years, upto 1820, had silted up six feet—its native name is *Burhi Gunga* On its banks is Kali Ghat temple, built about sixty years ago by one of the Sabarna Chaudaris of Barisa Byeala"—*Calcutta in the Olden Time—its Localities. By Revd. J. Long. In Calcutta Review, Vol XVIII, 1852.*

† "About a League farther up on the other side of the River, is *Governapore*, where there is a little Pyramid built for a Land-mark, to confine the Company's Colony of *Calcutta*, or Fort *William*, on that side, and about a League farther up, stands Fort *William*"—*A New Account of the East Indies. By Capt. Alexander Hamilton, Edinburgh; 1727; Vol. II., page 7.*

" The Company's Colony is limited by a Land-mark at *Governapore*, and another near *Barnagul*, about six Miles distant; and the Salt-water Lake bounds it on the Land side"—*Do. Do. page 18.*

সিংহলদেশে যাত্রাকালে লিখিয়াছেন—

হয়; তাহাতে অনারেবল্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের বাণিজ্যকুটী "ফোর্ট্ উইলিয়াম্" নামে অভিহিত হয়। তৃতীয় উইলিয়াম্ তৎকালীন ইংলণ্ডের রাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে উহার ওরূপ নাম রাখা হয়। ঐ বাণিজ্যকুটী খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে প্রথম সংস্থাপিত হয়। সেই প্রাচীন কুটী বা দুর্গ জেনারেল্ পোষ্ট্ আফিস্, কষ্টম্ হাউস্, ও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিসের অধিকৃত ভূমির উপর নির্ম্মিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৮২০ অব্দে উহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। জেনারেল্ পোষ্ট্ আফিসের উত্তরদিকস্থ পূর্ব্বমুখী দ্বারের অনতিদূরে ভিতর দিকে সেই অপপ্রসিদ্ধ "অন্ধকূপ" নামক গৃহ ছিল,—ঐ দ্বারের উপরি ভাগে ভিতর দিকে এ কথা লিখিত আছে, এবং উহার সম্মুখে প্রস্তর দ্বারা সেই গৃহের নিসানা দেওয়া আছে *। ইংরাজদিগের কুটী বা দুর্গ যে স্থানে নির্ম্মিত ছিল, তাহা সূতানুটীর অন্তর্গত। তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের প্রাচীন লিপি সকল খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭ শে মার্চ্ পর্য্যন্ত "সূতানুটী" হইতে প্রেরিত বলিয়া উক্ত আছে। সূতানুটী কলিকাতার অপর একটী নামমাত্র, কারণ তাহা না হইলে তাঁহাদের ঐ কুটীর লিপি সকল ঐ বৎসরের ৮ই জুন্ হইতে "কলিকাতা" হইতে প্রেরিত বলিয়া লিখিত হইত না। পরে যখন তাঁহাদের ঐ কুটী "ফোর্ট্ উইলিয়াম্" নামে অভিহিত হয়, তখন, অর্থাৎ ঐ বৎসরের ২০শে আগষ্ট হইতে, সে গুলি "ফোর্ট্ উইলিয়াম্" হইতে প্রেরিত বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে †। অতএব সূতানুটী কলিকাতার অধস্তনকালীন আখ্যামাত্র, এবং প্রাচীন ফোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক দুর্গ কলিকাতা বা সূতানুটী গ্রামে নির্ম্মিত ছিল। ঐ প্রাচীন ফোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক দুর্গের কিছু দক্ষিণে একটী নদী বা খাল ছিল। বাদার সহিত ঐ খালের যোগ ছিল। ঐ খাল ওয়েলিঙ্গ্টন্ স্কোয়ারের ট্যাঙ্ক দিয়া চাঁদপালের ঘাট পর্য্যন্ত প্রবাহিত ছিল। (খৃষ্টীয় ১৭৯৩ অব্দে প্রকাশিত অপ্‌জন সং॰ Upjohn) সাহেবের মানচিত্র দেখুন।) এক্ষণে ঐ খালের কোন নাম শুনা যায় না।

---

* "The stone pavement close to this marks the position and size of the Prison cell in old Fort William known in History as the 'Black Hole' of Calcutta."

† "In the letter-books of the Factory Council in the India Office the earlier letters from this establishment" (i. e., from Chuttanutte) 'are lost, but down to 27th March, 1700, they are dated from 'CHUTTANUTTE'; on and after June 8th, from 'Calcutta', and from August 20th in the same year from 'Fort William' in Calcutta."—*Anglo-Indian Glossary. By Messrs. Yule and Burnell, London. 1886; under the word 'Chuttanutty.'*

"ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্তগ্রাম খানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাইনে এড়াইয়া যায় হিজিলির পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালীঘাটা এড়াইল বেণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
মহাকালীর চরণ পূজেন সদাগর।
তাহা মেলান বেয়ে যায় মাইনগর॥"

শ্রীমন্ত কলিকাতা এড়াইয়া "ধনস্তগ্রাম" প্রাপ্ত হইয়া-

কিন্তু তাহা গোবিন্দপুর ও কলিকাতা বা সুতালুটী গ্রামের অন্তর্বর্ত্তী সীমা ছিল। যখন গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমাস্থ খাল "গোবিন্দপুরের খাত" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল *, তখন অনুমিত হয় যে, উহার উত্তর সীমাস্থ খালেরও ঐরূপ নাম ছিল।

ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, বর্ত্তমান কলিকাতা প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের নাম গোবিন্দপুর, অন্য ভাগের নাম কলিকাতা। কবিকঙ্কণের চণ্ডী কাব্যে প্রথমোক্ত ভাগ "ধনস্তগ্রাম" ও শেষোক্ত ভাগ কলিকাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (পশ্চাৎ দেখুন)। কলিকাতার অধস্তন কালের আখ্যা সুতানুটী চণ্ডীকাব্যে নাই; উহার রচনার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পর তাহার ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। আইন্ আক্‌বরি-ধৃত "ওয়াশীল তুমার জমার" তালিকা মধ্যেও তাহার কলিকাতা আখ্যাই লিখিত আছে †। গ্রাণ্ট্ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, টোডর্ মল খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে ঐ তালিকা প্রস্তুত করেন। আইন্ আক্‌বরি গ্রন্থখানি আবার খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে সঙ্কলিত। অতএব সুতানুটী প্রাচীন কলিকাতার উল্লিখিত দুইগ্রন্থের পরবর্ত্তী কালের আখ্যা।

---

* হল্‌ওয়েল্ সাহেবের গ্রন্থে ঐ খালের উল্লেখ আছে,—তখন উহা অতি প্রশস্ত ও গভীর ছিল——

"On my joining the fleet at Fulta, I did hear he was sent into Govindpore Creek, to burn and destroy the great boats there, that they might not be employed by the enemy in the attack or pursuit of the ships"—*India Tracts By Mr Holwell, and Friends Second Edition; London:* 1764, *page* 238.

† Gladwin's Ayeen Akbery, Vol. II., page 209.

ছিলেন। কবি যে স্থানে তাঁহার এই ধনস্তগ্রামের অবস্থিতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গোবিন্দপুর ব্যতীত অপর কোন স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীমন্ত পরপারস্থ বেতাই চণ্ডিকার পূজা * করিয়া আদ্যগঙ্গায় প্রবেশ করিলে,

বসুকদিগের গোবিন্দপুর পত্তনের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে ভ্যানৃডেন্ ব্রুক্ (Vanden Broucke) নামে জনৈক ওলোন্দাজ একখানি মানচিত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে সুতালুটী (Soela-notti) গ্রামের উল্লেখ আছে *। তথায় সূতার লুটী প্রস্তুত হইত, সেই জন্য উহার এক আখ্যা "সূতা-লুটী"। কলিকাতার সূতালুটী আখ্যা হইবার কারণ ও সময় এক্ষণে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে। অধস্তন কালে তন্তুবায়েরা কলিকাতায় আসিয়া সূতার লুটী প্রস্তুতাদি কর্ম্ম অবলম্বন করেন, সেই জন্য উহার ওরূপ আখ্যা,—তাহাও আবার চণ্ডীকাব্য ও আইন্ আক্‌বরি গ্রন্থদ্বয়ের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পর, এবং উল্লিখিত মানচিত্রের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধের মধ্যে বলিতে হইবে।

* এরূপ প্রবাদ আছে যে, বেতাইচণ্ডীর পূজা উপলক্ষে পূর্ব্বে বেতড়ায় † বৎসর বৎসর মেলা হইত। পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণ-কারী ফ্রেডারিক সাহেব বলেন যে, তাঁহার সময়ে তথায় অসংখ্য জাহাজ আসিত, ও অসংখ্য বাজার বসিত। জাহাজ সকল যত কাল তথায় নঙ্গর করিয়া থাকিত, বণিকেরা তথায় পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেন। তখন তথায় একটী গ্রাম বসিয়াছে বলিয়া ভ্রম হইত। যখন আবার জাহাজগুলি চলিয়া যাইত,

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. 1., page 376

† বেতড়া আধুনিক বাঁ্যাট্‌ড়া। উহা হাবড়া ষ্টেসন্ হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে। বেতড়ার খালকে এক্ষণে "বেতাকীর খাল" বলে। উহার মোহনা আদ্যগঙ্গার মোহনার প্রায় সম্মুখে। পূর্ব্বে বণিকেরা ঐ খাল দিয়া সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন। ফ্রেডারিক (Frederieke) নামে জনৈক ভ্রমণকারী খৃষ্টীয় ১৫৭০ অব্দে বাঙ্গালা দর্শন করেন। তখন ঐ খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল। উহাতে তখন ছোট ছোট জাহাজ ব্যতীত বড় জাহাজ চলিত না। তৎপরে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে উহা একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায়। ফ্রেডারিক সাহেব লিখিয়াছেন——

"Buttor, 'a good tide's rowing before you come to Satgaw, from hence upwards the ships do not go, because that upwards the river is very shallow and little water, the small ships go to Satgaw and there they lade.'"—*The Banks of the Bhagirathi.*

ধনস্তগ্রাম খানি বামদিকে দর্শন করিয়াছিলেন। “ধনন্ত” শব্দ “ধনস্থ” শব্দের অপভ্রংশ। “ধনস্তগ্রামের” অর্থ ধনমূলক, অর্থাৎ ধনীদিগের গ্রাম। এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কবি বসুকদিগের জাতি, বৃত্তি, সম্পত্তি, উপাধি ও অবস্থিতির অনুরোধে গোবিন্দপুরকে এরূপভাবে

ঐ সকল পর্ণকুটীর দগ্ধ করিয়া ফেলা হইত। আবার পর বৎসর যখন জাহাজ আসিত, তখন পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার নূতন নূতন কুটীর প্রস্তুত হইত *। বসুকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করিবার পূর্ব্বে বৎসর বৎসর সপ্তগ্রাম হইতে বেতড়ায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। পরে দেখিয়া শুনিয়া সুবিধা বুঝিয়া গোবিন্দপুরে আবাস গ্রহণ করেন।

বেতাকীর খাল ভাগীরথীর শাখামাত্র। পূর্ব্বে সরস্বতীর অধিকাংশ জল ঐ খাল দিয়া হিজ্‌লির পথে সাগরে গিয়া মিলিত। ঐ খালে চড়া পড়িলে, হুগ্‌লির সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথীর যে শাখা, তাহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। তদবধি বণিকেরা সপ্তগ্রামে যাতায়াত কালে এই নূতন পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন সপ্তগ্রাম হইতে আসিবার কালে গরিফা, গোন্দলপাড়া, ইচ্ছাপুর, মাহেশ, খড়দহ, কোন্নগর, চিৎপুর, সালিখা, প্রভৃতি নগর গুলি অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সম্মুখ দিয়া আদ্যাগঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইত। বেতাকীর খাল রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে পর, ক্রমে যে ঐ সকল নগর বা গ্রামের উৎপত্তি হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চণ্ডীকাব্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হাট-সংস্থাপনের কথা উল্লিখিত আছে। সে গুলিও ঐ খালের স্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয়। কবি ধনপতির সিংহল হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে লিখিয়াছেন—

“ধালীপাড়া মহাস্থান, কলিকাতা কুচিনান,
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট, দুকূলে যাত্রীর নাট,
কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥”

* “Buttor has an infinite number of ships and bazars; while the ships stay in the seasons, they erect a village of straw-houses, which they burn when the ships leave, and build again the next season.”—*Fredericke. In the Banks of the Bhagirathi.*

বর্ণনা করিয়াছেন। বসুকেরা চণ্ডীকাব্য রচনার পূর্ব্বে সপ্ত-গ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে বসতি করেন। তাঁহারা উহার আদিম-নিবাসী। ঐ গ্রাম তাঁহাদের কুল-দেবতা গোবিন্দজীর নামানুসারে আখ্যাত * (১১৯ পৃষ্ঠা)। পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট আলোচনায় প্রতীত হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দ

সুতালুটীর অন্তর্গত যে "হাটখোলা," তাহা, বোধ হয়, ঐ সময়েই সংস্থাপিত। উহার তখন বিশেষ কোন নাম ছিল না। বোধ হয়, উহাকে তখন লোকে "হাট-তলা" বলিত। চলিত কথায় লোকে "হাটে যাইব বা যাইবে" ইত্যাদি স্থলে, "হাট-তলা যাইব বা যাইবে" ইত্যাদি রূপ বলিয়া থাকেন। সাধারণের মুখে ঐ প্রকার ভাষা সতত প্রয়োগ থাকায়, "হাট-তলা" আখ্যাটী ঐ হাটের নাম হইয়া পড়িয়াছে। ঐ প্রকার "রথ-তলা" প্রভৃতি অপ্রাচীন আখ্যা গুলির উৎপত্তি হইয়াছে। বর্ত্তমান "হাট-খোলা" শব্দটী "হাট-তলা" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। হাট-তলা শব্দটী আবার সংস্কৃত "হট্টস্থলী" শব্দের অপভ্রংশ।

* উপরি বসুকদিগের যে গোবিন্দজী ঠাকুরের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তি। শকাব্দের পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে, অর্থাৎ আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৫২৫ অব্দে তৈলিঙ্গ-দেশীয় লক্ষ্মণভট্টের পুত্র পরমার্থতত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবপ্রবর বল্লভাচার্য্য ভারতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল-মূর্ত্তির উপাসনা প্রচার করেন। ওরূপ যুগলমূর্ত্তির উপাসনার এই প্রথম প্রচার, কি না, বলিতে পারা যায় না। কিন্তু অতিপ্রাচীন কালের কথা যাহা হউক, ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবধর্ম্মের এই অঙ্গটী প্রচারিত ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে ওরূপ উপাসনা সবিস্তরে বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু ঐ পুরাণখানি যে নিতান্ত অপ্রাচীন, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

বসুকেরা আনুমানিক খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ঐ যুগল-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি ঐ দেবতার নামানুসারে তাঁহাদের অচির-স্থাপিত গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখা হয়। তাঁহাদের গৃহে গৃহে শ্রীশ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীশ্রীগোপাল, গোবিন্দ, কৃষ্ণ, প্রভৃতি কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধীয় মূর্ত্তির অর্চ্চনা হইয়া থাকে। অতএব গোবিন্দপুর গ্রাম যে, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইবার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫২৫ অব্দের পর সংস্থাপিত হয়, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। ভবিষ্যপুরাণে ঐ গ্রামের উল্লেখ থাকায় ঐ পুরাণখানির কেবল অপ্রাচীনত্বই সপ্রমাণ হইতেছে (১১৮ পৃষ্ঠা)।

হইতে আরম্ভ হইয়া ১৫৯২ অব্দে চণ্ডীকাব্যের রচনা সমাপ্ত হয়। অতএব ঐ কাব্য রচনা পর্য্যন্ত বসুকদিগের উপাধির ধন-বাচকত্ব যে সাধারণের বিদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ কাব্যরচনার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দের পূর্ব্বে, এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা প্রচারের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫২৫ অব্দের পর, বসুকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন। আমরা কোন নির্দ্দিষ্ট অব্দের অভাবে, সাধারণতঃ, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই তাঁহাদের তথায় বসবাসের সময় বলিয়া ধার্য্য করিলাম। তাঁহাদের বাণিজ্যপ্রভাবে আশু তাঁহাদের বাণিজ্য-স্থান সাধারণের গোচর হয়। তখন ঐ পথ দিয়া বাণিজ্য চলিতে লাগিল ;—বেতাকীর খালে তখন চড়া পড়িতে আরম্ভ হইযাছিল (১২৩ পৃষ্ঠা) *।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে যখন গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণের আয়োজন হয় *, তখন বসুকেরা তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীকে লইয়া বড় বাজারে উঠিয়া আইসেন। তখন তথায় একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে স্থাপিত করা হয়। গোবিন্দজীর সেই প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। টাঁকশালের দক্ষিণ-পূর্ব্বে বড়বাজারে যাইবার পথের পূর্ব্বধারে তাঁহার সেই মন্দির।

* কথিত আছে যে, মোগলেরা চগলির সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথীর শাখা অতিশয় গভীর করিয়া দেন, তাহাতে ভাগীরথীর যে কিছু জল পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের ক্রোড়-বাহিনী সরস্বতীর সহিত মিলিত হইত, তাহা

---

* "We have been obliged to remove all the Natives out of Govindpore, where the new citadel will stand, the brick houses having been valued in the most equitable manner, and, when reported to the Board, will be paid for; those who dwelt in thatched houses have had a consideration made them for the trouble and expense of removing, and have been allowed ground in other parts of the town and outskirts to settle in."—*Letter to the Court of Directors, dated January 10th, 1758, para 110. In Selections from Unpublished Records of Government. By the Revd. J. Long. Vol. 1., Calcutta, 1869; page 117.*

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বসাকেরা কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহাদের সপ্তগ্রামে বাস ছিল, এবং তখন তাঁহাদের বসক উপাধি ছিল (১১৮ পৃষ্ঠা)। অতএব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পর কোন সময়ে তাঁহাদের বসক উপাধি বসাক রূপে পরিণত বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর ২০শ অব্দে, অথবা উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে, ইংরাজেরা বাঙ্গালা প্রদেশে প্রথম বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। তাঁহাদিগের সহিত বসকদিগের তদবধি যে অবাধে বাণিজ্য চলিয়াছিল, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, এই বাণিজ্যোপলক্ষে বসক শব্দ ভাষান্তরিত হওয়ায় বসাক আকারে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় 'অ'-কার ও 'আ'-কারের উচ্চারণ-সূচক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বর্ণ নাই। এক বর্ণে, অর্থাৎ 'A'-দ্বারা উভয় কার্য্যই সমাধা হইয়া থাকে। কিন্তু 'A'-র স্বাভাবিক উচ্চারণ 'আ' কার-বৎ। ইতিপূর্ব্বে বসক শব্দ ইংরাজী ভাষায় যেরূপ লিখিত হইত, তাহাতে উহার উচ্চারণ স্বতঃই বসাক হইয়া পড়ে।

নিবারিত হইল *। এ দিকে বেতাকীর খালে চড়া পড়ায়, সরস্বতীর স্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, পরে হুগ্‌লি নদীর প্রবাহ ওদিকে প্রতিহত হওয়ায় সরস্বতী নদী একবারে শুষ্ক হইয়া গেল। সরস্বতী নদী শুখাইয়া গেলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্য পক্ষে বিশেষ হানি হইতে লাগিল, তাহাতে সপ্তগ্রামের ধ্বংস উপস্থিত হয়। "পাদিসাহা" নামক পারসী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে সপ্তগ্রামের সম্যক্ ধ্বংস হইয়াছিল †। ঐ বৎসর হইতে হুগ্‌লি মোগলদিগের রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠিল। তখন তাঁহাদের দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম হইতে হুগ্‌লিতে উঠিয়া আসিল।

---

* The Banks of the Bhagirathi
† Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I., page 386, footnote.

এরূপ ভ্রম নিবারণের কোন উপায়ই ছিল না। কাজে কাজেই বসক শব্দ ইংরাজী ভাষার লিখন-প্রণালীতে বসাক-রূপে বিকৃত হইয়া অদ্যাপি সেই ভাবেই লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। অনারেবল্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর লিপি সকল সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তৎকালে বসক শব্দ "Bysack" রূপে লিখিত হইত *। এই শব্দটীর বর্ণবিন্যাসের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, উহা বসক রূপে লিখিত হইলেও, সহজেই বসাক রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। অতএব অনুমিত হয় যে, ইংরাজদিগের বাঙ্গালায় আগমনাবধি উহা এই ভাবেই লিখিত হইয়া আসিয়াছে। বসক শব্দ বিদেশীয় ভাষাগত অসুবিধায় পড়িয়া বসাক আকারে বিকৃত হইয়াছে, এবং উহার ওরূপ পরিবর্ত্তনের কাল খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধই ধরিতে হইবে। বসাক শব্দ এইরূপে আদিতে বসুক, ও মধ্যকালে বসক ছিল। এক্ষণে পাঠকবর্গে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখুন্ যে, বসাক উপাধির পরিবর্ত্তে উহার বিশুদ্ধ আকার বসুক উপাধি ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত কি না? কেবল ঐ উপাধি ধারণ নহে, এখন

---

* *Proceedings, September* 3, 1767 —"Soveram Bysack and several principal Merchants and other inhabitants attending, were called upon to know on what terms they were willing to become Farmers of the Company's lands for the Bengal year 1174, and having been for months past acquainted with the statements drawn out by the President of the value of the several districts, were asked what terms they were willing to offer."—*Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I., page* 480.

বৈশ্যত্বে স্বত্ব সাব্যস্থ করিবারও প্রকৃত অবসর। এখন উপনয়নাদি সংস্কার আবশ্যক (৪ পৃষ্ঠা) *।

---

* ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছান্ যথাবিধ্যুপনায়য়েৎ॥"

মনু, ১১শ অ, ১৯২ শ্লোক।

অত্র কুল্লূকভট্টঃ। "যেষামিতি। যেষাং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং আনুকল্পিককালেঽপ্যুপনয়নং যথাশাস্ত্রং ন কৃতবান্ তান্ প্রাজাপত্যত্রয়ং কারয়িত্বা যথাশাস্ত্রমুপনয়েৎ। যত্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদিভির্ব্রাত্যস্তোমাদিপ্রায়শ্চিত্তমুক্তং তেন সহাস্য গুরুলাঘবমনুসন্ধায় জাতিশক্ত্যাদ্যপেক্ষো বিকল্পো মন্তব্যঃ॥"

অর্থ। যে সকল দ্বিজের, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যথাবিধি উপনয়ন না হয়, তাহাদিগকে কষ্টসাধ্য তিনটী ব্রত করাইয়া তাহাদিগের যথাবিধি উপনয়ন দিবে॥

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভগবান্ মনুর এই ব্যবস্থা সগৌরবে প্রচলিত ছিল (১৭ পৃষ্ঠা)। তৎপরে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির আবির্ভাব। তিনিও মনুর আদর্শে এরূপ অবস্থায় ঐরূপ ব্যবস্থা দেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হন, এবং তাঁহার ঐ ব্যবস্থা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত অবাধে ভারতের সর্ব্বত্রই প্রচলিত ছিল (১৯ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, আনুকল্পিক কালে যথাবিধি উপনয়নাদি সংস্কার না হইলেও খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত করিলে ঐরূপ সংস্কারের কোন আপত্তি হইত না। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বল্লালী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয় (২৭ পৃষ্ঠা)। তাহাতে বাঙ্গালাদেশীয় বসুকদিগের সংস্কারাদি রহিত হইয়া যায়, ও সেই অবধি মহারাষ্ট্রীয় বসুকদিগের সহিত তাঁহাদের ব্যবহারাদি সকলই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় (১১৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু বাঙ্গালাদেশীয় বসুকদিগের শূদ্রভাবাপন্ন হইবার পক্ষে তাঁহাদের নিজের কোন দোষ দেখা যায় না,—আমরা এ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে সবিস্তরে সমালোচনা করিয়াছি (২৬ পৃষ্ঠা)। বল্লালের পর শত বৎসরের মধ্যে (A. D. 1205.) মুসল্মানেরা নবদ্বীপ অধিকার করেন। তাঁহাদিগের অধিকার কালে হিন্দুধর্ম্মের যে কি পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার কতক পরিচয় পাওয়া গিয়াছে (২০ পৃষ্ঠা)। তৎপরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে জাতিভেদ-বিলোপী বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব। এখন আবার জাতি-বিচার উপস্থিত হইয়াছে। অতএব আশা করি বসুকদিগের জাতিবিষয়ে এক্ষণে বিচার হইবে। বিচার হইলে তাঁহাদের বৈশ্যত্বে স্বত্ব-বিহীনতা ঘুচিয়া যাইবে।

উপসংহার।

ঢাকা অঞ্চলের বসাকেরা সামান্যতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সেই দুই শ্রেণীর নাম তদন্তর্গত বস্থকদিগের সংখ্যার ন্যূনাধিক্য প্রযুক্তই হইয়াছে। এক শ্রেণীর নাম "বড়-ভাগীয়", অন্য শ্রেণীর নাম "ছোট-ভাগীয়"। বড়-ভাগীয়দিগের সংখ্যা অধিক, ছোট-ভাগীয়দিগের সংখ্যা অল্প। ছোট-ভাগীয়দিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, তাঁহারা প্রথমে "কায়স্থ" ছিলেন, পরে বসাক উপাধি ধারণ করিয়া বসাকদিগের সমজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই প্রবাদটীর মূলে এইরূপ থাকাই সম্ভব যে, ইতিপূর্ব্বে তাঁহা-দিগের মধ্যে বস্থক উপাধি অস্খলিত ভাবেই প্রচলিত ছিল। পরে তাঁহারা ঐ শব্দের পরিবর্ত্তে বড়-ভাগীয়দিগের মধ্যে তৎকাল-প্রচলিত বসাক উপাধি ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু ছোট-ভাগীয়েরা যখন উপাধির কেবল আকার-গত পরিবর্ত্তন করেন, তখন অবশ্য তাঁহারা জানিতেন যে, বস্থক ও বসাক, একই উপাধি, একটী অপরটীর অপভ্রংশমাত্র। সম্প্রতি এই তথ্যটী তাঁহাদের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হওয়ায়, তাঁহাদের মনে একটী অসঙ্গত ধারণা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে;—তাঁহারা এক্ষণে ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের উপাধির পরিবর্ত্তনে তাঁহাদিগকে জাত্যন্তর হইতে হইয়াছে। কিন্তু

যখন অনেকানেক জাতি জাত্যন্তরের উপাধি গ্রহণ করিয়াও স্ব স্ব জাতি হইতে পতিত হয়েন নাই, তখন যে কেবল ছোট-ভাগীয়েরা সেরূপ কার্য্যে জাত্যন্তরে পতিত হইয়াছেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে জাত্যন্তরে থাকিয়া বসাক উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথাও আবার সপ্রমাণ হয় না। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে, বোধ হয়, কোন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া তথায় বসতি করিয়া থাকিবেন। তথায় যেরূপ কিংবদন্তি আছে, তাহাতে এ কথাটী সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়। ঢাকার লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, যখন রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী উঠিয়া আসে, তখন কতকগুলি বসাক রাজমহল হইতে আসিয়া ঢাকায় বসতি করিয়াছিলেন। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালে নবাব ইস্‌লাম্ খাঁ রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। তদনুসারে খৃষ্টীয় ১৬০৮ অব্দে, বা উহার সন্নিহিত কালে ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত হইলে ছোট-ভাগীয়েরা, বোধ হয়, ঐ সময়ে তথায় আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী-বণিক্ ট্যাভার্‌নিয়ার্, যিনি উহার ৫০।৬০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬৬ অব্দে রাজমহল ও ঢাকা দর্শন করেন (৯৮ পৃষ্ঠা), তিনি যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতেও প্রতিপন্ন হয় যে, রাজমহল হইতে তৎকালে অনেক বসুক-বণিক্ তথায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, রাজমহল হইতে গঙ্গা নদী অপসৃত হওয়ায়, ও অন্যান্য কারণে বাঙ্গালার

শাসনকর্ত্তা ও তত্রত্য বণিকেরা ঢাকায় উঠিয়া যান *। অতএব ঢাকায় রাজধানী সংস্থাপিত হইলে রাজমহল হইতে কতকগুলি বসুক-বণিকের তথায় আগমন একপ্রকার সপ্রমাণ বলিতে হইবে। বোধ হয়, ছোট-ভাগীয়েরাই সেই শ্রেণীয় বসুক হইবেন। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ইহাও অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহারা তথা হইতে ঢাকায় উঠিয়া গিয়া স্বজাতির ন্যায় তৎকাল-প্রচলিত বসাক উপাধি ধারণ করিলেন। তাঁহারা যখন এরূপ উপাধি ধারণ করেন, তখন তাঁহারা অবশ্য জানিতেন যে, তাঁহাদিগের ও তত্রত্য বসাকদিগের একই উপাধি, একটী অপরটীর অপভ্রংশমাত্র। এখন ঐ সন্ধানটী তাঁহাদের স্মৃতিপথের বহির্ভূত হওয়ায়, তাঁহারা ভাবিয়া থাকেন যে, তাঁহারা জাত্যন্তর হইয়াছেন ;—তাঁহারা বসাক উপাধি গ্রহণ করিয়া বসাকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহাদের অধস্তনকালীন ভ্রম বই আর কিছুই

---

* "RAJMAHAL is a town on the right bank of the GANGES, and when you approach it by land you find that for one or two *coss* the roads are paved with brick up to the town. It was formerly the residence of the Governors of BENGAL, because it is a splendid hunting country, and, moreover, the trade there was considerable But the river having taken another course, and passing only at a distance of a full half league from the town, as much for this reason as for the purpose of restraining the King of ARAKAN, and many Portuguese bandits who have settled at the mouths of the GANGES, and by whom the inhabitants of DACCA, up to which place they made incursions, were molested,—the Governor and the merchants who dwelt at RAJMAHAL removed to DACCA, which is to-day a place of considerable trade"—*Ball's Translation of Tavernier's Travels in India, Vol. 1, page 125.*

নয়। অনেকে অন্য জাতির উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু বসুক বা বসাক উপাধি যে এতাবৎকাল অন্য কোন জাতির ছিল না, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে তাহার কারণ নিশ্চিত হইবে। ক্রিয়ালোপ প্রযুক্ত বৈশ্যেরা পতিত বলিয়া সাধারণের মধ্যে যে এক প্রবাদ আছে (২৭ পৃষ্ঠা), সেরূপ প্রবাদ সত্ত্বে তাঁহাদের বর্ণ-বাচক উপাধি গ্রহণ করিতে কাহারই বা ইচ্ছা হয়? * এরূপ অবস্থায় ছোট-ভাগীয়েরা কায়স্থ হইলে যে ওরূপ উপাধি গ্রহণ করিবেন, ইহা কখনই বিশ্বাস হয় না। অতএব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, ছোট-ভাগীয়েরা তখন স্বজাতীয় উপাধি ব্যতীত অপর কোন জাতীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের স্বজাতীয় উপাধি তখন বড়-ভাগীয়দিগের মধ্যে এক রূপ বিকৃত আকারে বর্ত্তমান ছিল। তাঁহারা তাহাই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন এ বিষয়ে অপর কোন কথা বলা সঙ্গত হয় না। তাঁহারা যে "বসু" উপাধির উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা বসুক উপাধির সংক্ষেপ-মাত্র হওয়াই সম্ভব;—কালে বিস্মরণবশতঃ বসুক শব্দের 'ক'-কারের লোপ করিয়া থাকিবেন। বসুক উপাধির সহিত কায়স্থ মহোদয়দিগের "বসু" উপাধির আকার-গত এত সৌসাদৃশ্য যে, সহজেই এরূপ ভ্রম হইতে পারে যে, উল্লিখিত বসাকেরা পূর্ব্বে কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধারণা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা এতদালোচনায় স্পষ্ট প্রতিপাদিত

---

* পাঠকবর্গের অবশ্য স্মরণ থাকিবে যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালাদেশীয় বসুকদিগের পাতিত্য ঘটিলে মহারাষ্ট্রীয় জাতিদিগের মধ্যে তাঁহাদের ঐ বর্ণ-বাচক উপাধির ব্যবহার অবমান-সূচক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় (১১৭ পৃষ্ঠা)।

হইতেছে। যখন বসুক উপাধির পরিবর্ত্তে বসাক উপাধি অবলম্বিত হয়, তখন বসুক ও বসাক, যে মূলে এক, তাহা অবশ্য ছোট-ভাগীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্যক্ স্মরণ ছিল। ছোট-ভাগীয়েরা এখন ঐ তথ্যটী ভুলিয়া গিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে এই এক নূতন মতের অবতারণা হইতেছে। সে মত এক্ষণে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ; এবং তৎপরিবর্ত্তে আপনাদিগের বসুক উপাধি গ্রহণ করাই উচিত *।

---

* ছোট-ভাগীয়দিগের সহিত বড়-ভাগীয়দিগের ব্যবহারাদি এক্ষণে প্রচলিত নাই। তাহার কারণ, বোধ হয়, ছোট-ভাগীয়েরা রাঢ়ীয়। রাজমহলের দক্ষিণে বাঙ্গালার যে প্রদেশ, পূর্ব্বদিক্-প্রবাহিনী ভাগীরথীর দক্ষিণ ও দক্ষিণদিক্-প্রবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিম, সেই প্রদেশের নাম "রাঢ়।" ভাগীরথীর পূর্ব্ব ও পদ্মার উত্তর, বাঙ্গালার যে প্রদেশ, উহার নাম "বরেন্দ্র"। ভাগীরথীর পূর্ব্ব, এবং পদ্মার দক্ষিণ, বঙ্গোপসাগরের উত্তর, ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম, বাঙ্গালার যে প্রদেশ, তাহাকে "বঙ্গ" বলে। বাণিজ্যজীবী বসুকেরা বাণিজ্যার্থ বঙ্গ, বরেন্দ্র ও রাঢ়, তিন প্রদেশেই বাস করিতেন। সেই জন্য বল্লালসেনের শ্রেণীবিভাগ কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে (১১৭ পৃষ্ঠা), তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়েন। যাঁহাদের তৎকালে বঙ্গে বাস ছিল, তাঁহারা "বঙ্গজ", যাঁহাদের তৎকালে বরেন্দ্রে বাস ছিল, তাঁহারা "বারেন্দ্র"; এবং যাঁহাদের তৎকালে রাঢ়ে বাস ছিল, তাঁহারা "রাঢ়ীয়" সংজ্ঞায় আখ্যাত হন। রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে আবার দুইটী বিভাগ; যথা "উত্তর-রাঢ়ীয়" ও "দক্ষিণ-রাঢ়ীয়"। সে যাহা হউক, আট শত বৎসর হইল, বসুকদিগের নিবাসভূমি-ভেদে এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হয়, ও সেই কারণ শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে পরস্পর আদান প্রদান রহিত হইয়া যায়।

পরিশিষ্ট।

৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "রুমী" (Ruhmi) দেশের অধিষ্ঠান ভূমি বিষয়ে বিচার—

"Rahma or Ruhmi.

"According to Sulaiman, this state is bordered by those of Balhara, Jurz and Tafand, and is constantly at war with the two former Masudi says, it stretches along the sea and continent, and is bounded inland by a kingdom called Kaman. He adds that Rahma is the title of their kings, and generally their name also. They had great strength in troops, elephants, and horses. Reinaud says, it 'appears to correspond with the ancient kingdom of Visapour,' but it is difficult to fix the locality of this kingdom. The name is probably the Sanskrit Rama. The use of kauris for money, the extremely fine cotton fabrics, and the existence of the rhinoceros in the country, would point to a locality on the Bay of Bengal about Dacca and Arracan. If the neighbouring kingdom, which Masudi calls Kaman, is the same as that which Ibn Khurdadba calls Kamrun and places on the borders of China, there can be no doubt that Kamrup or Assam is intended, and this identification, which is exceedingly probable, will confirm the locality of Dacca as the probable site of the kingdom of Rahma. The accounts of this kingdom and of Kamrup were probably gathered by the Arab writers from mariners who had visited the ports in the Bay of Bengal, and their ignorance of the interior of the country, led them to infer that the territories of the Balhara on the western coast were conterminous with those of Rahma on the eastern side."—*Elliot's History of India, Vol. I., Appendix Note (A), page 361.*

কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যের রচনার সময়।

(১০৩ পৃষ্ঠা দেখুন।)

চণ্ডীকাব্যের শেষ ভাগে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়; যথা——

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
—কত দিনে—দিলা গীত হরের বনিতা॥"

অর্থ। চণ্ডীদেবী ১৪৯৯ শকাব্দে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দে এই গীত আদেশ করেন।

এই শ্লোকটী গ্রন্থসমাপ্তিতে রচিত, কিন্তু উহা গ্রন্থ-সূচনার সময়নির্দ্দেশক বই আর কিছুই নয়। কবি ১৪৯৯ শকাব্দে ঐ গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন *। পরে গ্রন্থ

---

* চণ্ডীকাব্যের রচয়িতা মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী যবনদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া স্বদেশ ছাড়িয়া আরড়া নগরে পলাইয়া যান। পথিমধ্যে চণ্ডীদেবী তাঁহাকে দর্শন দেন। তখন দেবী তাঁহাকে এই কাব্যখানি রচনা করিতে আদেশ করেন। "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" প্রকরণে তাহার বৃত্তান্ত আছে। তদ্বিষয়ক অংশটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল; যথা,—

"নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম দামোদর, উপনীত কুচুটে নগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে উদরের তরে॥
আশ্রয়ি পুকুর আড়া, নৈবেদ্য শালুক নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিল করিতে সঙ্গীত।
করে লয়ে পত্র মসী, আপনি কলমে বসি, নানা ছন্দে লিখিলা কবিত্ব॥
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বাহিয়া যাই, আরড়া নগরে উপনীত।
যেই মন্ত্র দিল দীক্ষা, সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, রাজা দিল দশ আড়া ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিলে সকল দায়, সুত পাশে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥"

সমাপ্ত* হইলে, উহার আরম্ভকাল-নির্দ্দেশস্থলে যখন তিনি উল্লিখিত শকাব্দটী লিখিলেন, তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে, "তাইত তাহা যে অনেক দিন হইল", তাহাতে তিনি পরক্ষণেই "কতদিন" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব ১৪৯৯ শকাব্দই গ্রন্থরচনার আরম্ভকাল বলিতে হইবে। এখন গ্রন্থসমাপ্তিকালের অনুসন্ধান করা যাউক।

কবি গ্রন্থোৎপত্তির কারণ বিষয়ে লিখিয়াছেন——

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্বুজে ভৃঙ্গ,
গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ।
যে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে,
হইল রাজা মামুদ সরিফ॥"

প্রথম শ্লোকে কবি রাজা মানসিংহকে গৌড় ও বঙ্গ ব্যতীত উৎকলেরও অধিপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৫৮৯ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৬০৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসন কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পূর্ব্বে উৎকল তাঁহার অধিকৃত হয় নাই। উহা তখন পাঠানদিগের শাসনাধীন ছিল। পাঠান-নায়ক কত্‌লুর্খাঁ খৃষ্টীয় ১৫৮৪ অব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সাবাজ্ খাঁর সহিত সন্ধি করিয়া উড়িষ্যায় স্বাধীন হয়েন। তাঁহার মৃত্যুর পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে রাজা মানসিংহ পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশ আপন রাজ্যাভিভুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে রাজা মানসিংহকে "গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ" বলিয়া বর্ণনা করা কোনরূপে সঙ্গত হয় না, তাহা হইলে উৎকলের আধিপত্য অযথার্থরূপে তাঁহার উপর

আরোপিত হইয়া পড়ে। অতএব বলিতে হইবে যে, প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে তিনি প্রথম "গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ" হয়েন।

দ্বিতীয় শ্লোকে এরূপ প্রকাশ আছে যে, যখন বৈষ্ণবচূড়ামণি রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এক জন মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী তাঁহার পরিবর্ত্তে উহার শাসন-কার্য্য সমাধা করিতেন। ইতিহাসেও ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৫৮৯ অব্দে যখন রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার শাসনকর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, তখন উহার জলবায়ু তাঁহার পক্ষে অসহ্য হওয়ায়, তিনি সয়েদ্‌খাঁকে * তথায় তাঁহার প্রতিনিধি-শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত রাখিয়া স্বয়ং বিহার অঞ্চলে অবস্থিতি করেন †। পরে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে, অর্থাৎ উড়িষ্যা জয়ের পর, রাজমহলে (১৩১ পৃষ্ঠা) আসিয়া তথায় বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা, এই তিনি প্রদেশের রাজধানী স্থাপন করেন এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বয়ং রাজকার্য্য

---

* চণ্ডীকাব্যে "মামুদ সরিফ" লেখা আছে। কবি যে তদ্দ্বারা সয়েদ্‌খাঁকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। "মামুদ" অর্থে মহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বী। "সরিফ" অর্থে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; যথা—

"Sharif, H. (A. * * *) Noble, exalted, a person of rank." —*Wilson's Glossary.*

† A. D. 1589.—"Man Sing having an unfavourable opinion of the climate of Bengal, continued to reside in Behar, and allowed Sayid Khan to remain as his deputy at Tondah."—*History of Bengal. By Charles Stewart, Esq., M. A. S., London: 1813, page* 181.

[টণ্ডা (Tondah) রাজমহলের পূর্ব্ব ও গৌড়ের পশ্চিম।—do. page 95.]

পর্য্যালোচনা করেন *। অতএব বুঝিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দ হইতে মুসলমান্‌ধর্ম্মাবলম্বী কেহ বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন না;—রাজা মানসিংহ স্বয়ং উল্লিখিত তিন প্রদেশের অধীশ্বর হয়েন।

প্রথম শ্লোকের সহিত ইতিহাসের একবাক্যতা রাখিয়া রাজা মানসিংহকে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে ও তৎপরবর্ত্তী কালে "গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ" বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থানুসারে ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিয়া এক জন মুসলমান্‌ধর্ম্মাবলম্বীকে খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অতএব ইতিহাসের সহিত ঐক্য রাখিয়া এই উভয় শ্লোকের অর্থ সমন্বয় করিলে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, যখন কবি তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করেন, তখন রাজা মানসিংহ উড়িস্যা জয় করিয়া "গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের অধিপ" হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বাঙ্গালার শাসনকার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করেন নাই;—তখন এক জন মুসলমান্‌ধর্ম্মাবলম্বী

---

* A. D 1592.—"He" (*i. e*, Raja Man Sing) "then" (*i e.*, after the conquest of Orissa, &c) "determined upon taking charge of both the governments of Behar and Bengal, and fixed upon the city of Agmahel, the name of which he changed to Rajemahel (Palace of Sovereignty), as the capital of the three provinces" (*i. e.*, Bengal, Behar and Orissa).—*Stewart's History of Bengal, page* 186.

[রাজমহলে এই প্রথম বাঙ্গালার রাজধানী নহে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তৎপূর্ব্বে পাটলিপুত্র বা পাটনা (১১৬ পৃষ্ঠা) ধ্বংস হইলে, তথায় রাজধানী উঠিয়া আসে। তখন হিন্দুদিগের অধিকার এবং উহার নাম "রাজগৃহ" ছিল।—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, উপ, ৫৬ পৃ, ও Elphinstone's History of India, p. 157, footnote.]

উহার শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই উভয় ঘটনার অন্তর্বর্ত্তীকালে কবি আপনার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। যখন আবার খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দেই উভয় ঘটনার সংযোগ, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, কবি ঐ অব্দে তাঁহার গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। এই তাঁহার গ্রন্থরচনাসমাপ্তির শক। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার গ্রন্থসূচনার সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে যে, কবি খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দে গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে সমাপ্ত করেন। গ্রন্থরচনা সমাপ্ত করিয়া গ্রন্থোৎপত্তির কারণ শেষে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন।

চণ্ডীকাব্যের রচনা সমাপ্ত হইলে রাজা রঘুনাথ রায়ের * বাটীতে আট দিবস ঘটস্থাপনা হইয়া চণ্ডীদেবীর পূজা হয় †।

---

* যখন চণ্ডীকাব্যের রচনা আরম্ভ হয়, তখন রঘুনাথ রায় বালক,—তাঁহার পিতা বাঁকুড়া রায়ই রাজা ছিলেন (১৩৫ পৃষ্ঠা দেখুন)। ঐ কাব্যরচনার সমাপ্তিকালে রঘুনাথ রায় রাজা ছিলেন।

† "ঘট সংস্থাপন করি, মহামায়া মহেশ্বরী,
স্থিতি কর এ অষ্ট বাসর।
লক্ষ্মী বাণী আদি করি, আর যত সহচরী,
লয়ে শরজন্মা লম্বোদর॥"

—ইতি "ঘটস্থাপন"।

"ত্যজিয়া কৈলাস গিরি, উরগো এ মর্ত্ত্য পুরী,
ভক্তের করিতে পরিত্রাণ।
বিশ্রাম দিবস আট, শুন গীত দেখ নাট,
আসরে করহ অধিষ্ঠান॥"

—ইতি "গানারম্ভে প্রার্থনা"।

গায়নেরা ঐ আট দিবসে চণ্ডীকাব্যখানি গান করিয়াছিলেন *।

---

* "নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি,
গায়নেরে দিলেন ভূষণ ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত,
প্রকাশিলা নূতন মঙ্গল।
তাঁহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান,
মম ভাষা করিয়া কুশল ॥"
—ইতি "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ"।

কলিকাতায় সুঁদ্রীবন।

(১১৮ পৃষ্ঠা দেখুন্।)

অল্পদিন হইল কলিকাতা বাসের যোগ্য হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, ইতিপূর্ব্বে তথায় সুঁদ্রীগাছ জন্মিত, ও জোয়ারে জোয়ারে ২ ফুট্ হইতে ১০ ফুট্ পর্য্যন্ত জল উঠিয়া সমুদায় প্লাবিত হইত। যে ভূমিতে ঐ জাতীয় বৃক্ষ জন্মিত, তাহা এক্ষণে কমবেশ বিশ ফুট্ বসিয়া গিয়াছে ও জোয়ারে জোয়ারে মৃত্তিকা পড়িয়া ক্রমে উন্নত হইয়াছে। এ বিষয়ে এখানে দুই একটী প্রমাণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক।

খৃষ্টীয় ১৮৬৫ অব্দে স্যারকুলার্ রোডের পূর্ব্ব ধারে ৩০ ফুট্ গভীর একটী পুষ্করিণী খনন হয়। ঐ পুষ্করিণীর তলায় কয়েকটী সুঁদ্রী গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়। সুঁদ্রী

গাছ স্বভাবতঃ যে স্থানে জন্মে, সে স্থান জোয়ারের জলস্তর হইতে ২ ফুট্ হইতে ১০ ফুট্ পর্য্যন্ত নীচু থাকে, ও ভাটার জলস্তর অপেক্ষা ৬ বা ৮ ফুট্ উচ্চ থাকে। জোয়ারে জোয়ারে জল আসিলে ঐ সকল গাছের গোড়া ডুবিয়া থাকে। ভাটা পড়িয়া আবার জল চলিয়া গেলে, তাহাদের গোড়ায় কয়েক ঘণ্টা বাতাস লাগিয়া থাকে। উল্লিখিত পুষ্করিণীর মধ্যে যেরূপ নিম্নে ঐ সকল গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে, তথায় সুঁদ্রী গাছ জন্মিতে পাবে না;—উহা সদাই জলে ডুবিয়া থাকিত, বাতাস লাগিবার যো ছিল না *। যথায় এক্ষণে সুঁদ্রী গাছ জন্মিতেছে, তথাকার, অর্থাৎ সুন্দরবনের নদীর ভাটার জলস্তর অপেক্ষা হুগ্লির ভাটার জলস্তর যদি ১৮ বা ২০ ফুট্ উচ্চ বলিয়া ধরা না হয়, তাহা হইলে শিয়াল্দার জমী যথায় এক্ষণে ঐ সকল গুঁড়ি পাওয়া গিয়াছে, তথায় ঐ জাতীয় গাছ জন্মিবার পর তাহা ঐ পরিমাণে বসিয়া গিয়াছে বলিতে হইবে †। অনুগাঙ্গ প্রদেশমাত্রেই ঐ পরি-

---

* উল্লিখিত পুষ্করিণীর তল শিয়াল্দার বর্ত্তমান ক্ষেত্রতল হইতে ৩০ ফুট্, ও হুগ্লির ভাটার জলস্তর হইতে ১৩ ফুট্ নীচু।

† শিয়াল্দা পূর্ব্বে "দহ" অর্থাৎ হ্রদ ছিল। আঁসপাশের জমী ভরাট হইয়া উঠিলে পরও, ঐ স্থান যে ঐ ভাবেই ছিল, তাহা অবশ্য লোকের স্মরণ ছিল, নচেৎ উহার ওরূপ নাম হইবে কেন? কলিকাতার অধিকাংশ স্থানই জলময় ছিল, লোকের বসতির পর ক্রমে যে এরূপ ভরাট হইয়াছে, তা অত্রত্য স্থানগুলির আখ্যাতেই প্রকাশ পায়। যোড়াসাঁকো, পাথরিয়াঘাটা, ডিঙ্গাভাঙ্গা উলটাডিঙ্গি, নারিকেলডাঙ্গা, বেলেঘাটা, পটলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অল্প দিন হইল লোকের বসতি হইয়াছে। কোন কোন স্থানের আবার খানা ডোবা বুজিয়া গিয়া কেবল জঙ্গল হইয়াছিল। ঘোড়াবাগান, বাদুড়বাগান, বকুলবাগান, হাতিরবাগান, গুয়োবাগান, হরুকিরবাগান প্রভৃতি স্থানগুলি কেবল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

মাণে বসিয়া গিয়া থাকিবে। পরে জোয়ারে জোয়ারে ভরাট হইয়া ঐ সমস্ত জমী ক্রমে উন্নত ও বাসোপযোগী হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৮৩৬-৪০ অব্দে ফোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক বর্ত্তমান দুর্গের ভূগর্ভে যে তিনটী ছিদ্র করা হয়, তাহাতেও ঐরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩০ ফুট্ নিম্নে শিয়াল্দার উল্লিখিত পুষ্করিণীর মধ্যে যে প্রকার মৃত্তিকা দৃষ্ট হয়, কেল্লার গর্ত্তের ভিতর ৫১ ফুট্ নিম্নেও সেই প্রকার মৃত্তিকা বাহির হয়। ইহাতে অনুমিত হয় যে, যদি শিয়াল্দার ও কেল্লার উপরিস্থ ভূমির অসমানতাবশতঃ ৩ ফুট্ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে কেল্লার গর্ত্তের উল্লিখিত মৃত্তিকার অধিষ্ঠানভূমি শিয়াল্দার অপেক্ষা ১৮ ফুট্ বসিয়া গিয়াছে। এই প্রকার মৃত্তিকা, বোধ হয়, অবিচ্ছিন্নভাবেই বিস্তারিত আছে *।

খৃষ্টীয় ১৮২২ অব্দে খিদিরপুরের ভূগর্ভেও ঐ প্রকার ছিদ্র করা হয়, তাহাতে বৃক্ষের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। উহা কেবল জলময় ছিল †।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন স্থলভূমি সুন্দরবনের সমতল না হইলে সুঁদ্রী গাছ জন্মায় না, আর যখন বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতলোপরি ঐ জাতীয় বৃক্ষ

---

* Note on a tank Section at Sealdah, Calcutta. By H. F. Blanford, Esq., A R. S. M., F G S. In Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXXIII, Calcutta: 1865; pp. 154-158.

† Calcutta in the Olden Time—its Localities.

জন্মিত, তখন বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতল এক-সময়ে সুন্দরবনের সমতল ছিল; পরে কমবেশ বিশ ফুট্ বসিয়া গিয়াছিল। স্থানে স্থানে আবার বিশ ফুট্ অপেক্ষা অধিক বসিয়াগিয়াছিল;—ফোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক বর্ত্তমান দুর্গের অধিষ্ঠানভূমি, অর্থাৎ গোবিন্দপুর (১২৫ পৃষ্ঠা) কম-বেশ ৩৮ ফুট্ বসিয়া যায়। অতএব বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাচীন ক্ষেত্রতল এখনকার ক্ষেত্রতল অপেক্ষা এক সময়ে কোথাও বা ৩০ ফুট্, কোথাও বা ৪৮ ফুট্ নীচু ছিল; কাল-সহকারে ভাগীরথীর মৃত্তিকা পড়িয়া ক্রমে উন্নত ও বাসোপ-যোগী হইয়াছে। এরূপ নীচু জমী ভরাট হইতে যে কত শত বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বর্ত্তমান কলিকাতা বাসের যোগ্য হইলেও মনুষ্যের বাসের অভাবে বহুকাল জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল, ও হিংস্র জন্তুর আবাসস্থান ছিল। এমন কি, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সময় পর্য্যন্ত তথায় লোকের বসতির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। চৈতন্যদেব ১৪০৭ শকে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৪৮৫ অব্দে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ১৪৫৬ শকে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৩৪ অব্দে অন্তর্হিত হন *। "শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত" গ্রন্থে চৈতন্যদেবের উৎকল হইতে প্রত্যাগমন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দের পর খৃষ্টীয় ১৫১৫ অব্দের

---

* "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরি।
অষ্ট চল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দশত ছাপ্পান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥"
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ১৩ পরিচ্ছেদ।

মধ্যে * কলিকাতার উত্তরে খড়দহ, পানিহাটী ও বরাহ-নগরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত গ্রন্থখানি আবার চৈতন্যদেবের তিরোভাবের অব্যবহিত পরেই বিরচিত †। অতএব অনুমিত হয় যে, চৈতন্যদেবের তীর্থ-পর্য্যটন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫১৫ অব্দের পূর্ব্বে, প্রাচীন কলিকাতায় বা গোবিন্দপুর গ্রামে লোকের বসতি ছিল না; থাকিলে অবশ্য ঐ দুই গ্রামের বিষয় তাহাতে কিছু না কিছু উল্লিখিত হইত। তাহার কিছুকাল পরে ঐ অঞ্চলে লোকের বসতি হয়। ইতিপূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে,

---

* "চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান।
তাহায় করিলা লীলা আদি লীলা নাম॥
চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর অবস্থান।
তাহা যেই লীলা তার শেষ লীলা নাম॥
শেষ লীলা মধ্য অন্ত্য দুই নাম হয়।
লীলা-ভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয়॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
নীলাচল গৌড় সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
তাহা যেই লীলা তার মধ্যলীলা নাম।
তার পাছে লীলা অন্ত্য লীলা অভিধান॥
আদি লীলা মধ্য লীলা অন্ত্য লীলা আর।
এবে মধ্য লীলার কিছু করিব বিস্তার॥
অষ্টাদশ বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি।
আপনি আচরি শিখাইল প্রেমভক্তি॥
তার মধ্যে ছয় বর্ষ ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্য-গীত রঙ্গে॥"
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

† বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, সন ১২৯৪ সাল, ৪৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বসুকেরা সপ্তগ্রাম হইতে বাস উঠাইয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন (১২৫ পৃষ্ঠা)* । তাঁহারা উহার আদিম নিবাসী। তাঁহারা জঙ্গল কাটাইয়া

* ঐ কার্য্যে মৌদ্গাল্য-গোত্রীয় মুকুন্দরাম বসুকই তাঁহাদের নেতা ছিলেন। তিনি আবার শ্রেষ্ঠী-উপাধিক ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দজী ঠাকুর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে গোবিন্দপুর হইতে লোকের বাস উঠাইয়া দিলে তদ্বংশজাত বৈষ্ণবচরণ তথা হইতে ঐ দেবতাকে উঠাইয়া আনিয়া বড়বাজারে আপন বসতবাটীর উত্তরে স্থাপিত করেন। তদবধি ঐ ঠাকুর তথায় বর্ত্তমান আছেন (১২৫ পৃষ্ঠা)। বৈষ্ণবচরণ পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার প্রেরিত গঙ্গাজল বিনা ত্রৈলিঙ্গ-দেশীয় রামরাজা পূজা উপলক্ষে অন্য গঙ্গাজল ব্যবহার করিতেন না *।

* "The oldest inhabitant of Calcutta, of any note, was Biashnava-charan Set who lived at Bara-bazar about a hundred years ago, and was reckoned one of the richest and most honest merchants of his time. As an instance of his honesty, it is said, that Ramaraja, prince of Telingana, would use no Ganges water for his religious services, unless consigned to him under his seal Once the Set bought a quantity of zinc in the name of his partner, Gauri Sen, which afterwards turned out to contain a large admixture of silver He attributed the transmutation of the metal to the good fortune of his partner, and, accordingly, made over the whole profit of the bargain to him, unwilling to share the good fortune of another Gauri Sen became very rich from this windfall, used to spend large sums of money in liberating prisoners who happened to be confined for debts, and pay fines for such poor people as happened to fight or quarrel for a good cause, and were punished by fines hence the adage,

"লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।"

Of this Set, it is also said, that once he contracted to buy 10,000 maunds of sugar from a merchant of Burdwan, a *tambuli*, or pan-dealer by caste, named Gobardhana Rakshit. When the sugar arrived at Kadamtola Ghat, at Bara-Bazar, the people of the Set, in order to extort money from the consigner, reported to their master that the goods were not equal to muster This, in due course, was communicated to the consigner, and he was requested to make a proportionate deduction in the price The Rakshit, rather than abate in his price, and submit to the stigma of attempting to deal unfairly, ordered the whole cargo to be thrown into the river When this intention was carried out in part, the Set interposed, and offered to take the remainder, paying for the whole invoice. Gobardhana, not to be outdone by the Set in honesty, would only take for what remained at the invoice rate, and the bargain was settled accordingly."—*Calcutta in the Olden Time—its Localities.*

তথায় বসতি করেন, এজন্য তাঁহাদিগকে "জঙ্গল-কাটা বাসিন্দা" বলে। পরে কোন সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন *। তথায় তখন তন্তুবায়দিগের বাস ছিল। তাঁহারা

---

* খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে বর্ত্তমান কলিকাতার যেরূপ অবস্থা ছিল, ওয়াল্টার্ হামিল্টন্ সাহেব তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"In A. D 1717 it" (*i. e.*, Calcutta) "exhibited a very different appearance. The present town was then a village appertaining to the district of Nuddea, the houses of which were scattered about in clusters of ten or twelve each, and the inhabitants chiefly husbandmen. A forest existed to the south of Champaul Ghaut, which was afterwards removed by degrees. Between Kidderpoor and the forest were two villages *, whose inhabitants were invited to settle in Calcutta by the ancient family of Sets, who were at that time merchants of great note, and very instrumental in bringing Calcutta into the form of a town. Fort William and the Esplanade are the site where this forest and the two villages above mentioned stood In 1717 there was *a struggling village consisting of small houses*, surrounded by puddles of water, where now stand the elegant houses of Chowringhee; and Calcutta may at this period be described as extending to Chitpoor bridge, but the intervening space consisted of ground covered with jungle In 1742 a ditch was dug round a considerable portion of Calcutta, to *prevent the incursions of the Mahrattas; and it appears from* Orme's History of the War in Bengal, that at the time of its

---

* ঐ দুই গ্রাম গোবিন্দপুরের অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। গোবিন্দপুরের উত্তর সীমায় একটী খাল বা নদী ছিল (১২০ পৃষ্ঠা)। ঐ নদীর দক্ষিণে ঐ দুইটী গ্রাম ছিল।

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে প্রাচীন কলিকাতায় বসুকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠীদিগের (১০১ পৃষ্ঠা) বিস্তীর্ণ বাণিজ্য চলিতে ছিল। তাঁহাদেরই উৎসাহে ও উদ্যোগে তাঁহাদের জ্ঞাতিরা উল্লিখিত দুই গ্রাম হইতে উঠিয়া আসিয়া তথায় অবস্থিতি করেন, তাহাতে উহা নগরীরূপে পরিণত হয়। ওয়াল্টার্ হামিল্টন সাহেব উপরি যে সকল কৃষকের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা, বোধ হয়, বিচার্য্যমাণ তন্তুবায়। তাঁহাদের বাসে প্রাচীন কলিকাতার সূতানুটী আখ্যা হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের অগত্যা বস্ত্রবয়ন ব্যতীত কৃষিকর্ম্মও করিতে হইত। এরূপ কার্য্য ওরূপ সময়ে ও ওরূপ স্থানে কিছু অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে তথায় প্রথম বসতি করেন। তাঁহারা তথায় আসিয়া সূতার লুটী প্রস্তুতাদি কর্ম্ম, অর্থাৎ তাঁহাদের ব্যবসায় অবলম্বন করেন, সেই জন্য অধস্তন কালে ঐ স্থানের সূতালুটী আখ্যা হয়। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা বসুকদিগের কর্ম্মে জীবিকা করেন। ঐ অব্দের পর তাঁহাদের সহিত ইংরাজ-বণিক্‌দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য আরম্ভ হয় (পশ্চাৎ দেখুন)। অতএব অনুমিত হয় যে, তাঁহারা বসুকদিগেরই উৎসাহে ও উদ্যোগে প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসতি করেন। তদবধি ঐ স্থানে বসুকদিগের বাণিজ্য-কুটী সংস্থাপিত হয় *। তাঁহারা ঐ

capture by Seraje-ud-Dowlah, in 1756, there were about seventy houses in the town belonging to the English What are now called the Esplanade, the site of Fort William, and Chowringhee, were so late as 1756 a complete jungle, interspersed with huts, and small pieces of grazing and arable land"—*Walter Hamilton's East India Gazetteer, Second Edition*; *London, 1828, Vol II, page* 316.

* প্রাচীন কলিকাতায় প্রথমে তাঁহাদের একটী হাট সংস্থাপিত হয়। চণ্ডীকাব্যে যে হাটের উল্লেখ আছে (১২৩ পৃষ্ঠা), উহা তাঁহাদেরই সেই বিচার্য্যমাণ হাট,—অধস্তন কালে "সূতালুটী হাটখোলা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হইলে, বেতড়ার হাটের অবনতি ঘটে, ও বণিকেরা ক্রমে ঐ হাটে যাতায়াত কমাইয়া ফেলেন। বেতড়ার হাট জনশূন্য হইলে, কলিকাতার হাট জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, পর্টুগীজেরা (৬৬ পৃষ্ঠা) তথায় বাণিজ্য করিতে আসিতেন। খৃষ্টীয় ১৫১৭ অব্দে তাঁহাদের বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ *। তদবধি তাঁহারা ভাগীরথী বাহিয়া সপ্তগ্রামে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন। তথায় কার্য্যগতিকে বসুকদিগের সহিত তাঁহাদের আলাপ ও পরিচয় হয়। বসুকেরা কলিকাতায় হাট সংস্থাপন করিলে, তাঁহারা আবার এখানে বাণিজ্য করিতে আসেন। তাঁহারা তখন পিপ্‌লে বা

* Stewart's History of Bengal, page 121, foot-note.

সকল বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়ের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইয়া কলিকাতার উল্লিখিত হাটে বিক্রয় করিতেন।

"পীবপল্লী" নগরে বাস করিতেন। তাঁহাদের অপর একটী নাম "ফিরিঙ্গী" *। চণ্ডীকাব্যে যে স্থান "ফিরিঙ্গীর দেশখান" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহা ঐ পিপ্‌লে সহর। কবি লিখিয়াছেন—

"দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর খানা।
কেরয়ালের ঝম ঝমি নদী যুড়ে ফেণা॥
কানহাটা ধূলিগ্রাম পশ্চাত করিয়া।
অঙ্গরপুরের ঘাট বামেতে থুইয়া॥
ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে॥"

সিংহল দেশে যাত্রাকালে ধনপতি মেদিনীপুর অতিক্রম করিয়া "ফিরিঙ্গীর দেশখান" দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ভাগীরথী অবলম্বনে তথায় যাতায়াত চলিত। কাপ্তেন্ আলেক্‌জান্দার্ হামিল্টন্ সাহেবও (১১৯ পৃষ্ঠা) বলেন যে, পিপ্‌লে সহর গঙ্গা নদীর এক শাখার ধারে অবস্থিত ছিল। উহা বালেশ্বর হইতে ১৫ মাইল অন্তর †। অতএব অনুমিত হয় যে, চণ্ডীকাব্যোক্ত ফিরিঙ্গীর দেশখান ও বিচার্য্যমাণ পিপ্‌লে সহর উভয়ই এক। ইতিহাসেও ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৬২০ অব্দে, (অর্থাৎ চণ্ডীকাব্য রচনার সপ্তবিংশতি বৎসর পরে,) পিপ্‌লে সহরে পর্টুগীজদিগের একটী দুর্গ ছিল ‡। তথায় তাঁহাদের দুর্গ নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল অবস্থিতি কল্পনা করিলে চণ্ডীকাব্যরচনার সময় তাঁহাদের তথায় বাস থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে।

---

* "The Portuguese now are commonly called by the natives *Feringis*—once an honored name, as it was originally given by the Mussalmans to the crusaders, the chief of whom were Franks" (A. D 1099)—*The Portuguese in North India By Rev. J. Long, Calcutta Review, Vol. V*, 1846

† "Piply lies on the Banks of a River supposed to be a Branch of the *Ganges*, about 5 Leagues from that of *Ballasore*, formerly it was a Place of Trade, and was honoured with *English* and *Dutch* Factories The Country produces the same Commodities that *Ballasore* does, at present it is reduced to Beggary by the Factory's Removal to *Hughly* and *Calcutta*, the Merchants being all gone"—*Hamilton's East Indies, Vol II, pages 3 & 4.*

‡ "Messrs Hughes and Parker also, in their Letter from Patna, dated Dec 1620, state, that the Portuguese are possessed of two forts in the bottom of Bengal, one called Pipullye (probably Pipley), the other, Gollyi, or Gollin."—*Stewart's History of Bengal, page 213, foot note*

পর্টুগীজ প্রভৃতি যাবতীয় ইউরোপীয় বণিকেরা তথা হইতে সে গুলি লইয়া যাইতেন।

পিপ্‌লে সহরের ন্যায় পর্টুগীজ্‌দিগের হুগ্‌লিতেও বসতি হয়, তাহা কিন্তু চণ্ডীকাব্য রচনার পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পর, ও আইন্ আক্‌বরি গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দের পূর্ব্বে বলিতে হইবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই, শেষোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে *। তাহাদের তত্রত্য "ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ" খৃষ্টীয় ১৫৯৯ অব্দে নির্ম্মিত;—ঐ অব্দটী ঐ গির্জ্জার প্রস্তরফলকে খোদিত আছে। হুগ্‌লির প্রাচীন নাম "গোলিন" বা "উগোলিম্," এবং তাহা হইতে "হুগ্‌লি" শব্দটীর উৎপত্তি হয় †। ঐ সহর পর্টুগীজ্‌দিগের প্রথম সংস্থাপিত। বাঙ্গালার সুবেদার কাসিম্ খাঁ তাঁহাদের বিরুদ্ধে সাজিহান বাদশাহের নিকট আবেদন করেন, তাহাতে খৃষ্টীয় ১৬৩১ অব্দে মোগলদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধে তাঁহারা হুগ্‌লি হারাইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে উহা মোগলদিগের রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠে (১২৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৬৩৩ অব্দ পর্য্যন্ত পর্টুগীজ্‌দিগের তথায় বাস ছিল। উহা তাঁহাদের গোলিন অর্থাৎ গোলাবাড়ী ছিল।

পর্টুগীজেরা পিপ্‌লে হইতে হুগ্‌লিতে যাইবার সময় কলিকাতার সম্মুখ দিয়া বাহিয়া যাইতেন (১২৫ পৃষ্ঠা)। সেই সুযোগে কলিকাতার উল্লিখিত হাটে বসুকদিগের সহিত তাঁহাদের বিস্তীর্ণ বাণিজ্য চলিয়াছিল।

পর্টুগীজ্‌দিগের পরে ক্রমে ওলোন্দাজ্ (A. D. 1625), ফরাসী (A. D 1676) ও দিনেমারেরা (A. D. 1676) বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। তাঁহারাও সকলে বসুকদিগের সহিত কলিকাতার হাটে ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন। ওলোন্দাজদিগের আগমনে পর্টুগীজ্‌দিগের বাণিজ্যের

---

* "There are two emporiums, a mile distant from each other, one called Satgong, and the other Hooghly, with its dependencies, both of which are in the possession of the Europeans Satgong is famous for pomegranates."—*Gladwin's Ayeen Akbery, Vol II, page* 11.

† "In a note attached to the 6th Section of Stewart's History of Bengal, we find it stated 'as a circumstance worthy of remark, that the name of Hooghly is never mentioned in Faria de Souza's History of the Portuguese, although he acknowledges that they lost a large town in Bengal in the year 1633, but which he calls 'Golin.' But the identity of Golin and Hoogly is settled beyond controversy by an inscription in the Church at Bandel in which the neighbouring convent of Ugolym, is distinctly mentioned"—*Notes on the Right Bank of the Hooghly. By J. C. Marshman, Esq, C. S. I. In Calcutta Review, Vol. IV.*, 1845.

খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে ইংরাজ-বণিকেরা প্রাচীন কলিকাতায় বা সুতালুটী গ্রামে একটী কুটী সংস্থাপন করেন। তথায় তাঁহাদের কুটী সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বসুকদিগের সহিত তাঁহাদের বিস্তীর্ণ বাণিজ্য চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬২০ অব্দে তাঁহাদের বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ। খৃষ্টীয় ১৬৩৩ অব্দে সাজিহান বাদশাহ তাঁহাদিগকে বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র বাণিজ্য কবিবার অনুমতি প্রদান করেন। খৃষ্টীয় ১৬৪০ অব্দে নবাব সুজার আদেশানুসারে পিপ্‌লে ও বালেশ্বরের ন্যায় হুগ্‌লিতে তাঁহাদের কুটী সংস্থাপিত হয়। পিপ্‌লে হইতে হুগ্‌লি যাইবার সময় তাঁহাবা কাটীগঙ্গা বাহিয়া কলিকাতার সম্মুখ দিয়া যাইতেন। খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দে মোগলদিগের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়।) খৃষ্টীয় ১৬৮৭ অব্দের ১৬ই আগষ্ট একটী সন্ধি হয়, তাহাতে ঐ যুদ্ধ রহিত হইয়া যায়। তখন তাঁহাদের অধ্যক্ষ যব্ চার্ণক উলুবেরিয়ায় কুটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিন মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া দেখিলেন যে, তথায় থাকিলে বসুকদিগের সহিত তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্যের ব্যাঘাৎ ঘটে। তখন তিনি

অবনতি ঘটে। ওলোন্দাজেবা খিদিরপুর হইতে শাঁকরালের খাল পর্য্যন্ত ভাগীরথীর অংশকে গভীর করিয়া দেন, এই জন্য ঐ অংশকে "কাটীগঙ্গা" বলে। চণ্ডীকাব্যরচনার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দের পূর্ব্বে বণিকেরা ঐ পথ দিয়া আসিয়া বেতাকীর খাল অবলম্বনে সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন (১২২ পৃষ্ঠা)। ঐ কাব্যরচনাব সময় ঐ পথে চড়া পড়িয়া ছিল, তাহাতে ও পথ দিয়া যাতায়াত রহিত হইয়া যায়। ওলোন্দাজেরা চড়া কাটাইয়া ঐ পথ অতিশয় গভীর করিয়া দেন। পিপ্‌লে (১৪৮ পৃষ্ঠা) হইতে বরাহনগর ও চুঁচুড়ায় আসিবার কালে তাঁহারা ঐ পথে যাতায়াত করিতেন। পিপ্‌লের ন্যায় উল্লিখিত দুই স্থানে তাঁহাদের কুটী ছিল।

প্রাচীন কলিকাতায় বা সূতালুটীগ্রামে উঠিয়া আসিবার নিমিত্ত নবাবের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, ও তাহা প্রাপ্ত হন। তদনুসারে খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে পূর্ব্বোক্ত স্থানে (১২০ পৃষ্ঠা) তাঁহাদের একটী কুটী সংস্থাপিত হয়। ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল *।

যব্ চার্ণকের প্রাচীন কলিকাতায় বা সূতালুটী গ্রামে কুটী সংস্থাপনের পর ক্রমে পর্টুগীজ্ ও আর্ম্মাণীরা তথায় আসিয়া আপনাপন কুটী সংস্থাপন করেন। পর্টুগীজ্‌দিগের "আলু-গুদামে" কুটী ছিল †। বর্ত্তমান চীনেবাজারের অন্তঃপাতী

---

* "The highest part of Calcutta is in Clive Street, opposite Cotton Street, where it is 30 63 feet above the Zero of the Tide Gauge at Kyd's Dock, Kidderpore."—*Report on the Survey of Calcutta. By F. W. Simms, Esq., C. E. Dated 14th August* 1850. *Calcutta*, 1851, *page* 78.

† কলিকাতার অন্তর্গত যে স্থান এক্ষণে "আলুগুদাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথায় পর্টুগীজ্‌দিগের তূলা বা বস্ত্রাদির কুটী ছিল। আলুগুদাম শব্দ "অল্‌গোদম্" (Algodam) শব্দের অপভ্রংশ। অল্‌গোদম্ শব্দ পর্টুগীজ্ ভাষায় তূলা অর্থে ব্যবহৃত। উহা আরবীয় "কাতন্" শব্দের বিকৃতি মাত্র। ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আরবীয় কাতন্ শব্দটী যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়াছে, এবং উচ্চারণভেদে তত্তৎ ভাষায় আকারগত উহার কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। ওলোন্দাজী ভাষায় "কটোয়েন্" (Katoen), ফরাসী ভাষায় "কোটোন্" (Coton), দিনেমার ভাষায় "কট্টন্" (Kattun), পর্টুগীজ্ ভাষায় "অল্‌গোদম্" (Algodam), স্পেনদেশীয় ভাষায় "গোদন্" (Godon) বা "অল্‌গোদন্" (Algodon), জর্ম্মন্ ভাষায় "কট্টন্" (Kattun), ইটালি ভাষায় "কোটোনে" (Cotone), রুষীয় ভাষায় "ক্লবস্‌কাটজ" (Chlobtschataja), সুইডেন্ ভাষায় "কটটন্" (Cattun) ইত্যাদি শব্দ গুলি আরবীয় কাতন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত ইউরোপ ব্যাপিয়া আরবীয়দিগের বাণিজ্য বিস্তীর্ণ হইয়াছিল (৫৪ পৃষ্ঠা), তাহাতেই বোধ হয় কাতন্ শব্দটী যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। আরবীয় কাতন্

আর্ম্মাণীগিরিজার উত্তরে "আর্ম্মাণীটোলায়" আর্ম্মাণীদিগের প্রথম বসতি হয় *।

শব্দটী আবার সংস্কৃত কর্ত্তন শব্দের (৯৭ পৃষ্ঠা) অপভ্রংশ বলিয়া স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় *। তাঁহারা খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু অত প্রাচীন কালে বস্ত্রবয়ন কর্ম্মে তাঁহাদের বিশেষ মনোযোগ ছিল বলিয়া বোধ হয় না। খৃষ্টীয় ২৫ অব্দের পর খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দের মধ্যে ইজিপ্‌ট দেশে ভারতীয় তন্তুবায়দিগের বসতি হয় (৭৫ পৃষ্ঠা)। তাহাতেও, বোধ হয়, আরবীয়দিগের তন্তুবয়ন কর্ম্মে কিছুমাত্র উৎসাহ হয় নাই। খৃষ্টীয় ৫৭১ অব্দে মহম্মদের আবির্ভাব। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মানুসারে কার্পাসবস্ত্র অতি পবিত্র। অতএব অনুমিত হয় যে, ঐ ধর্ম্মের প্রচার হইতে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরব দেশে কার্পাসবস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আরবসেনা-নায়ক খালিফ্ ওমার, যিনি মহম্মদের তিরোভাবের পর, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬৩২ অব্দের পর তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তিনি যেরূপ ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন, তাহাতে স্পষ্ট অনুমিত হয় যে, তখনও আরবীয়দিগের মধ্যে কার্পাসবস্ত্রের বয়নকার্য্যের আরম্ভ হয় নাই। আরবীয়দিগের তৃতীয় খালিফ্ আলি;—তাঁহারও পরিচ্ছদ কিছু উৎকৃষ্ট ছিল না †। খৃষ্টীয় ৬৬০ অব্দে তাঁহার পরলোক হয়। তদনুসারে অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবীয়দিগের মধ্যে কার্পাসবস্ত্র বয়নকর্ম্মের বিশেষ অনুষ্ঠান হয় নাই (৭৭ পৃষ্ঠা)।

* আর্ম্মাণীয়া প্রথমে আরব ও পারস্যোপসাগরে আসিয়া ভারতীয় দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য করিতেন। খৃষ্টীয় ১৪৯৭ অব্দে কেপ্-অব্-গুড্‌হোপ্ দিয়া ইউরোপ হইতে ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে (৬৬ পৃষ্ঠা), পুরাতন পথে তাঁহাদের বাণিজ্য চলা ভার হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দে ইংরাজ্‌বণিক্‌দিগের সহিত তাঁহাদের একটী সন্ধি হয়, তাহাতে তাঁহারা ঐ নূতন পথেই বাণিজ্য করিতে স্বীকৃত হন। ঐ সন্ধির বলে তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া বাণিজ্য করেন।—*The Bengal and Agra Annual Guide and Gazetteer for* 1841, *Vol. I., Calcutta*, *pp.* 14—15.

---

* কর্ত্তন শব্দ আরবীয় ভাষায় বোধ হয় প্রথমে "কাট্‌না কাটা" অর্থেই ব্যবহৃত হয়, পরে কোন অধস্তন কালে কার্পাস অর্থে প্রচলিত হইয়াছে।

† "Omar, the successor of Mahomet, is described as 'preaching in a tattered cotton gown, torn in twelve places', and Ali, his fellow-fanatic, who became caliph after him, 'went on the day of his inauguration to the mosque, dressed in a thin cotton gown, tied round him with a girdle and a coarse turban on his head'."—*Ure's Cotton Manufacture of Great Britain, Vol. I., pp.* 86-87.

ওলোন্দাজদিগেরও (১৪৯ পৃষ্ঠা) প্রাচীন কলিকাতায় কুটী ছিল। যে স্থান এখনও "বাঙ্কশাল" ঘাট নামে প্রসিদ্ধ, তথায় তাঁহাদের কুটী ছিল। বাঙ্কশাল শব্দ ওলোন্দাজী "বঙ্কশল" শব্দের অপভ্রংশ। "বঙ্ক" অর্থে নদীর তীরবর্ত্তী কুটী, "শল" অর্থে কর বা টোল। নদীর তীরবর্ত্তী যে স্থানে মাস্থল আদায় হয়, তাহাকে বাঙ্কশাল বলে *। ওলোন্দাজেরা ঐ স্থানে বসিয়া পণ্যদ্রব্যাদির উপর মাস্থল আদায় করিতেন। যাঁহারা তাঁহাদের কাটীগঙ্গা (১৫০ পৃষ্ঠা) দিয়া বাহিয়া যাইতেন, তাঁহাদের ঐ স্থানে টোল দিতে হইত। ও দিকে আবার কল্‌কুল্যা নগরের উত্তরে তাঁহাদের ঐরূপ আর একটী কুটী ছিল †। তাঁহারা ঐ নদীর উভয় দিকে থাকিয়া বণিক্‌দিগের নিকট কর আদায় করিতেন; তখন কাটীগঙ্গা দিয়া বাণিজ্য চলিত। যখন ওলোন্দাজদিগের মাস্থল আদায়ের এত সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে, তখন, বোধ হয়, তাঁহারা নবাবের সহিত ঐ স্বর্থে চুক্তি করিয়া কাটীগঙ্গা কাটাইয়া দেন।

---

* "The term 'Banksoll' has always been a puzzle to the English in India. It is borrowed from the Dutch. The 'Soll' is the Dutch or Danish 'Zoll,' the English 'Toll.' The Banksoll was thus the place on the 'bank' where all tolls or duties were levied on landing goods."—*Early Records of British India. By J. Talboys Wheeler, Esq., Calcutta: 1878, page 196, foot-note.*

† "Along the River of *Hughly* there are many small Villages and Farms, interspersed in those large Plains, but the first of any note on the River's Side, is *Culcutta*, a Market Town for Corn, coarse Cloth, Butter, and Oil, with other Productions of the Country; above it is the *Dutch Bankshall*, a Place where their Ships ride when they cannot get farther up for the too swift Currents of the River."—*Hamilton's East Indies, Vol. II., page 6.* (কল্‌কুল্যা গেঁওখালির পরপারে।)

কালীঘাটের কালীদেবীর সেবাইত হালদারদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, অর্থাৎ বসুকদিগের গোবিন্দপুর পত্তনের ন্যূনাধিক পঞ্চাশ বৎসর পরে, যশোহরের অন্তর্গত খন্নিয়া-নিবাসী ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর পুত্র যাদবেন্দ্র স্বদেশ ছাড়িয়া গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। যাদবেন্দ্র ভবানীদাসের প্রথম পক্ষের সন্তান। ভবানীদাস দ্বিতীয় পক্ষে ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং ঐ বিবাহে রাঘবেন্দ্র নামে এক পুত্র জন্মে। ভুবনেশ্বর কালীঘাটস্থ কালীদেবীর আদি সেবাইত। সন্তান-সন্ততির মধ্যে তাঁহার ঐ একমাত্র কন্যা ছিল। অতএব তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার দৌহিত্র রাঘবেন্দ্রই তাঁহার সত্ত্বের অধিকারী হয়েন ও কালীদেবীর সেবা প্রাপ্ত হন। রাঘবেন্দ্র কালীঘাটেই অবস্থিতি করেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন *। দেড় শত

---

* "সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই গোবিন্দপুর ও তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরে সুতানটী (বর্ত্তমান হাটখোলা) দক্ষিণ বাঙ্গালায় বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। গোবিন্দপুরে শেঠ বসাক প্রভৃতি ধনাঢ্য বণিক্ সম্প্রদায়ীদিগের বাস ছিল। তাঁহারা সাতগাঁ ও অন্যান্য স্থানের বণিক্‌দিগের সহিত ব্যবসায়াদি চালাইতেন। ঐ বণিক্ সম্প্রদায়ীরা সকলেই বিষ্ণুউপাসক ছিলেন। ইহাদের ভক্তি ও যত্নে যাদবেন্দ্র গোবিন্দপুরে বাস করিয়া খনিয়ানের জ্ঞাতিগণের দুর্ব্ব্যবহার এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিলেন। পরিশেষে রাঘবেন্দ্রের পুত্রগণের মধ্যে রামগোবিন্দ ও রামশরণ প্রতিবেশীশূন্য কালীঘাট হইতে আসিয়া বহু জনাকীর্ণ গোবিন্দপুরে পিতৃব্য পুত্র রামকৃষ্ণের নিকট গিয়া বাস করেন।"—কালীক্ষেত্র-দীপিকা, ১৮৯১, ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

রাঘবেন্দ্রের পুত্রেরা কালীঘাটস্থ কালীদেবীর সেবাইত ছিলেন। তাঁহারা গোবিন্দপুরে আসিয়া অবস্থিতি করিলে তথাকার উপস্বত্ব হইতে

বৎসর গোবিন্দপুরে অবস্থিতি করিয়া, অর্থাৎ গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণের প্রয়োজন হইলে (১২৫ পৃষ্ঠা), রাঘবেন্দ্র ও যাদবেন্দ্রের অধস্তন পুরুষেরা কালীঘাটে উঠিয়া যান।

ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্যে বিপুল লাভ দেখিয়া, খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে লণ্ডন নগরে একটী নূতন ইংরাজ বণিক্ কোম্পানী সংঘটিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭০৬

ঐ দেবীর সেবার জন্য তাঁহারা যে কোন না কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়; তাহাতে কিন্তু বর্ত্তমান কালীঘাট ব্যতীত পূর্ব্বে কখন গোবিন্দপুর বা প্রাচীন কলিকাতায় ঐ দেবীর অধিষ্ঠানভূমি ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। যথায় এক্ষণে কালীদেবীর পীঠ, বা যথায় এক্ষণে কালীকুণ্ড চণ্ডীকাব্যরচনার পূর্ব্ব হইতে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৭৭ অব্দের পূর্ব্ব হইতে (১৩৯ পৃষ্ঠা) তথায় যে ঐ দেবীর অবস্থিতি ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না *। বর্ত্তমান কালীকুণ্ড এখন তত গভীর নাই, কিন্তু পূর্ব্বে উহা শিয়ালদা প্রভৃতির ন্যায় (১৪১ পৃষ্ঠা) অতি গভীর ছিল;—ভাগীরথীর মৃত্তিকা পড়িয়া ক্রমে বুজিয়া আসিয়াছে। ঐ কালীকুণ্ডের সম্মুখে আবহমান দেবীর মন্দির;—পূর্ব্বে কাঁচা ছিল, শত বৎসর হইল পাকা হইয়াছে (১১৯ পৃষ্ঠা)। যাত্রীরা পূজা উপলক্ষে ঐ মন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে অবতরণ ও স্নানাদি করিতেন (১২১ পৃষ্ঠা), এই জন্য ঐ ঘাট ঐ দেবীর নামানুসারে কালীঘট্ট বা কালীঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। পরে সমগ্র স্থানই কালীঘাট নামে আখ্যাত হইয়াছে।

হল্‌ওয়েল্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে লিখিয়াছেন যে, চৌরঙ্গীর রাস্তা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলে কালীঘাটে যাওয়া যায় (পশ্চাৎ দেখুন)। তিনি আবার খৃষ্টীয় ১৭৬৬ অব্দে লিখিয়াছেন যে, সেই কালীঘাটে কালীদেবীর অধিষ্ঠান †। এখনকার গ্রন্থাদিতে প্রাচীন কালীঘাট বর্ত্তমান

---

* "কালীঘাটে কালী বন্দ বড়াতে বেতাই।"

মনসার ভাসান, সর্ব্বদেব বন্দনা।

(চণ্ডীকাব্য রচনার সমকালে মনসার ভাসান গ্রন্থ বিরচিত হয়।)

† "Kali Ghat, an *ancient* pagoda, dedicated to Kali, stands close to a small brook, which is, by the Brahmins, deemed to be the original course of the Ganges."—*Holwell. Calcutta in the Olden Time—its Localities.*

অব্দে পুরাতন কোম্পানীর সহিত নূতন কোম্পানীর মিলন হয়। তখন নূতন কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা হুগ্‌লি হইতে কলিকাতায় উঠিয়া আসেন (পশ্চাৎ দেখুন)। ইতিপূর্ব্বে উভয় দলে বিবাদ থাকায় উভয়ের স্বার্থ হানি হইত; ঐ অব্দ হইতে তাহা নিবারিত হয়, এবং ফোর্ট্‌ উইলিয়াম্‌

সুতানুটী ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্ত্তী ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে *। কিন্তু প্রাচীন গ্রন্থাদি দ্বারা এ কথা সপ্রমাণ হয় না। ঐরূপ কালীঘাট হইতে আবার কলিকাতা গ্রামের নাম ও কলিকাতা শব্দের উৎপত্তি অবধারিত হইয়া থাকে †।

* "Calcutta (the Fort Flag Staff) is situated in Latitude North 22° 33′ and Longitude East 88° 19′, it is on the left bank of the River Hooghly, nearly 100 miles from the Sea. In 1698 it consisted of three small villages, Chuttanuttee, Kaleeghatta, and Govindpoor.

Chuttanuttee occupied the site of the present native town; Govindpoor stood where Fort William now is; and the European part of the city, including the site of the old Fort (now occupied by the Import Godown and Custom House,) is built within the precincts of Kaleeghatta."—*Statistical and Geographical Report of the 24-Pergunnahs District. By Major Ralph Smyth. Calcutta*. 1857; *page* 57.

† "*Calcutta*, the capital of Bengal, and the seat of the governor-general of the British dominions in the East Indies, is situated on the eastern bank of the river Hoogly, (the western arm of the Ganges) about 100 miles from the sea. Its name is derived from *Cutta*, a temple, dedicated by the Hindoos to *Caly*, the Goddess of Time, which was situate between the villages of Chuttanutty and Gobindpore, where the agents of the English East India Company, in 1690, obtained permission of Aurungzebe to establish a trading factory, which, in 1696, in consequence of the disturbed state of the province of Bengal, they were allowed to fortify"—*The London General Gazetteer Originally compiled by R Brookes, M D. Remodelled by John Marshall, Esq, London:* 1841, *under* "*Calcutta*"

খৃষ্টীয় ১৮১০ অব্দে প্রকাশিত ঐ গ্রন্থের একাদশ সঙ্কলনে ঐরূপ মতের কোন আভাস পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত আছে যে,

"The various events by which different places have been rendered remarkable, have been brought down to the latter end of the year 1799, except in such parts as were printed off before the events occurred"—*The General Gazetteer Originally written by R Brookes, M. D The Eleventh Edition, with considerable Additions and Improvements. London* 1810; *Advertisement.*

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐরূপ মত খৃষ্টীয় ১৭৯৯ অব্দের পর প্রবর্ত্তিত হয়, উহা আদিম মত নহে।

নামক সেই প্রাচীন দুর্গে (১২০ পৃষ্ঠা) ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈন্য নিযুক্ত হয়। তাঁহাদের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা রহিত হইয়া গেলে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। তখন তথায় বহুলোকের সমাগম হয়। তাঁহারা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস আরম্ভ করেন। তখন তথায় ১০ বা ১২ হাজার লোকের বাস ছিল। তন্নিবন্ধন সরকার বাহাদুরের জমীর আয়ও বৃদ্ধি হয়*। কিন্তু কলিকাতার ঐ শ্রীবৃদ্ধি অনেক দিন স্থায়ী হয় নাই। খৃষ্টীয় ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর রাত্রিকালে ভয়ানক ঝড় হয়, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও হইতে থাকে। গঙ্গার জল ৪০ ফুট্ বাড়িয়াছিল। তাহাতে ২০০ গৃহ পড়িয়া যায়, এবং ইংরাজদিগের প্রাচীন গিরিজার চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মাটিতে একেবারে বসিয়া যায়। ঐ রাত্রিতে বিস্তর ক্ষতিও হইয়াছিল। অনেক লোকের প্রাণ হানিও হয় †।

---

* ১১৯ পৃষ্ঠার শেষ উদ্ধৃতের পর—

"It may contain, in all, about 10 or 12000 Souls; and the Company's Revenues are pretty good, and well paid. They rise from Ground-rents and Consulage on all Goods imported and exported by *British* Subjects; but all Nations besides are free from Taxes."—*Hamilton's East Indies, Vol. II., page 18.*

† "In the night between the 11th and 12th of October (1757 *) there happened a furious hurricane at the mouth of the Ganges, which reached sixty leagues up the river. There was at the same time a violent earthquake, which threw down a great many houses along the river side; in Galgota (*i. e*, *Calcutta*) alone, a port belonging to the English, two hundred houses were thrown down, *and the high and magnificent steeple of the English Church sunk into the ground without breaking.* It is computed that 20,000 ships, barks, sloops, boats, canoes,

---

* *Misprint for* 1737.

খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের "হাঙ্গাম" আরম্ভ হয়। তাঁহারা বালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমুদয় স্থান বিলুণ্ঠন করেন। তাঁহারা ভাগীরথী পার হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলেও আসিয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতায় তাঁহাদের কোন উৎপাত হয় নাই। সেই জন্য অনেকে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় লয় (পশ্চাৎ দেখুন)।

খৃষ্টীয় ১৭৫৬ অব্দে যখন সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করেন, তখন অনেকে পলায়ন করেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরধিকার করেন। তখন আবার প্রজারা ফিরিয়া আসেন।

খৃষ্টীয় ১৭৬১ অব্দে শোভাবাজারের রাজবাটীর পত্তন হয়। মহারাজ নবকৃষ্ণ বসুকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠী রাস-বিহারী ও বিনোদবিহারীর নিকট আর্কট ২২৮৲ টাকা মূল্যে উহাঁদের অধিকৃত ২৸/৮ পরিমাণ জমী খরিদ করেন *।

&c. have been cast away. Of nine English ships, then in the Ganges, eight were lost, and most of the crews drowned. Barks of sixty tons were blown two leagues up into land over the tops of high trees; of four Dutch ships in the river three were lost with their men and cargoes; 300,000 souls are said to have perished. The water rose forty feet higher than usual in the Ganges."—*Gentleman's Magazine for 1738-9 In Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal; Calcutta: 1828; pages 182-183.*

* "Nobokissen had previously acquired the site of the family dwelling-house. On 7th March 1761 a pottah was granted him (as Nobokissen Beburtah) for 2 bighas 13 cottahs 8 chittacks of ground in Sootalooty, at a rent of Sicca Rs. 8-0-5. This ground was purchased from Ras Behari Set and Binod Behari Set for Arcot Rs. 228"—*Report on the Census of the Town of Calcutta, taken on the 6th April* 1876. *By H. Beverley, Esq., C. S.; page* 16, *footnote.*

কলিকাতার আয়তন ও বিভাগ।

(১১৮ পৃষ্ঠা দেখুন।)

বর্ত্তমান কলিকাতা প্রথমে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; এক ভাগের নাম গোবিন্দপুর, অন্য ভাগের নাম কলিকাতা বা প্রাচীন কলিকাতা। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগেব প্রাচীন কলিকাতায় বসতি হয় *। তাঁহারা তথায় আসিয়া স্বজাতীয় বৃত্তি অবলম্বন করেন, সেই জন্য উহার অধস্তন আখ্যা সূতালুটী হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। ইংরাজ-বণিকেরা ঐ সূতালুটী গ্রামে আপনাদিগেব বাণিজ্য-কুটী বা প্রাচীন ফোর্ট্ উইলিয়াম্ নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। যে স্থানে এক্ষণে জেনারেল্ পোষ্ট্ আফিস্, কষ্টম্ হাউস্ ও ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আফিস্ আছে, ঐ স্থানে তাঁহাদের ঐ কুটী বা দুর্গ ছিল। তাঁহাদের প্রাচীন লিপি সকলে ঐ স্থান সূতালুটী বলিয়াই উক্ত আছে (১২০ পৃষ্ঠা) †। অধস্তন

---

* খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে যখন যব চার্ণক্ কলিকাতায় অবতীর্ণ হন, তখন চাঁদপাল ঘাটের সন্নিকটে তন্তুবায়দিগেব বাস ছিল।—*Calcutta in the Olden Time—its Localities.*

† A. D 1702—"In the deed of union by which two Companies were hereafter to take the name of 'the united Company of merchants trading to the East Indies,' the factories of the old Company are thus detailed.

*　　　　*　　　　*　　　　*

'Fort William: Chuttanuttee, (*Calcutta* not yet specified it seems,) Balasore, Cassim Bazar, Dacca, Hoogly, Malda, Rajhmahal, and Patna; also the Island of St Helena'"—*Bruce. In Bengal and Agra Gazetteer, Vol. II., Part II., page 399.*

কালে সূতালুটী আখ্যা প্রাচীন কলিকাতার কেবল উত্তরাংশের উপর আবদ্ধ হয়। তাহার কারণ বোধ হয় যে, পুরাতন ইংরাজ বণিক্ কোম্পানীর সহিত নূতন কোম্পানীর সম্মিলন হওয়ায় তাঁহাদের স্থানাভাবে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশ হইতে, অর্থাৎ যথায় তাঁহাদেরও বসতি হয়, তথা হইতে তন্তু-বায়েরা উঠিয়া যায় *। তন্তুবায়েরা তথা হইতে উঠিয়া গেলে সূতালুটী আখ্যা আর তথায় সংলগ্ন না হওয়ায় ক্রমে তাহার ঐ নাম ঘুচিয়া গেল,—তখন ঐ নাম প্রাচীন কলি-কাতার কেবল উত্তরাংশের উপর আবদ্ধ রহিল। প্রাচীন কলিকাতা এইরূপে, বোধ হয়, ক্রমে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে; যথা, কলিকাতা ও সূতালুটী †।

---

* খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ হইতে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশ সূতালুটী নামে আখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ৮ই জুন্ হইতে ঐ স্থান আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রাচীন আখ্যায় অর্থাৎ কলিকাতা নামেও বিখ্যাত হয়। তৎপরে আবার দেখা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দে উহা সূতালুটী বলিয়াও উক্ত হইত (১৫৯ পৃষ্ঠা)।

খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দে পুরাতন ও নূতন ইংরাজ বণিক্ কোম্পানীদ্বয়ের সম্মিলনের প্রস্তাব হইয়া খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে উভয় কোম্পানী একীভূত হয়। তখন নূতন কোম্পানী হুগ্‌লি হইতে প্রাচীন কলিকাতায় বা সূতালুটী গ্রামে আপনাদিগের কুটী উঠাইয়া আনেন *। তাঁহারাও ঐ অঞ্চলে বিস্তা-রিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের স্থান অপ্রতুল হওয়ায়, বোধ হয়, তন্তু-বায়েরা তথা হইতে উঠিয়া যায়।

† ভ্যান্‌ডেন্ ব্রক্ সাহেবের পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রে (১২২ পৃষ্ঠা) কলিকাতা ও সূতালুটী, উভয় আখ্যাই দৃষ্ট হয়। বরাহনগরের অব্যবহিত পরে সূতা-লুটী, এবং সূতালুটীর পর একটী নদী ও দুইটী নগরের উল্লেখ করিয়া তিনি

---

* "Sir *Edward Littleton* was Agent and Consul for the new Company at *Hughly*, when this Union of the Companies was made, and then he was ordered to remove his Factory to *Calcutta*."—*Hamilton's East Indies, Vol. II.*, page 9.

যে কারণেই হউক্, গোবিন্দপুর লইয়া গণনা করিলে বর্ত্তমান কলিকাতা অধস্তন কালে তিন ভাগে বিভক্ত হয়; যথা, কলিকাতা, সূতালুটী * ও গোবিন্দপুর। খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে

কলিকাতার উল্লেখ করিয়াছেন *। তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণে যেরূপ ভ্রম দেখা যায়, তাহাতে কেবলমাত্র তাঁহার বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া সূতালুটী ও কলিকাতার তৎকালীন পরস্পর আয়তন বা অধিষ্ঠান ভূমি কিছুই ধার্য্য করা যায় না। তাঁহার পরবর্ত্তী কালের প্রমাণ লইয়া বিচার করিলে তাঁহার সময়ে সূতালুটী প্রাচীন কলিকাতার একটী সাধারণ নাম বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। তিনি, বোধ হয়, ভ্রমবশতঃ উল্লিখিত মানচিত্রে কলিকাতার উভয় আখ্যাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। না হয় বলিতে হইবে যে, তাঁহার সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে বরাহনগরের নিজ দক্ষিণে সূতালুটী নামে একটী স্বতন্ত্র গ্রাম ছিল। ঐ অব্দের পরও খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দের পূর্ব্বে (১৫৯ পৃষ্ঠা), তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। সেই জন্য পরে সমগ্র প্রাচীন কলিকাতাও সূতালুটী নামে আখ্যাত হয়; কারণ খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত (১২০ পৃষ্ঠা), এমন কি, খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দ পর্য্যন্ত (১৫৯ পৃষ্ঠা) প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশও যে ঐ নামে আখ্যাত ছিল, পূর্ব্বে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে আবার প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশের ঐ আখ্যা বিলোপ হইয়া যায়; তখন বরাহনগরের দক্ষিণবর্ত্তী গ্রামের ঐ প্রাচীন আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে।

* এখনকার সূতালুটী শোভাবাজারের রাজবংশীয়দিগের (১৫৮ পৃষ্ঠা) অধিকৃত তালুক †। তাঁহারা প্রজাদিগের নিকট কর আদায় করিয়া থাকেন।

---

* Barrenger (Barahanagar), Soelanotti (Sutaluti), Varkens Spruyt or Varkens river, Chandarnagar, Tannengad, and Collecatte (Calcutta) — *Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. 1, page 376*

† "Mr Millett in his minute on the revenues of Calcutta, dated 20th September 1848, gives the following account of the origin of this talook. He states that in 1769, talook Nowpara, in the district of Moorshedabad (Nuddea?) was conferred on Rajah Nobokissen, but the ex-talookdar recovered possession, and the grant had to be rescinded. Baboo Nobokissen then pointed out 'Sootanutty, Bagh Bazar, and Hoogulcundy in Calcutta, and its sayer.' This was agreed to, and a sunnud was given him on 23rd January 1778 It seems that the inhabitants objected to have any zemindar over them other than the Company, but the Government replied that Nobokissen would not exercise any other rights than those already in force. The petitioners were not satisfied, however, and so, at Nobokissen's suggestion, the grant ultimately took the form of a perpetual lease. The deed was prepared under Hasting's special directions The rent was originally Sicca Rs 1,237-13-10, but owing to a deduction of Sicca Rs. 277 on account of sayer, since abolished, it now

ইংরাজেরা আরঙ্গজীব বাদশাহের পৌত্র আজীম্ ওসানের অনুমত্যনুসারে ঐ তিন খানি গ্রাম ক্রয় করেন *। আজীম্ ওসান্ এ বিষয়ে যে সনন্দপত্র প্রদান করেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে সম্রাট্ ফরক্সিয়ার্ যে সনন্দপত্র খানি দেন, তাহা এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহাতে ওগুলির নাম, ও ওগুলির ক্রয়ের বিষয় উল্লিখিত আছে †।

* "This avaricious disposition" (i e, of Azim-Oo-shan, grandson of Aurengzebe) "the English plied with presents, which in 1698 obtained his permission to purchase from the Zemindar, or Indian proprietor, the towns of Soota-nutty, Calcutta, and Govindpore, with their districts, extending about three miles along the eastern bank of the river Hughley, and about one mile inland: the prince, however, reserved the annual fine of 1,195 rupees, which this ground used to pay to the Nabob of the province."—*Orme's History of Indostan, Vol. II., p.* 17.

এখানে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যে, খৃষ্টীয় ১৬৯৮ অব্দে যখন ইংরাজেরা কলিকাতা, সূতানুটী ও গোবিন্দপুর ক্রয় করেন, তখন শিমুলিয়া, মলঙ্গা, মৃজাপুর ও হোগলকুঁড়িয়া তাঁহাদের হস্তগত হয় নাই (পশ্চাৎ দেখুন)। ওগুলিতে তখন লোকের বসতি না থাকায়, ওগুলি, বোধ হয়, তখন প্রাচীন কলিকাতা বা গোবিন্দপুরের (১১৮ পৃষ্ঠা) অন্তর্নিবিষ্ট ছিল না। শিমুলিয়ায় শিমুল (তুলার) গাছের বন ও হোগলকুঁড়িয়ায় হোগলার বন ছিল; মলঙ্গায় লবণ প্রস্তুত হইত, এবং মৃজাপুরে জলাভূমি ছিল। অধস্তন কালে ওগুলিতে লোকের বসতি হওয়ায়, ওগুলি ও আর কতকগুলি সমেত প্রাচীন কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম "কলিকাতা জমীদারী" বা "কলিকাতা নগর" নামে আখ্যাত হয়।

† "They have also represented to the most holy and exalted court, * * * 'that there is a factory of the Company established at *Calcutta*, that the talookdary of *Calcutta, Sootanutty*, and *Govindpore* in the district of the Purgunneh of *Ameerabad*, &c of the Subah of *Bengal*, which is of the zemindars of old, yields annually the sum of one thou-

stands at Company's Rs 1,024-14-4 It is believed that from the opposition referred to and other causes, the property has never proved very profitable to the Sobha Bazar family When the Strand Road was constructed, the talookdars claimed twenty lakhs, and the suit regarding it lasted for twenty years, when it was compromised by the payment of three lakhs"—*Beverley's Report on the Census of Calcutta*, 1876, *page* 16, *foot-note*.

পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস-বেত্তা অর্ম্মি সাহেব (১৪৬ পৃষ্ঠা),
যিনি খৃষ্টীয় ১৭৪৩ অব্দে কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মে নিযুক্ত

sand one hundred and ninety-five rupees, and six annas, and there are thirty-eight villages, whereof the amount of eight thousand one hundred and twenty-one rupees, and eight annas, is the settled revenue according to the stipulation; they request therefore, that they may be also indulged with the talookdary agreeably to the stipulation, and pay the amount thereof, year by year, into the treasury '—The order replete with justice is therefore issued, that credit be given to the copy under the seal of the kazy of kazys, and that they remain with the villages which they have bought, according to former custom; and moreover, agreeably to their petition, we are graciously pleased to permit, that they purchase the talookdary from the owners, and that the dewans of the Subah may pass the same."
—*Extract from a Literal Translation of the Original Firmaun granted by the Emperor Furrukhseer, to the English East India Company on the 6th January*, 1717. *In Bolt's Considerations on India Affairs; Part II., Vol. III*, *page* 6.

যে স্থানে ইংরাজদিগের বাণিজ্যকুটী সংস্থাপিত ছিল, তাহা এই সনন্দপত্রে কলিকাতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাই আবার সুতালুটী বলিয়া উপরি সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব যখন কুটী একটী, এবং ঐ কুটী প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে সংস্থাপিত ছিল, তখন সুতালুটী প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশের অন্য নাম বই আর কি বলা যাইতে পারে? কাপ্তেন্ আলেকজান্দার্ হামিল্টন্ সাহেব, যিনি খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭২৩ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ঐ কুটী সংস্থাপনের ১৫।১৬ বৎসর পরে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে তথায় গিয়া বৎসরাবধি বাস করেন। তিনি যে দুর্গের বিষয় লিখিয়াছেন (১১৯ পৃষ্ঠা), তাহা এই সনন্দপত্রোক্ত কুটী*, পরিমাণে ৪০

* "Mr *Channock* choosing the Ground of the Colony, where it now is, reigned &c"—*Hamilton's East Indies, Vol II*, *page* 8.

খৃষ্টীয় ১৬৯২ অব্দের জানুয়ারি মাসে যব চাণকের মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে যে ঐ কুটীর স্থানাদি সকলই অবধারিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল (১৫১ পৃষ্ঠা), এবং তথায় একটী বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। কাপ্তেন্ আলেক্জান্দার্ হামিলটন্ সাহেব বলেন যে, ঐ বৃক্ষের তলায় যব্ চার্ণক্ আপন কুটী সংস্থাপন করেন। তিনি লিখিয়াছেন——

A D 1690.—"Mr *Job Channock* being then the Company's Agent in *Bengal*, he had Liberty to settle an *Emporium* in any Part on the

হইয়া একাদিক্রমে নয় বা দশ বৎসর ঐ কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনায় জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে কলিকাতা জমীদারীতে খাজনা আদায়ের বিষয়ে

বিঘা *। ঐ কুটী পশ্চাৎ দুর্গ রূপে পরিণত হয়। বাগবাজারে ইংরাজদিগের যে একটী সামান্য দুর্গ ছিল, তাহা সেই বিচার্য্যমাণ দুর্গ নহে। তাহা খৃষ্টীয় ১৭৫৪ অব্দে নির্ম্মিত †। তদবধি, বোধ হয়, তত্রত্য বাজার উঠিয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে যেরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশ হইতে উঠিয়া যায় (১৬০ পৃষ্ঠা), কিন্তু, তাহাও আবার এই বিচার্য্যমাণ সনন্দপত্রের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের পূর্ব্বে বলিতে হইবে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশের উপর সুতালুটী আখ্যা অর্পিত হয়, ও খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উহার ঐ আখ্যা বিলোপ হইয়া যায়। তখন হইতে উহার কলিকাতা আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে। সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশের সুতালুটী আখ্যাও রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়াছিল (১৬১ পৃষ্ঠা)।

River's Side below *Hughly*, and for the sake of a large shaddy Tree chose that Place, tho' he could not have chosen a more unhealthful Place on all the River, for three Miles to the North-eastward, is a Salt-water Lake that overflows in *September* and *October*, and then prodigious Numbers of Fish resort thither, but in *November* and *December* when the Floods are dissipated, those Fishes are left dry, and with their Putrefaction affect the Air with thick stinking Vapours, which the North east Winds bring with them to Fort *William*, that they cause a yearly Mortality One Year I was there, and there were reckoned in *August* about 1200 *English*, some Military, some Servants to the Company, some private Merchants residing in the Town, and some Seamen belonging to Shipping lying at the Town, and before the Beginning of *January* there were four hundred and sixty Burials registered in the Clerk's Book of Mortality"—*Hamilton's East Indies, Vol II*, *pp* 7—8.

সময়ে সময়ে ঐ স্থানে মহামারী হইত। কিন্তু প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে ঐ স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ছিল। এই জন্য উহার মধ্যে ঐ স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।

* "They have likewise represented. 'That there are established factories of the Company in *Bengal*, *Bahar*, and *Orissa*, and as they want to settle other factories in various places, they are in hopes, that wherever they establish a factory, they may be favoured from the Sircar with forty begas of ground for their factories'"—*Extract from a Literal Translation of Furrukhseer's Original Firmaun.*

† "Messrs. Wells and Drake now send in their account Expenses of the Fortifications at Bagbazar for the Month of December 1754, amounting to M Rs 338-6-9

Agreed, the President to pay the same out of the Cash"—*Consultations, January 13th*, 1755 *In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I*, *page* 55.

বিশৃঙ্খলা ঘটায় সরকার হইতে তাঁহার নিকট ব্যবস্থা লওয়া হয়। তিনি ঐ জমীদারীকে ভিন্ন ভিন্ন জিলায় বিভক্ত করিবার পরামর্শ দেন *। তৎপরে উল্লিখিত জমীদারীকে চারিটী জিলায় বিভক্ত করা হয়। তাহাদের নাম; যথা, ডিহি-কলিকাতা †, গোবিন্দপুর, সূতালুটী ও বাজার-কলিকাতা। সুপ্রসিদ্ধ হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের গ্রন্থে ঐ সকল বিভাগের পরিমাণাদি বিবৃত আছে। তিনি লিখিয়াছেন——

"The town of Calcutta is divided into four principal districts, under the denominations of *Dee Calcutta*, (under which *John Nagore* * is included) *Govindpoore*, *Soota Nutty*, and *Bazar Calcutta*; to each of which, and to the great Bazar, are appropriated a distinct Cutcherry, whose accounts are all transmitted to, and center in the great Cutcherry of Dee Calcutta These four districts contain 5472½ Bega of ground, (each containing 20 Cotta) on which the Company receive ground-rent at 3 Sicca Rupees per Bega per annum, some few places excepted, hereafter to be specified, which pay a less rent. Exclusive of the above 5472½ Bega, the Company possess 733 Bega, which pay no ground-rent.

Within the Company's bounds, there is also ground possessed by proprietors, independent of our Government, to the amount of about 3050 Bega, according to the exactest estimate I can at present make, *viz.*

---

* Orme's Historical Fragments, &c , to which is prefixed an Account of the Life and Writings of the Author: London; 1805, pp viii—ix.

† "ডিহি" পারসী "দেহ্‌" শব্দ, অর্থ গ্রাম; যথা,—

"*Dhee* The ancient limits of any village or parish; thus, Dhee Calcutta, means only that part which was originally inhabited."—*Explanation of Words in the Grant, for the free Tenure of the Town of Calcutta. In Treaties and Grants, from the Country Powers, to the East India Company; 1774: page* 105.

---

* "The outtowns of Banian Pooker, Puggla Danga, Tenggra and Dulloud, obtained first a place in the revenues, June anno 1746, under the general head of John Naggore."—*Holwell's India Tracts, page* 161.

The district of	Simlea	...	1000
	Molunga	...	800
	Mirzapoor	...	1000
	Hogulcourea	...	250
		B.	3050

These 3050 Bega, calculated agreeably to the *foregoing* proportion, will be found to contain 5267 houses; which, added to those under the Company's protection, will make the whole amount of houses 14718. I add them together, because they equally contribute to the consumption of those articles, on which the Company's revenues arise. The independence of the above 4 districts arose from the towns originally belonging to different proprietors; and when the Phirmaund gave us a grant to purchase these towns, with the restriction of satisfying the Zemindars, some of them could not be prevailed upon to alienate them: so that in consequence they have remained distinct and independent ever since." * —*Holwell's India Tracts, pp* 139—140.

* সিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রাম বা নগর গুলি তাবৎকাল হস্তান্তর না হইবার কারণ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা,—

"When Mr Surman (head of the embassy sent by the Company to the emperor Farrucseer, to solicit the last phirmaund, and explanation of former grants) was on his return to Fort William, he pitched his tents in the neighbourhood of Moorshadabad, and having acquired from the Emperor a title and rank in the list of Omrahs, something superior to that which Jaffier Khan (then Suba of Bengal) bore, Mr Surman expected the first visit—Jaffier Khan allowed Mr Surman's superior title, but considering himself in rank the third Suba of the empire, and Vice-Roy of Bengal confirmed from court, thought the dignity of his post demanded the first visit from Mr. Surman frequent messengers passed between them, touching this ceremonial, for the space of three days, but neither stooping, Mr. Surman struck his tents, and returned to Calcutta—Thus an injudicious punctilio in Mr Surman destroyed all future cordiality with a man, on whom (from the nature and power of his post) so much depended, for the due execution of those phirmaunds granted by Farrucseer

We grant, that in the original phirmaunds to the Company, there was a general liberty of trade given, without any exemption of particulars; but when this general trade, as well inland as exports and imports, continued to be exercised by the servants of the Company as formerly, Jaffier Khan presently manifested the resentment he had conceived against the English at Mr Surman's behaviour to him; and though his predecessors had been troublesome on this head, yet he went much further.

যখন হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব উপরি উদ্ধৃত লিপি খানি লিখেন, তখন, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে, কলিকাতা জমীদারী পরিমাণে সর্ব্বশুদ্ধ ৯২৫৫।৷০ বিঘা ছিল *। তন্মধ্যে

---

* খৃষ্টীয় ১৭৯৪ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার যে চতুঃসীমা অবধারিত হয়, তাহাই এতাবৎকাল বর্ত্তমান কলিকাতা বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। উহা তখন পরিমাণে (১৫১১৫।৩॥৵।২৭) পোনের হাজার একশত পোনের বিঘা, আট কাঠা, দশ ছটাক ও সাতাইস্‌ ফুট্‌ ছিল *।

His first operations were, refusing us the right of coinage, and spiriting up the Zemindars, proprietors of the 37 villages on the other side the Ganges; both ceded to the Company by the phirmaund These Zemindars kept up their demands so high, and started so many difficulties with regard to parting with their lands, that the Company have never got possession of them to this day from the same cause, their presidency of Fort William was eternally incommoded by a vexatious government's jurisdiction in the very heart of Calcutta, known by the names of Molungah, Simlea, &c"—*Holwell's India Tracts, pp* 279—280

জাফিয়াব খাঁ ইতিহাসে মুর্সেদ কুলি খাঁ নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ও তৎপরবর্ত্তী নবাবেরা বিচার্য্যমাণ নগর চতুষ্টয়ের হস্তান্তর বিষয়ে প্রতিকূলাচরণ করেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের জুন্‌ মাসে, যখন সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্য-চ্যুত করিবার পরামর্শ হয়, তখন মিরজাফর বাহাদুর ওগুলি দিতে স্বীকার করেন। মিরজাফরের অপর নাম জাফিয়াব্‌ আলি খাঁ। তিনি অনারেবল্‌ ইষ্ট্‌ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের সহিত তখন যে সন্ধি করেন, তাহাতে লিখিত আছে——

"Within the ditch, which surrounds the borders of Calcutta, are tracts of land, belonging to several Zemindars, besides this I will grant the English Company six hundred yards without the ditch"—*Article VIII of the Treaty with Jaffier Ally Khan, in June,* 1757. *In Treaties and Grants, page* 75.

* "AREA OF CALCUTTA.

"As comprised within the limits of the jurisdiction of the Supreme Court.

	Biggahs.	Cottahs.	Chittacks	Feet.
1st—Within the limits of the jurisdiction of the Commissioners for the Improvement of Calcutta under Act XVI of 1847, ..	10,953	9	8	44
2nd—The Maidan, with its enclosures, *viz*., the Cathedral, the Jail, &c, and also Cooly Bazar, ...	3,564	11	6	29
3rd—Fort William, ...	521	7	3	32
4th.—Tolly's Nullah, west of Allipore Bridge, . .	76	0	7	12
Total Area of Calcutta, ..	15,115	8	10	27

Or in Square Miles, 7 80755843,

Or 7 Square Miles, 516 Acres, 3 Roods, 13 Rods, 28 Yards."—*Simm's Report, page* 3.

কোম্পানী বাহাদুরের ৬২০৫॥০ বিঘা, ও অপরাপর জমীদার-দিগের ৩০৫০ বিঘা। খাজনা আদায়ের সুবিধার জন্য ঐ জমীদারী উল্লিখিত চারিটী জিলায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে বাজার-কলিকাতা, অর্থাৎ বর্ত্তমান "বড়বাজার" ডিহি-কলিকাতার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল *। অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে বর্ত্তমান কলিকাতার যে তিনটী বিভাগ ছিল, খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে তাহাই রহিল। তবে আয়তন পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। জন্‌নগর ডিহি-কলিকাতার অন্তর্নিবিষ্ট হয় (১৬৫ পৃষ্ঠা)। এ দিকে ডিহি-কলিকাতা চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়। কারণ হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব লিখিয়াছেন যে, চৌরঙ্গীর রাস্তায় ডিহি-কলিকাতার বাজার বসিত †।

লাল-বাজার, জান্‌-বাজার, শ্যাম বাজার, প্রভৃতি বাজার-গুলি ডিহি-কলিকাতার অন্তর্বর্ত্তী ‡, ও হাট-খোলা,

---

* "Buzar Calcutta, commonly called the Great Buzar"—*Holwell's India Tracts, page* 122.

"The Great Bazar, under the district of Dee Calcutta"—*Do. page* 144

† "Dee Calcutta Market is held in the Chourangey Road, leading to Collegot. Articles and Duties as in other Markets already specified. The duty on the Roads had its rise on this occasion Collegot Market and Govindpoore Market being held both on a Saturday, numbers of the tenants resorting to Collegot Market, to the injury of that at Govindpoore, it was found necessary to check this resort, or counterbalance it, by levying a tax on every article imported from Collegot, in proportion to that levied on the same articles at Govindpoore Market"—*Do pp* 147—148.

‡ "*Loll Buzar*, and *Santose Buzar*, situated in the district of Dee Calcutta"—*Do page* 146

"*John Buzar*, and *Bntholla Buzar*, situated in Dee Calcutta."—*Do. page* 148

"*Sam Buzar*, and *New Buzar*, both situated in Dee Calcutta."—*Do. page* 148.

বাগ্-বাজার, শোভা-বাজার, ধোপাপাড়া-বাজার প্রভৃতি বাজারগুলি সুতালুটীর অন্তর্গত *। শেষোক্ত বাজারটী সুতালুটীর দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান ধোপাপুকুর বা চড়কডাঙ্গায় ঐ বাজার বসিত।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রাচীন কলিকাতা, অর্থাৎ চণ্ডীকাব্যোক্ত কলিকাতা (১১৮ পৃষ্ঠা) খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৬৪ পৃষ্ঠা) দুই ভাগে বিভক্ত হয়; যথা ডিহি-কলিকাতা ও সুতালুটী (১৬০ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও ১৭১৭ অব্দের মধ্যে তন্তুবায়েরা ডিহি-কলিকাতা হইতে উঠিয়া গেলেও, লোকের অবশ্য স্মরণ ছিল যে, প্রাচীন কলিকাতার মধ্যে ঐ স্থানে প্রথম বসতি হয়। এ বিষয়ের প্রমাণ "ডিহি" শব্দ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। ডিহি অর্থে যথায় প্রথম বসতি (১৬৫ পৃষ্ঠা)। এই বসতির অবান্তর সম্বন্ধবশতঃ অধস্তন কালে ঐ স্থান ডিহি-কলিকাতা

---

* "Soota Nutty market, and Suba Bazar, have been generally held by the same person, as the one may be called the key to the other: and if in different hands, would occasion endless disputes; the articles on which a duty is collected in Suba Bazar are nearly the same as in the market, though in a less quantity, and in a more retail way.

7th. Connected with the foregoing Market and Bazar, are the following seven farms; for they have been generally, for the above reasons, held by the same person, as being all in the district of Soota Nutty, though sold separately, and now in one lot, *viz.* Baag Bazar Market, Baag Bazar, Charles Bazar Market, Charles Bazar, Doobaparah Bazar, Hautcolla Bazar, and Soota Nutty's burthen'd Oxen."—*Holwell's India Tracts, page* 143.

(হল্ওয়েল্ সাহেবের গ্রন্থ সমালোচনায় অবগত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দে সুতালুটী, গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলিকাতার অন্তর্নিবিষ্ট বাজারগুলি প্রথমে জমা দেওয়া হয়।)

নামে আখ্যাত হয়। যে খাল পূর্ব্বে চাঁদপালের ঘাট হইতে ওয়েলিঙ্গ্‌টন্ ইস্কোয়ারের ট্যাঙ্ক * দিয়া বেলেঘাটায় পতিত হইত (১২০ পৃষ্ঠা), উহাই গোবিন্দপুর ও ডিহি-কলিকাতার † অন্তর্ব্বর্ত্তী সীমা ছিল। বর্ত্তমান বড়বাজারের উত্তরে আর একটী খাল বা নদী ছিল। ঐ খাল যোড়াসাঁকোর মধ্যদিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে মেছুয়াবাজারের রাস্তায় প্রবাহিত ছিল ‡, উহাই ডিহি-কলিকাতা ও বর্ত্তমান সূতালুটীর

---

* খৃষ্টীয় ১৭৩৭ অব্দে যে ভয়ানক ঝড় হয় (১৫৭ পৃষ্ঠা), সেই ঝড়ে ওয়েলিঙ্গ্‌টন্ ইস্কোয়ারের সন্নিকটে একখানি ডিঙ্গা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাতে ঐ স্থানের নাম "ডিঙ্গাভাঙ্গা" হয়। উহার অন্য নাম "বেপারী-টোলা"।

† বর্ত্তমান বড়বাজার ডিহি-কলিকাতার উত্তরাংশে অবস্থিত (১৬৮ পৃষ্ঠা)। সেণ্ট্ জনেস্ গিরিজা উহার দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ঐ গিরিজা খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে নির্ম্মিত হয়। উহা আদিতে গোবস্তান ছিল *। তথায় যব্ চার্ণকের গোর আছে (১৬৩ পৃষ্ঠা)। ঐ গোবস্তানের দক্ষিণ দিয়া চাঁদপালের ঘাট হইতে বিচার্য্যমাণ খালটী প্রবাহিত ছিল।

ফরাসী ভাষায় মাথার খুলি রাখিবার স্থানকে অর্থাৎ গোবস্থানকে "গলগোটা" (Galgota, ১৫৭ পৃষ্ঠা) বা "গোলগোথা" (Golgotha) বলে। পূর্ব্বে আবার কলিকাতায় মহামারী হইত (১৬৪ পৃষ্ঠা)। এই জন্য ইংরাজদিগের তত্রত্য কুটী পূর্ব্বে "গোলগোথা" নামে আখ্যাত ছিল †।

‡ ঐ খাল বুজাইয়া মেছুয়াবাজারের রাস্তা প্রস্তুত হয়। এই জন্য ঐ রাস্তা এত নাবাল ‡। তত্রত্য "বসাক দিঘি" ঐ খালের অংশ মাত্র। তাহাও এক্ষণে বুজাইয়া "মার্কাস্ স্কোয়ার" (Marcus Square) হইয়াছে।

---

* A D 1783.—"The Maha Rajah Nobkissen presented, in addition to the old Burying Ground, six biggahs and ten cottahs of the adjoining land, as the Durkhaust specifics, in Mowzah Dhee Calcutta This was the spot on which the Old Magazine stood, and which, with the old Burying Ground, was once the cemetery of St John's"—*Sketches of Bengal, p.* 187.

† A D 1702—"The next Morning we pass'd by the *English* Factory belonging to the old Company, which they call GOLGOTHA, and is a handsome Building, to which they were adding stately Warehouses" —*Voyage to the E Indies by Le Sieur Luillier, E. T* 1715, *page* 259. *In Yule and Burnell's Anglo-Indian Glossary, under the word "Calcutta"*

‡ "The lowest part of Calcutta is in Machowa Bazar Street, where it is 18·01 *feet above the Zero of the Tide Gauge at Kyd's Dock, Kidderpore*"—*Simm's Report, page* 78 (ঐ খালের ধারে মেছুয়াদিগের বাস ছিল।)

অন্তর্বর্ত্তী সীমা ছিল। যোড়াসাঁকোর কাছে ঐ খাল সঙ্কীর্ণ ছিল। পারাপারের নিমিত্ত ঐ স্থানে দুইটী পোল বা সাঁকো নির্ম্মিত হয়। ঐ দুই সাঁকোর জন্য ঐ স্থানের ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। ১৫। ১৬ বৎসর হইল তথায় ড্রেন্ খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইষ্টক-নির্ম্মিত যোড়া সাঁকোর নিদর্শন পাওয়া যায়। যোড়া-সাঁকো হইতে আবার ঐ খাল পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া বর্ত্তমান পাথরিয়াঘাটার * দক্ষিণ দিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল।

---

* হলওয়েল্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে পাথরিয়াঘাটার উল্লেখ করিয়াছেন। তথায় পাথর-বাঁদান ঘাট ছিল, তাহাতেই সমগ্র স্থানের ওরূপ আখ্যা। ঐ ঘাট বসুকদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের পূর্ব্বে যখন বসুকেরা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন (১৪৬ পৃষ্ঠা), তখন বলরাম ও রঘুনাথ পাথরিয়াঘাটায় বসতি করেন। তদ্বংশীয়েরা এখনও তথায় বাস করিতেছেন। বলরাম ও রঘুনাথের আবার "হাওয়ালাদার" উপাধি ছিল। গোবিন্দপুরের স্থাপন-কর্ত্তা বসুকবংশীয়দিগের মধ্যে কেবল চারিজনে ঐ উপাধি ধারণ করেন। তদ্বংশীয়দিগের মধ্যে এখনও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে।

বর্ত্তমান "হালদার" বা "হাল্দার" উপাধি "হাওয়ালাদার" উপাধির অপভ্রংশ মাত্র, এবং হাওয়ালাদার উপাধি "হাওয়ালা" নামক বন্দোবস্ত হইতে উৎপন্ন। হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত "জমীদারী" বন্দোবস্তের অধস্তন। "হাওয়ালা" আরবী শব্দ, অর্থ "বিশ্বাস," এবং তাহা হইতে কাহারও উপর যে কোন বস্তুর ভার অর্পিত হয়, সেই বস্তুকেও হাওয়ালা বলে। "দার" পারসী শব্দ, সংস্কৃত "ধর" শব্দের অপভ্রংশ। এতদনুসারে—যাহাকে বিশ্বাস করিয়া হাওয়ালার ভারার্পণ হয়, সেই ব্যক্তিকে হাওয়ালাদার বলে। বিশ্বাস ঐ শব্দের ভিত্তি-স্বরূপ।

মুর্সেদ্ কুলি খাঁ (১৬৭ পৃষ্ঠা) খৃষ্টীয় ১৭২২ অব্দে জমীদারদিগকে "নান্-কর," "বন-কর" ও "জল-কর" দিয়া তাঁহাদের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া আপন খাসে রাখেন, তাহাতে হাওয়ালা নামক বন্দোবস্তই সর্ব্বোচ্চ বন্দোবস্ত হইয়া উঠে। বলরামাদি মুর্সেদ্ কুলি খাঁর সাময়িক লোক। তাঁহাদের হাওয়ালা নামক বন্দোবস্ত ছিল, এই জন্য তাঁহারা হাওয়ালাদার নামে পরিচিত হন। খুলনা পরগণার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এবং যশোহর পরগণার অন্তর্গত বাগেরহাট সব্‌ডিভিজনের মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্যাপি

ঐ খালের উত্তর ধারে, অর্থাৎ মালাই বা মালা-পাড়ায় মালাই বা দাঁড়ীমাঝীদিগের বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে যখন পাড়া

ঐ উপাধি ঐরূপ অবিকৃত ভাবেই ব্যবহৃত আছে।—(Dr. Mouat's Report on the Jails of the Lower Provinces of the Bengal Presidency for 1868, Vol. II., pages 149—150.)

প্রায় দেড়শত বৎসর হইল হাওয়ালাদার উপাধি "হাভিল্দার" রূপে বিকৃত হইয়া সৈনিক পুরুষ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহাতেই হালদার উপাধি হাভিল্দার উপাধির অপভ্রংশ বলিয়া ভ্রম হয়। হাভিল্দার উপাধির উৎপত্তি ও অর্থ বিষয়ে; যথা,—

"Havildar, s. Hind. *havildar.* A sepoy non-commissioned officer, corresponding to a sergeant, and wearing the chevrons of a sergeant. This, dating from about the middle of the last century, is the only modern use of the term in that form. It is a corruption of Pers. *hawaladar* or *hawaldar,* one holding an office of trust; and in this form it had, in other times, a variety of applications to different charges and subordinate officers. Thus among the Mahrattas the commandant of a fort was so styled; whilst in Eastern Bengal the term was, and perhaps still is, applied to the holder of a *hawala,* an intermediate tenure between those of zemindar and ryot."—*Yule and Burnell's Anglo-Indian Glossary.*

ইহাতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হাল্দার ও হাভিল্দার উপাধি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত। উভয় উপাধিই কিন্তু এক হাওয়ালাদার উপাধির অপভ্রংশ। হাভিল্দার উপাধি আনুমানিক বিগত শতাব্দীর মধ্যকালে উৎপন্ন হয়, হালদার উপাধি বহু প্রাচীন।

হালদার উপাধি জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রাপ্ত। ব্রাহ্মণ ও বসুক ভিন্ন, কায়স্থ, গন্ধ-বণিক্, তৈলকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত, কৈবর্ত্ত, বারুই, পোদ, কপালি, কেওরা, কাহার, বাইতি, ভূরং ও চণ্ডাল দিগের মধ্যেও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে। মুসলমানদিগের মধ্যেও আছে।

পূর্ব্বে বিবাহ উপলক্ষে জমীদার বা রাজাকে কর দিতে হইত। ঐ কর হালদারদিগের নিকট জমা থাকিত। তদনুসারে "হালদারী" শব্দে বিবাহে-প্রদেয় কর অর্থ প্রতিপাদন করে; যথা,—

"*Hal-dari*, H. (* * *) The office of Haldar: also, in former times, a tax upon marriages levied in Bengal."—*Wilson's Glossary.*

বিলী হয় (পশ্চাৎ দেখুন), তখন, বোধ হয়, তাহাদের ঐ পাড়ায় বসতি হইয়াছিল। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তখনও ঐ খাল ঐ পাড়ার পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল; তাহারা ঐ খালের মধ্যে নৌকা রাখিয়া ঐ পাড়ায় বাসা করিয়া থাকিত।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন (১২২ পৃষ্ঠা), তখন উহার যে আয়তন ছিল, বসুকেরা পরে তথায় বিস্তারিত হইয়া পড়িলে (১৪৬ পৃষ্ঠা), উহার সে আয়তন যে পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়;—তাঁহারা তখন পতিত ভূমির উপর বসবাস করিয়াছিলেন। লালবাজার (১৬৮ পৃষ্ঠা) *, বৈঠকখানা †, মেছুয়াবাজার (১৭০ পৃষ্ঠা), শ্যাম-

---

অনারেবল্ কোর্ট্ অব্ ডিরেকটর্ বাহাদুর খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দে কলিকাতা জমীদারী হইতে ঐ কর উঠাইয়া দেন। তদ্বিষয়ক লিপি-খানি এই——

"You are likewise to point out to us what duty or fines appear to be particularly grievous upon the poorer sort of people, such as the duty on marriages, which, we think, ought to be either totally abolished or levied with great regard to circumstances, and the duty called Etlack, if it is necessary to be continued, ought to be used with moderation and greatly redressed"—*Letter from the Hon'ble Court of Directors, January 31st*, 1755, *para.* 77. *In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol.* 1, *pp.* 65—66.

* A D. 1738.—"Lal Bazar was also in existence at that time, and is said to have its name from Lalmohun Bysak, a former proprietor. The tank (Lal digghi) and church (Lal girja) of course took their names from their proximity to the bazar."—*Beverley's* ***Report*** *on the Census of Calcutta*, **1876**, *page* 15, *foot-note.*

† বৈঠকখানার অধস্তন নাম "বৌবাজার"। ও অঞ্চলেও বসুকদিগের জমী ছিল। নিম্নে উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনে খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে তথায় চৈতন্য বসাকের বাগানের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

বাজার (১৬৮ পৃষ্ঠা)* প্রভৃতি স্থানে বসুকদিগের বসতি হইলে প্রাচীন কলিকাতার একতর ভাগের, অর্থাৎ ডিহি-কলিকাতার প্রাচীন আয়তন বর্দ্ধিত হয়। যে ভূমির উপর এখন শোভাবাজারের রাজবাটী দণ্ডায়মান, উহা পূর্ব্বে বসুক-দিগের অধিকৃত ছিল (১৫৮ পৃষ্ঠা)। উহা তাঁহাদিগের অধিকৃত হইলে প্রাচীন কলিকাতার অন্যভাগের, অর্থাৎ সূতা-লুটীর প্রাচীন আয়তন বাড়িয়া যায়। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যখন তন্তু-বায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন, তখন বর্ত্তমান

"Thursday, June 3rd, 1784.

"*To be sold by Public Auction.*

"At Mr Duncan's large room, on Friday, the 11th of June instant (if not previously disposed of by private sale).

A large Garden, situated at Bytahconah, to the eastward of the Marratta Ditch, to the northward of Mr. Peter Sukeas's, to the westward of Chiton Bysack, and to the southward of Mongro Jemadar's Garden; containing four beegahs and eleven and half cottahs, consisting of a large Tank, with a pucka-built ghat, and well stocked with fish; also upwards of 500 fruit trees of different kinds. Particulars may be known by applying to Mr. Duncan at his Commission Warehouse"—*Selections from Calcutta Gazettes. By W. S. Seton-Karr, C. S.; Calcutta:* 1864, *page* 44.

(খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত চৈতন্য বসাক অনারেবল্ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের "দাদনি-বণিক্" ছিলেন।)

* "As regards Sham Bazaar, the name is derived from the same source that owned Shampookur. This *pookur* or tank was originally a very large *dighi*; the surrounding lands, now occupied by tiled huts, have been reclaimed from the water. It is known for ages as the Bysack's *pookur* or tank, originally dug as it was by Sham Chund Bysack. It is only the other day that it has changed hands. Braja Bysack, &c., sold it to Raja Doorga Churn Law, C. I. E, the Rothschild of Calcutta, and the document in his possession will show whether it had ever been owned by any other party—Bose, Ghose, or Mittra."—*A correspondent. In the Indian Daily News, October* 24, 1887.

চিৎপুর রোড্ উহার পূর্ব্ব সীমা ছিল। বর্ত্তমান শোভাবাজার সূতালুটীর ঐ পরিবর্দ্ধিত ভূমির উপর সংস্থাপিত হয় (পশ্চাৎ দেখুন)।

বর্ত্তমান কলিকাতার প্রাচীন ও অধস্তন বিভাগাদি সমালোচিত হইল। খৃষ্টীয় ১৭৫৬ অব্দে সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করেন *। তিনি উহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি উহার নাম "আলিনগর"

---

* সিরাজদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিলে প্রজারা প্রাণভয়ে পলায়ন করেন। ইংরাজেরা কলিকাতা পুনরধিকার করিলে, তাঁহারা আবার ফিরিয়া আসেন (১৫৮ পৃষ্ঠা)। নবাব মির্জাফর্ তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য বিশ লক্ষ টাকা বিতরণ করেন। তন্মধ্যে দশ লক্ষ টাকা হিন্দুরা পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা বিভাগোপলক্ষে ত্রয়োদশ জন "কমিসনার" (Commissioners) নিযুক্ত হন, তন্মধ্যে শোভারাম বসাক একজন ছিলেন। তিনি আপন অংশে চারিলক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। তিনি একজন সমৃদ্ধিশালী বণিক্ ছিলেন (১২৭ পৃষ্ঠা)। তিনি খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭৭৩ অব্দে পরলোক গমন করেন। অদ্যাপি তাঁহার নামে একটী রাস্তা চলিতেছে। বর্ত্তমান শোভাবাজার তাঁহার নামে আখ্যাত। হল্ওয়েল্ সাহেব বলেন যে, খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দে ঐ বাজার বর্ত্তমান ছিল (১৬৯ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৬১ অব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ আপন বসত বাটীর জন্য তথায় ভূমি ক্রয় করেন। ঐ ভূমি পূর্ব্বে বসুকদিগের অধিকৃত ছিল (১৫৮ পৃষ্ঠা)।

শোভারামের ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষ গোবিন্দপুরে বাস করিয়াছিলেন। কালিদাস শোভারামের পঞ্চম পুরুষ ঊর্দ্ধতর। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মুকুন্দরাম শেঠের সহিত গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন (১৪৫ পৃষ্ঠা)। তাঁহার অধস্তন পুরুষেরা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত তথায় বাস করিয়াছিলেন। পিতার কাল হইলে শোভারাম গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া বড়বাজারের সন্নিকটে বসতি করেন। ঐ সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে বসুকেরা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন, তাহাতে উহা নগরীরূপে পরিণত হয় (১৪৬ পৃষ্ঠা)।

শোভারামের বসত বাটীর পশ্চিমে জগন্নাথদেবের যে মন্দির আছে, তাহা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তখন ভাগীরথীর প্রবাহ ঐ মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তারিত ছিল।

রাখেন। আলি মুসলমানদিগের একজন খালিফ্ ছিলেন (১৫২ পৃষ্ঠা)। বোধ হয়, তাঁহারই নামানুসারে উহার ওরূপ নাম রাখা হয়। ঐ নাম মুদ্রাতেও অঙ্কিত হইত। পরে মির্‌জাফর্ নবাব হইলে ঐ নাম উঠিয়া যায়। তিনি একখানি সনন্দ পত্রে ঐ নামের পরিবর্ত্তে পূর্ব্বের ন্যায় কলিকাতা নামের ব্যবহার বিষয়ে অনুমোদন করেন *।

ইংরাজ-বণিকেরা কলিকাতা পুনরধিকার করিয়াই ব্যবসায় অনুসারে টোলা ও পাড়াবিলীর বন্দোবস্ত করেন †।

---

* "We have the pleasure to inform your Honors that the word 'Alinagore' is, by our present sunnud, to be omitted in the impression on our siccas, an indulgence we could not obtain from Suraja Dowla."—*Letter to the Court of Directors, dated January 10th*, 1758, *para*. 78. *In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page* 116.

† অনারেবল্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের এতদ্বিষয়ক লিপি খানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল ; যথা,—

"All Weavers, Carpenters, Bricklayers, Smiths, Tailors, Braziers, &c., Handicraft, shall be incorporated into their respective bodies, one in each district of the town, each body to elect a Chowdree or head person to represent them, the Mundells of every district to deliver in an account monthly to the Jemindar of every artificer residing within his limits, as well tenants as lodgers and sojourners, and shall make a report immediately to the Jemindar of any stranger of importance coming within his district and the place or house of his abode, and of any new ryots or inhabitants, as also of any persons removing from their place of habitation without his district, and every person's name under their respective bodies shall be entered in the Jemindar's books, the Chowdree of every respective body shall lay before the Jemindar the just and true rates of all kinds of labour and work, what the labourer shall be allowed per day and the artificer be paid for his work in every branch of his trade, those rates to be laid by the Jemindar before the Governor and Council and to be regulated by them and entered in the Jemindar's books. Every artificer shall take out a license from the Jemindar for the free use of

তাহাতেই বর্ত্তমান সূতালুটী ও ডিহি-কলিকাতার অধিকাংশ পতিত জমীতে প্রথম বসতি হয়। যে সকল স্থানের নামে ব্যবসায়-সূচক শব্দের সহিত টোলা বা টুলী ও পাড়া শব্দের সংযোগ দৃষ্ট হয়, সে গুলির মধ্যে অধিকাংশ স্থানেই তখন হইতে বসতি হইয়াছে। কুমারটোলা বা টুলী, বেণিয়াটোলা, আহিরীটোলা, জেলিয়াটোলা, কলুটোলা, শাঁখারিটোলা, বেপারীটোলা; ও তেলিপাড়া, দর্জ্জিপাড়া, শুঁড়িপাড়া, মালাপাড়া ইত্যাদি স্থানে, বোধ হয়, ঐ সময়ে তত্তদ্ব্যবসায়ীদিগের প্রথম বসতি হয়। যে সকল স্থানের নামের অন্তভাগে পাড়া শব্দের সংযোগ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ধোপাপাড়ায় উহার বহু পূর্ব্বে বসতি হয় (১৬৯ পৃষ্ঠা)।

খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে ইংরাজেরা সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা অধিকার করেন বটে, কিন্তু তখনও তাঁহারা

---

his trade within the Company's limits, who shall pay one quarter of a month's wages for his license, which shall continue in force for one whole year and no longer, and in case any person shall be found exercising his trade or employment without license he shall be fined a month's pay, or, if an artificer, at the discretion of the *mudge duckle* The Mundells of each district shall bring an account to the Jemindar of the several ducandars or shopkeepers within his district, of all sorts and kinds whatever, each ranked under their respective denominations, and the Jemindar is to lay this report before the Governor and Council, who will order them licenses under such restrictions as they shall think proper The Jemindar shall keep books, where every farm, their several duties, groundrent collected, and every charge shall be minutely inserted, which accounts shall be delivered to the Board monthly, and he shall deliver to the Board a set of books of his transactions, to be transmitted annually to the Company."—*Proceedings, April 7th,* 1757. *In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I., page* 97

উহার জমীদার মাত্র ছিলেন; উহার জন্য তাঁহাদিগকে খাজনা দিতে হইত। খৃষ্টীয় ১৭৫৮ অব্দে নবাব মির্‌জাফর্‌ তাঁহাদিগকে খাজনা দানে নিষ্কৃতি দিয়া কলিকাতা জমীদারী নিষ্কর করিয়া দেন। তিনি তদুপলক্ষে যে সনন্দ-পত্র দেন, তাহাতে লিখিত আছে—

"The noblest of Merchants, the English Company, represent that the factory for carrying on their trade in the Pergunnah of Calcutta lying near the sea and being liable to continual alarms and irruptions from the enemy, for their defence they have made a trench of water round their factory and left an esplanade on all sides at the distance of a cannon shot, and that the Mouza of Govindpoor, &c, in the district of the Pergunnah of Calcutta, &c, of the Sircar Sautgaum, belonging to the Paradise of Nations, the Subah of Bengala, dependant on the Khalsa Shereefa and Jagheer of the Sircar adjoining thereto; they request that a Sunnud exempting them from the payment of the rents thereof be granted them."

ঐ প্রার্থনার উপর এই আদেশ হয় যে—

"The rents of the aforesaid Mouzas, &c, which adjoin to the factory of the noblest of merchants, the English Company, amounting to eight thousand eight hundred and thirty-six rupees and something more, from the 1st of Rubbee Usanee 5 Sun according to the endorsement are forgiven to the end that they provide for the defence of their factory and the safeguard of the seaports herewith."*

ঐ সনন্দপত্রে ২০॥০ সাড়ে বিশখানি মৌজার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিশখানি পূর্ণ মৌজার নাম; যথা,——

"Govindpoor, Mirzapoor, Chourungee, Dhultund, Jella Colunga, Dheladangee, Anhattee, Saldnah, Bharee Birjee, Kispoorparra, Bharee Serampoor, Sootalootee, Hogulkoorra, Shimla, Maukhund, Audinghee, Dhee Calcutta, Deccan Paikparra, Birjee, and Serampoor."

অর্দ্ধ মৌজার নাম—

"Gunnispoor."

---

* Translation of the Sunnud for the free tenure of the town of Calcutta. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, pages 199-200.

উল্লিখিত সাড়ে বিশখানি মৌজার মধ্যে নিম্নলিখিত ৯৷৷০ খানি লইয়া কলিকাতা নগর বা জমীদারী সঙ্গঠিত হয়। ঐ ৯৷৷০ খানির মধ্যে ডিহি-কলিকাতা, সূতালুটী ও গোবিন্দপুর ইংরাজদিগের খরিদা মৌজা (১৬২ পৃষ্ঠা)। অর্দ্ধ মৌজা গণেশপুর মলঙ্গার অন্তর্গত। নবাব মির্‌জাফর্‌ পূর্ব্বে ৩খানি ও শিমুলিয়া, মৃজাপুর ও হোগলকুঁড়িয়া দিতে স্বীকার করেন (১৬৭ পৃষ্ঠা)। সে গুলি ঐ সনন্দ-পত্রের মর্ম্মানুসারে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। যে চৌরঙ্গীতে * এক্ষণে

---

* চৌরঙ্গী গোবিন্দপুরের বহির্ভূত স্থান, তাহা না হইলে ঐ বিচার্য্যমাণ সনন্দ-পত্রে উভয় স্থানের পৃথক পৃথক নির্দ্দেশ থাকিত না। তথায় চৌরঙ্গী নামে একজন অবধূত যোগী থাকিতেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ স্থানের ওরূপ আখ্যা হয়। তিনি তথায় থাকিয়া শিবের উপাসনা করিতেন, ও হঠযোগ অভ্যাস করিতেন। তিনি যে সম্প্রদায়ের যোগী ছিলেন, গুরু গোরক্ষনাথ ঐ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। "নাথ" ঐ সম্প্রদায়ীদিগের উপাধি। গোরক্ষনাথ কবীরের সাময়িক লোক। কবীর দিল্লীশ্বর সুল্‌তান্‌ সেকেন্দর লোদির অধিকার-কালে বর্ত্তমান ছিলেন। সেকেন্দর লোদি খৃষ্টীয় ১৪৮৮ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৫১৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এতদনুসারে গোরক্ষনাথকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে।—(ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ১৩৫-১৪১ পৃষ্ঠা দেখুন।)

চৌরঙ্গীনাথের জীবন-কাল অবধারিত নাই। হঠপ্রদীপিকায় কেবল একত্রিশ জন প্রধান প্রধান যোগীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে চৌরঙ্গীনাথেরও নির্দ্দেশ আছে। ইহাতে তাঁহার সময়ের কোন নিরাকরণ হয় না। তিনি গোরক্ষনাথের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন, অতএব তাঁহাকে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পরবর্ত্তী কালের লোক বলিয়া ধার্য্য করিতে হয়। কিন্তু তিনি তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিষ্য বা তাঁহার সমকালবর্ত্তী নহে। অতএব তিনি তাঁহার কত পরে প্রাদুর্ভূত হন, এখন তাহাই বিবেচ্য। যেরূপ প্রবাদ আছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, মুকুন্দরাম শেঠের (১৪৫ পৃষ্ঠা) প্রপৌত্র ব্রজ শেঠ চৌরঙ্গীনাথের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিষ্য ছিলেন (পশ্চাৎ দেখুন)। মুকুন্দরাম খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ব্রজ শেঠ ও তাঁহার সাময়িক যোগী চৌরঙ্গীনাথ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হইবে।

সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দৃষ্ট হয়, খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে তথায় কেবলমাত্র এক খানি সামান্য গ্রাম ছিল। ঐ গ্রামে ছোট ছোট কুটির ছিল, এবং তাহাদের চতুর্দ্দিকে খানা, ডোবা, মাঠ ও আবাদী জমী ছিল (১৪৬ পৃষ্ঠা)। ঐ বিচার্য্যমাণ সনন্দ-পত্রে ডিহি-কলিকাতার ও চৌরঙ্গীর পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ থাকায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে চৌরঙ্গী ডিহি-কলিকাতার বহির্ভূত স্থান ছিল, পরে অন্তর্নিবিষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে তথায় ডিহি-কলিকাতার বাজার বসিত (১৬৮ পৃষ্ঠা)।—বির্জ্জি * অধস্তন কালে "বির্জ্জিতলাও" নামে আখ্যাত হয়। বারি-বির্জ্জি † অধস্তন কালে "ডিহি-বির্জ্জি" নামে আখ্যাত হয়।

* বির্জ্জিও গোবিন্দপুর ও ডিহি কলিকাতার বহির্ভূত স্থান। বির্জ্জি "ব্রজ" শব্দের অপভ্রংশ। ব্রজ নামে মুকুন্দরাম শেঠের এক প্রপৌত্র ছিলেন। ঐ স্থান তাঁহার নামে আখ্যাত। তিনি সংসার-আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া চৌরঙ্গীনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন (১৭৯ পৃষ্ঠা)। গুরুর তিরো-ভাবের পর চৌরঙ্গী হইতে তাঁহার শিব আনিয়া বির্জ্জি-তলাওএর, অর্থাৎ তত্রত্য পুষ্করিণীর পশ্চিম পার্শ্বে স্থাপিত করেন। ঐ শিব "জঙ্গলেশ্বর" নামে বিখ্যাত ছিলেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি জেলের দক্ষিণে তাঁহার মন্দির ছিল। ঐ মন্দির ৬ ছটাক ১৮ ফুট্ পরিমিত ভূমির উপর বর্ত্তমান ছিল *। ঐ শিব এখন আর তথায় নাই, প্রায় ২০।২২ বৎসর হইল স্থানান্তরিত হইয়াছে। এখনও প্রাচীন লোকে পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে তথায় আসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ঐ শিবের উদ্দেশে পূজাদি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ঐ শিবের গাজন ও চড়ক হইত। এখন কেবল বৎসর বৎসর "গোষ্ঠ-বিহারী" পর্ব্ব উপলক্ষে তথায় মেলা বসিয়া থাকে।

† বির্জ্জি ব্যতীত উল্লিখিত সনন্দ-পত্রে "বারি-বির্জ্জির" উল্লেখ আছে। বার-বির্জ্জি "বার-বির্জ্জি" বা "বার-ব্রজ" শব্দের অপভ্রংশ। ঐ মৌজা বির্জ্জির বার ছিল।

* *Vide* Simm's Report, pp. 4 & 5.

"কলিকাতা" শব্দের ব্যুৎপত্তি।

"কলিকাতা" শব্দ, বোধ হয়, "কোলকোট্ট" শব্দের অপভ্রংশ। গ্রন্থ বিশেষে যতই বিকৃত করিয়া লেখা থাকুক না কেন, কলিকাতা শব্দটী "কোলকোট্ট," "কোলকোট," বা "কোলকুট" রূপে লিখিত বলিয়া প্রতীতি হয়। সংস্কৃত "কোট্ট," "কোট" ও "কুট" শব্দ একার্থ-বাচক; অর্থ দুর্গ, বা আশ্রয়-স্থান। শেষোক্ত শব্দ দুইটী বোধ হয় প্রথমটীর বিকৃতিমাত্র। সে যাহা হউক, উহাদের অর্থের সমতা থাকায় একের পরিবর্ত্তে অপরেব ব্যবহার সর্ব্বথা সম্ভব-পর *। এই জন্য, বোধ হয়, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে কলিকাতা শব্দটী ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত আছে। কলিকাতা শব্দ কোট্ট শব্দে সঙ্গঠিত বলা কেবল কল্পনামাত্র নহে, এখনও ভারতের অনেকানেক গ্রাম বা নগরের নামের অন্তভাগে ঐ

---

* "KOT, or KOTA, written also COTE, H &c (* * * কোট, s. কোট্ট), also KOTH, Mar. (কোঠ), KOTTA, Beng. (কোট্ট), KOTTAI, Tam. (কোট্টৈ) A fort, a stronghold, the fortified residence of a Zamindar, the wall of a fort."—*Wilson's Glossary.**

সংস্কৃত কোট্ট শব্দ মহারাষ্ট্রীয, তামিল প্রভৃতি নানা ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চারণভেদে তত্তদ্ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। উহা কোথায় "কোট," কোথায় বা "কোত" রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষার 'ট'-কারের উচ্চারণ নাই। এই জন্য কোট্ট শব্দের 'ট্ট'-ভাগ তত্তদ্ভাষায় 'ত্ত' রূপে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। আইন্-আক্‌ববি গ্রন্থে কোলকোট্ট শব্দের "কোট্ট" অংশটী "কাত্তা" রূপে লিখিত আছে।

---

* (আবশ্যকমতে এখানে বাঙ্গালা অক্ষর সন্নিবেশিত হইয়াছে।)

শব্দের ব্যবহার আছে। অনেক স্থানও আবার কেবলমাত্র কোট্টাদি নামে আখ্যাত। ভারতের কথা দূরে থাকুক, আরবের দক্ষিণবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত সোকোট্রা বা স্কোট্রা দ্বীপের আখ্যাও ঐ শব্দের সংযোগে সঙ্গঠিত বলিয়া বোধ হয়। ঐ দ্বীপের আদিম নাম "দ্বীপ-সুখাধার," কিন্তু উহার অধস্তন নাম "সুকোট্ট" *। তন্ত্রেও ঐরূপ নামের উল্লেখ আছে ; যথা,—

---

* মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন সোকোট্রা শব্দ "শঙ্খদ্বার" শব্দের অপভ্রংশ। তিনি লিখিয়াছেন—

"Whether to the *Dioscorides* at the entrance of the Arabian Gulf this name" (*i. e.*, Sancodra) "was given, evidently corrupted from *Sanc-ha-dwara* to Socotra, we shall not stop to inquire. Like the isle in the entrance of the gulf of Cutch, it is the *dwara* or portal to the *Sinus Arabicus*, and the pearl-shell (*sankha*) there abounds."—*Tod's Rajasthan, Vol I., Chapter XXII, foot-note.*

আমরা এ বিষয়ে তাঁহার মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। সোকোট্রা শব্দের সহিত কোট্ট শব্দের যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, "দ্বার" শব্দের সহিত উহার সেরূপ নাই। কিন্তু "শক্কোদ্র" শব্দ যে "শঙ্খদ" শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বণিকেরা কর-প্রদায়ী (৪৪ পৃষ্ঠা)। "শঙ্খদ" দ্বীপে তাঁহাদিগকে "শঙ্খ" অর্থাৎ শুল্ক দিতে হইত। সেই জন্য, বোধ হয়, ঐ দ্বীপের ওরূপ আখ্যা হয়। কর্ণাটী ভাষায় এখনও "শঙ্খদ" শব্দের ওরূপ অর্থের ব্যবহার আছে। উহাতে ঐ শব্দটী "সুঙ্কদ" রূপে বিকৃত হইয়াছে। ঐ শব্দে একটী প্রাচীন পদ্ধতি লক্ষিত হয়—তখন শঙ্খাদিতেও কর দেওয়া চলিত (১৩৪ পৃষ্ঠা)।

কর্ণেল্ ইউল্ সাহেব বলেন——

"*Scotra* probably represented the usual pronunciation of the name SOCOTRA, which is traced to a Sanskrit original, *Dwipa-Sukadara*, 'the Island Abode of Bliss,' from which (contracted *Diuscatra*) the Greeks made 'the island of *Dioscorides*.'"—*Yule's Marco Polo, Vol. II, page 342, foot-note.*

"ডাইয়স্কোরাইড্স্" শব্দ যদি "ডাইয়সকট্রা" শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সাব্যস্থ হয়, তাহা হইলে উহা "দ্বীপকোট্ট" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া আমাদের সংশয় উপস্থিত হয়। কট্রা ও কোট্ট শব্দে যেরূপ সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহাতে ঐ মতই প্রবল হইয়া উঠে। সে যাহা হউক, আমরা মূলে উহার উৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছি (৭০ পৃষ্ঠা)।

"দেবীকোট্টে মহাভাগাং উড্ডীয়ানে চ ভৈরবীম্।
যোগনিদ্রাং কামরূপে মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥"
নীলতন্ত্র, সপ্তম পটল।

"কোল" শব্দে "বন্দর" (Harbour) বুঝায়, এবং তাহা হইতে অনেক গ্রাম বা নগরের নাম "কোল" হইযাছে *। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতেও কোলা নামে একটী নগরের উল্লেখ আছে ; যথা,—

"বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিধ্বংসিনস্তথা।"

পূর্ব্বে বণিকেরা বেতাকীর খাল দিযা সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন। খৃষ্টীয় ১৫৭০ অব্দে ফ্রেডারিক্ সাহেব ঐ খালে চড়া পড়িতে দেখিয়াছিলেন। ক্রমে ঐ পথে এতই চড়া পড়িযা যায় যে, তাহাতে ওপথ দিযা যাতায়াত একেবারেই বন্ধ হইয়া যায। চণ্ডীকাব্যরচনার সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে বণিকেরা ওপথ ছাড়িয়া কলিকাতার সম্মুখবাহিনী ভাগীরথী অবলম্বনে সপ্তগ্রামে বাহিযা যাইতেন। বেতাকীর খাল রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে, ঐ নূতন পথেই যাতাযাত হইতে থাকে (১২৩ পৃষ্ঠা)। তখন, বোধ হয়, কলিকাতা একটী কোল, অর্থাৎ বন্দর হইযা উঠে। ঐ কোলই কোট্ট অর্থাৎ দুর্গ ছিল। ঝড়াদি বিপত্তির আশঙ্কা হইলে বণিকেরা ঐ কোলে গিয়া আশ্রয় লইতেন। এরূপ কোলে তখন যে লোকের বাস থাকিতে হইবে, এমন কোন কথা নয়। চৈতন্য-দেবের তীর্থপর্য্যটন কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫০৯ অব্দের পর খৃষ্টীয় ১৫১৫ অব্দের মধ্যে তথায় লোকের

---

* ঢাকা, যশোহর ও মেদিনীপুর জিলায় কোল নামে নগর আছে।—Baness' Index Geographicus Indicus.

বাস ছিল না, থাকিলে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে এ কথার কিছু না কিছু উল্লেখ থাকিত। তখন খড়দহ, পানিহাটী ও বরাহনগরে লোকের বাস ছিল; কলিকাতা অঞ্চলে ছিল না।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লোকের বসতি হইবার পূর্ব্বে পোতারোহীদিগের পক্ষে প্রাচীন কলিকাতা একটী বন্দর ও আশ্রয়-স্থান, অর্থাৎ কোলকোট্ট ছিল। তখন উহার বিশেষ কোন নাম ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণে উহাকে তখন "কোলকোট্ট" বলিত;—ক্রমে ঐ আখ্যাটী ঐ স্থানের নাম হইয়া পড়িয়াছে। পরে ঐ আখ্যাটী কলিকাতা-রূপে বিকৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে যখন ভ্যান্‌ডেন্ ব্রুক্ সাহেব তাঁহার মানচিত্রে "কোল্লিকট্টি" (Collecatte) শব্দ সন্নিবেশিত করেন (১৬১ পৃষ্ঠা), তখন অবশ্য ঐ স্থানের কোলকোট্ট আখ্যাটীও প্রচলিত ছিল। নচেৎ তিনি কোথা হইতে ঐ শব্দটী পাইলেন? কোল্লিকট্টি শব্দ যে কোলকোট্ট শব্দের অপভ্রংশ, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে। করাচি দেশের কোলকোট নগরও বিকৃত করিয়া এখন "কলকোট" (Kalakot) রূপে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। আইন্ আক্‌বরি-ধৃত ওয়াশীল তুমার জমার তালিকা মধ্যে মালব সুবার অন্তর্গত সরকার ছেন্দাবিতে ঐরূপ "কোলকোট" (Kolakote) নগরের উল্লেখ আছে *। মলয়বরের অন্তর্গত কলিকট্ (Calicut) বা কলিকোট (Kalikot), ও গঞ্জাম দেশের অন্তর্গত "কল্লিকোট" (Kallikot) প্রভৃতি নগর গুলির আখ্যা, বোধ হয়, ঐ রূপেই উৎপন্ন হইয়াছে।

---

* Gladwin's Ayeen Akbery, Vol II, page 247—Tukseem Jumma of the Soobah Malwah, Sircar Chendary.

বসুকদিগের গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করিবার একতম কারণ এই যে, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় বেতড়ার হাটের অবনতি ঘটে। তখন আবার ওপথের পরিবর্ত্তে কলিকাতার সম্মুখ-বাহিনী ভাগীরথী অবলম্বনে সপ্তগ্রামে যাতায়াত আরম্ভ হয় (১২৩ পৃষ্ঠা)। তাহাতে ঐ হাটের ধ্বংস হইয়া যায়। ঐ নূতন পথের মধ্যে কলিকাতা অঞ্চলে নৌকাদি রাখিবার উত্তম স্থান ছিল। বণিকেরা সপ্তগ্রামে যাতায়াত কালে ঐ অঞ্চলে অর্ণবযানাদি রাখিয়া বিশ্রাম করিতেন। বসুকেরা ঐ অঞ্চলে বণিক্‌দিগের সতত সমাগম দেখিয়া সপ্তগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া তথায় বাস করা সুবিধা বুঝিয়াছিলেন (১২৩ পৃষ্ঠা) *। তখন আবার সপ্তগ্রামের দৈন্যদশা আগত-প্রায়। বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় সরস্বতীর স্রোত রুদ্ধ হইতে থাকে, তাহাতে সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে (১২৬ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা গোবিন্দপুরে আপনা-দিগের আবাসস্থান ধার্য্য করিয়া বেতড়ার হাটের অবসাদ কালে বিচার্য্যমাণ কোলকোট্টে একটী হাট সংস্থাপন করেন (১৪৭ পৃষ্ঠা)। বেতড়ার হাট ধ্বংস হইয়া গেলে, তাঁহাদের

---

* বসুকেরা প্রাচীন কলিকাতা অপেক্ষা গোবিন্দপুরে উচ্চ ভূমি দেখিয়া (১৪২ পৃষ্ঠা) ঐ স্থান পছন্দ করেন। কাপ্তেন্ আলেক্‌জান্দার্ হামিলটন্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে বাদার জল আসিয়া প্রাচীন কলিকাতায় যেরূপ মহামারী হইতে দেখিয়াছিলেন (১৬৪ পৃষ্ঠা), গোবিন্দপুরে ওরূপ জল আসিয়া মহামারী হইবার কোন আশঙ্কা ছিল না। বাদা প্রাচীন কলিকাতা হইতে কেবল তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, গোবিন্দপুর হইতে উহার দ্বিগুণ পথে অবস্থিত ছিল। মধ্যে আবার খাল ছিল। বসুকেরা পূর্ব্বে এ সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিতে মনস্থ করেন।

ঐ হাট উহার স্থলাভিষিক্ত হয়। তখন বণিকেরা ঐ নূতন হাটেই যাতায়াত করিতে থাকেন। বস্থকেরা আপনাদিগের হাটের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া গোবিন্দপুরে থাকিয়া যান, এবং তাঁহাদের কূলদেবতা গোবিন্দজী ঠাকুরের নামানুসারে ঐ স্থানের নাম গোবিন্দপুর রাখেন (১২৪ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের বাণিজ্য-প্রভাবে আশু গোবিন্দপুরের নাম সাধারণের গোচর হয়। ক্রমে ঐ নাম পুরাণাদিতেও সন্নিবেশিত হইতে থাকে (১১৮ পৃষ্ঠা) *। যখন বস্থকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন, তখন কোলকোট্টে লোকের বসতি ছিল না †।

---

* আইন্-আক্‌বরি-ধৃত ওয়াশীল তুমার জমার তালিকা মধ্যে গোবিন্দপুরের উল্লেখ নাই, কলিকাতার আছে (১২১ পৃষ্ঠা)। গোবিন্দপুর দেবত্রা ভূমি, নিষ্কর ছিল; এই জন্য উল্লিখিত তালিকায় উহার উল্লেখ নাই। সেই কারণেই আবার কালীঘাট (১৫৫ পৃষ্ঠা) প্রভৃতি স্থানের নাম তাহাতে সন্নিবেশিত হয় নাই। কলিকাতা সেরূপ নহে।

খৃষ্টীয় ১৫৭৬ অব্দে আকবর বাদশাহ বাঙ্গালা অধিকার করেন, এবং খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে তাঁহার আদেশানুসারে উল্লিখিত ওয়াশীল তুমার জমার তালিকা প্রস্তুত হয় (১২১ পৃষ্ঠা)। তিনি মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া কোন ইতর বিশেষ করিতেন না। তিনি হিন্দুদিগের প্রতি বড় সদয় ছিলেন। তাঁহার সময়ে হিন্দু-তীর্থযাত্রীদিগকে কোন প্রকার শুল্ক দিতে হইত না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুসলমান রাজাদিগের অধিকারকালে হিন্দুদিগকে "জিজিয়া" নামে একপ্রকার শুল্ক দিতে হইত। আকবর তাহা উঠাইয়া দেন। তিনি দেবত্রা ভূমির উপর কর আদায় করিতেন না, এই জন্য তাঁহার প্রবর্ত্তিত ওরূপ তালিকায় কালীঘাট ও গোবিন্দপুরাদি স্থানের উল্লেখ নাই।

† যখন বস্থকেরা গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করেন, তখন বণিকেরা ঐ কোলকোট্টে গিয়া আশ্রয় লইলেন, এ কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। উহার তখন কোলকোট্ট আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিবে। যেরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, কোলকোট্ট আখ্যা গোবিন্দপুর আখ্যা অপেক্ষা প্রাচীনতর।

খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে পাঠানেরা আসিয়া সপ্তগ্রামে লুঠপাঠ করেন *, তাহাতে উহার বাণিজ্য বিষয়ে বিশেষ হানি হয় †। পরে সরস্বতীর স্রোত রুদ্ধ হইলে, খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে উহা ধ্বংস হইয়া যায় (১২৬ পৃষ্ঠা)। সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইয়া গেলে, বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়েরা তথা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে বসতি করেন। তন্মধ্যে কতকগুলি তন্তু-বায় তখন কোলকোট্টে বা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া আবাস গ্রহণ করেন। কোলকোট্টে বা কলিকাতায় এই প্রথম বসতি। তন্তুবায়দিগের তথায় বসতি হইলে, তাঁহাদের ব্যবসায়ের বলে তত্রত্য হাটের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে ঐ হাট নিত্য নিত্যই বসিত, এবং বণিকেরা সততই তথায় যাতায়াত করিতেন।

---

* Stewart's History of Bengal, page 186.

† খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে চণ্ডীকাব্য রচিত হয় (১৩৯ পৃষ্ঠা)। ঐ কাব্যে সপ্তগ্রামের অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তখনও সপ্তগ্রাম অতীব সমৃদ্ধিশালী এবং বাঙ্গালার একমাত্র বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ঐ অব্দে আবার পাঠানেরা সপ্তগ্রামে লুঠপাঠ করেন। তাঁহাদের হাঙ্গামের পর উহার পূর্ব্বকার অবস্থা থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু চণ্ডীকাব্যে উহার তাদৃশ দুরবস্থার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে যখন উভয় ঘটনার সংযোগ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ কাব্য-রচনার পর সপ্তগ্রামে পাঠানদিগের হাঙ্গাম হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে আইন্ আক্‌বরি গ্রন্থ সঙ্কলিত হয়। ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে যে তখন সপ্তগ্রাম ইউরোপীয়দিগের, অর্থাৎ পর্টুগীজ্‌দিগের অধিকৃত ছিল (১৪৯ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের অধিকারকালে সপ্তগ্রামের যেরূপ্ দুরবস্থা ঘটে, ইতিহাস-পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই।—(Stewart's History of Bengal, pages 151-152.)

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। তাঁহাদের ব্যবসায়ের গুণে অধস্তন কালে ঐ স্থান সুতালুটী নামে আখ্যাত হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। প্রাচীন কলিকাতার যে অংশ "ডিহি-কলিকাতা" নামে আখ্যাত, তথায় তাঁহাদের প্রথম বসতি হয়। এ বিষয়েব প্রমাণ "ডিহি" শব্দ হইতেই পাওয়া যায়। ডিহি শব্দের অর্থ যথায় প্রথম বসতি (১৬৫ পৃষ্ঠা) *। পশ্চাৎ তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশে বিস্তারিত হইয়া পড়েন †। প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে

---

* লোকেব বসতিব জন্য কলিকাতার ওরূপ আখ্যা হয নাই বটে, কিন্তু ডিহি-কলিকাতার হয়। যখন আইন্-আক্‌বরি-ধৃত ওযাশীল তুমাব জমার তালিকা খানি প্রস্তুত হয়, তখন—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দে (১২১ পৃষ্ঠা)—প্রাচীন কলিকাতায় লোকের বসতি ছিল না (১৮৬ পৃষ্ঠা), কিন্তু তখন মেকুমা ও বাবুবাক্‌পুরেব সহিত কলিকাতার সাম্বৎসরিক সমষ্টি জমা কিছু কম সার্দ্ধ ২৩ হাজাব টাকা ধার্য্য ছিল। কলিকাতার অংশে কত ধার্য্য হইয়াছিল, উহাতে তাহাব নির্দ্দেশ নাই; না থাকিলেও কলিকাতা হইতে তখন যে খাজনা আদায় হইত তাহা অবশ্য স্বীকাব কবিতে হইবে। তখন প্রাচীন কলিকাতা জলপথ-বণিক্‌দিগের কোলকোট্ট, অর্থাৎ বন্দব ও আশ্রয়-স্থান ছিল। তাহাদিগেব নিকট কর আদায় হইত। তখন আবার বণিকেরা তত্রত্য হাটে আসিযা ক্রয়বিক্রয করিতেন (১৪৯ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদিগের নিকটও কব আদায় হইত।

এখানে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় যে, খৃষ্টীয় ১৫৮২ অব্দেব মধ্যে ববাহনগরের নিজ দামনে (১৬১ পৃষ্ঠা) বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগের বসতি ছিল না; থাকিলে উল্লিখিত তালিকায় তাঁহাদের গ্রামের, অর্থাৎ সুতালুটীব উল্লেখ থাকিত। উহাব পব ন্যূনাধিক ৭৮ বৎসরের মধ্যে তাঁহাদেব ডিহি-কলিকাতায বসতি হয। বর্ত্তমান সুতালুটী গ্রামে তাঁহাদের প্রথম বসতি হইলে, উহাই ডিহি-কলিকাতা নামে আখ্যাত হইত (১৬৫ পৃষ্ঠা)।

† সপ্তগ্রাম ধ্বংস হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দের পর, ও ভ্যান্‌ডেন্ ব্রুক্ সাহেবের উল্লিখিত মানচিত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ

তাঁহাদের প্রথম বসতি হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা প্রথম বস্থকদিগের কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, এই জন্য গোবিন্দপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে তাঁহাদের প্রথম বাস

খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের মধ্যে, তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন, ও সূতার লুটী-প্রস্তুতাদি কর্ম্ম অবলম্বন করেন; তাহাতেই উহার সূতালুটী আখ্যা হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। অতএব বলিতে হইবে যে, এই ২৭।২৮ বৎসরের মধ্যে প্রাচীন কলিকাতার উপর সূতালুটী আখ্যা আরোপ হয়। চণ্ডীকাব্য খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে রচিত, ও আইন্-আক্‌বরি খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে সঙ্কলিত। এই দুই গ্রন্থ ঐ আখ্যার পূর্ব্বকার। অতএব ওগুলিতে ঐ আখ্যা থাকিবার সম্ভাবনা নাই (১২১ পৃষ্ঠা)।

প্রাচীন কলিকাতা ও প্রাচীন সূতালুটী, উভয়ে আয়তনে সমান ছিল (১৬১ ও ১৬৩ পৃষ্ঠা)। বর্ত্তমান চিৎপুর রোড্ প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটীর পূর্ব্ব সীমা। বর্ত্তমান বড়বাজারের উত্তরে যে একটী খাল ছিল, তদ্দ্বারা প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এক ভাগের নাম ডিহি-কলিকাতা, অন্য ভাগের নাম বর্ত্তমান সূতালুটী (১৭০ ও ১৭১ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের মধ্যে তন্তুবায়দিগের প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে, অর্থাৎ ডিহি-কলিকাতায় বসতি হয়। তাহাতেই প্রথমে ঐ ভাগের নাম সূতালুটী হয়। পরে,—যখন তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশে, অর্থাৎ বর্ত্তমান সূতালুটী গ্রামে বসতি করেন, বা বিস্তারিত হইয়া পড়েন, তখন—ঐ ভাগেরও নাম সূত লুটী হয়, তাহাও আবার খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের পূর্ব্বে বলিতে হইবে (১৬১ পৃষ্ঠা)। অতএব সমগ্র প্রাচীন কালিকাতার সূতালুটী আখ্যা হইবার সময় খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দের মধ্যে ধার্য্য করিতে হইবে। খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে তন্তুবায়েরা ডিহি-কলিকাতা হইতে উঠিয়া যায়, তাহাতে ঐ ভাগের সূতালুটী আখ্যাও বিলোপ হইয়া যায় (১৬৪ পৃষ্ঠা)। তখন হইতে উহার ডিহি-কলিকাতা বা কলিকাতা আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে। প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশের সূতালুটী আখ্যাও তদবধি রূঢ় ভাব অবলম্বন করিয়াছে। এখন ঐ ভাগ বর্ত্তমান সূতালুটী নামে প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে বসুকেরা তথায় বিস্তারিত হইয়া পড়িলে, উহার প্রাচীন আয়তন বাড়িয়া যায়। তখন উহার পূর্ব্ব সীমা বর্ত্তমান চিৎপুর রোড অতিক্রম করিয়া প্রসারিত হয়। শোভারাম বসাক (১৭৫ পৃষ্ঠা) ঐ পরিবর্দ্ধিত ভূমির উপর—প্রাচীন শোভাবাজার নামক বিভাগে—আপন

হয়। ইহাতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তাঁহারা বসুক-দিগের উৎসাহে ও উদ্যোগে প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশে আসিয়া প্রথম বসতি করেন। পরে তথা হইতে উঠিয়া যান।

নামে একটী বাজার সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই ঐ স্থানের নাম শোভা-বাজার হয়। হল্‌ওয়েল্ সাহেবের গ্রন্থ সমালোচনায় জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ বাজার তথায় বর্ত্তমান ছিল (১৬৯ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৬১ অব্দে মহারাজ নবকৃষ্ণ তথায় আপন বসত বাটীর জন্য ভূমি ক্রয় করেন (১৫৮ পৃষ্ঠা)। তথায় তাঁহার বাটী নির্ম্মিত হইলে, তত্রত্য বাজার উঠিয়া যায়, কিন্তু ঐ স্থানের শোভাবাজার আখ্যা থাকিয়া যায়। যে বাজার এখন রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের দক্ষিণ ও চিৎপুর রোডের পূর্ব্বধারে, অর্থাৎ প্রাচীন শোভাবাজারের বহির্ভূত স্থানে দৃষ্ট হয়, ঐ বাজার মহারাজ নবকৃষ্ণ দ্বারা সংস্থাপিত হয়। খৃষ্টীয় ১৭৮৪—৮৫ অব্দে যখন লেপ্‌টেনেন্ট্-কর্ণেল্ মার্ক্ উড্ সাহেব তাঁহার মানচিত্র প্রকাশ করেন *, তখন ঐ বাজার উক্ত রাজার নামে আখ্যাত ছিল। আজ্‌কাল্ আবার উহা শোভাবাজার নামে আখ্যাত হইতেছে। বোধ হয়, প্রাচীন শোভাবাজার তথায় উঠিয়া আইসে,—একথা লোকের অবশ্য স্মরণ ছিল, তাহাতেই উহার ওরূপ আখ্যা হইয়াছে। তথায় প্রাচীন শোভা-বাজার উঠিয়া আসিলে, প্রাচীন শোভাবাজার নামক স্থানের আয়তনও পরিবর্দ্ধিত হয়।

কর্ণেল্ ইউল্ সাহেব অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া হাউসের প্রাচীন লিপি সকলের মধ্যে যব চার্ণকের লিখিত খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসের ৩১ এ তারিখের একখানি লিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ লিপি খানি সূতালুটী হইতে প্রেরিত বলিয়া উক্ত আছে। খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দের অক্টোবর মাসের ২৮শে তারিখে হুগ্‌লির বাজারে মহা গোলযোগ হয়, উহাই মোগল বাদশাহের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধের সূত্রপাত (১৫০ পৃষ্ঠা)। তখন যব্ চার্ণক্ হুগ্‌লিতে ইংরাজদিগের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তিনি তথায় থাকিতে বিপদ আশঙ্কা করিয়া ২০শে ডিসেম্বরে সসৈন্যে সূতালুটীতে আসিয়া আশ্রয় লন, ও খৃষ্টীয় ১৬৮৭ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে জাহাজ রাখিবার

---

* *Vide* PLAN OF CALCUTTA reduced by permission of the Commissioners of Police from the original one executed for them by LIEUT COLONEL MARK WOOD in the years 1784 and 1785. Published in October 1792 by William Baillie.

ঐ স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল (১৫১ পৃষ্ঠা), সেই জন্য অপরাপর স্থান অপেক্ষা তথায় বাস প্রশস্ত হইয়াছিল।

সুবিধা ছিল, অর্থাৎ উহা কোলকোট্ট ছিল। তথায় আবার "সুতালুটী হাটগোলা" নামক বাজার ছিল (১৪৭ পৃষ্ঠা) ;—আহারীয় দ্রব্যাদিরও অভাব ছিল না। কিন্তু যব্ চার্ণক্ তখন প্রাচীন কলিকাতার কোন্ অংশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না ; কারণ তখন সমগ্র প্রাচীন কলিকাতাই সুতালুটী নামে আখ্যাত ছিল। অধস্তন কালের প্রমাণ লইয়া বিচার করিলে দৃঢ় রূপে বলা যায় যে, তিনি তখন ডিহি-কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে যে বৃক্ষের আশ্রয়ে তিনি তথায় আপন কুটী সংস্থাপন করেন (১৬৩ পৃষ্ঠা), ঐ বৃক্ষ যে খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দেও তথায় বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। তিনি তখনও ঐ বৃক্ষের তলায় অবস্থিতি করিয়া থাকিবেন।

উল্লিখিত লিপির পর দুই বৎসরের মধ্যে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দে কাপ্তেন্ হিত্ সাহেব বাঙ্গালা দর্শন করেন (পশ্চাৎ দেখুন)। কার্ণেল্ ইউল্ সাহেব বলেন যে, তিনি আগষ্ট মাসের ১৬ই তারিখে কলিকাতার উল্লেখ করিয়াছেন।—(Diary of William Hedges, published by the Hakluyt Society, Vol. II, page 88.) যেরূপ ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তখনও কলিকাতা ও সুতালুটী, উভয়ে আয়তনে সমান ছিল (১৮৯ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে উভয়ের অধিষ্ঠান ভূমি পৃথক্ হইয়া যায় (১৬৪ পৃষ্ঠা)। ইংরাজী ভাষায় কলিকাতা শব্দ এখন যেরূপে লিখিত হয়, কর্ণেল্ ইউল্ সাহেব বলেন যে কাপ্তেন্ হিত্ সাহেবের গ্রন্থে উহা সেইরূপেই লিখিত আছে। তাহার "Calcutta" শব্দ যে কোলকুট (১৮১ পৃষ্ঠা) শব্দের অপভ্রংশ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। তখন ঐ স্থানের কোলকুট আখ্যাও প্রচলিত ছিল (১৮৪ পৃষ্ঠা)।

ইংরাজ-বণিক্‌দিগের প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী-গ্রামের অন্তর্গত ডিহি-কলিকাতায় কুটীসংস্থাপনের কারণ বিষয়ে সমালোচনা।

খৃষ্টীয় ১৬৮৬ অব্দের ২৮শে অক্টোবর মোগলদিগের সহিত ইংরাজদিগের যে যুদ্ধ বাঁধিয়া ছিল (১৯০ পৃষ্ঠা), পর বৎসর ১৬ই আগষ্ট সন্ধি হইয়া তাহা থামিয়া যায়। তখন যব্ চার্ণক্ উলুবেড়িয়ায় বসতি করিবার মানসে তথায় জাহাজ-মেরামতের জন্য "ডক্" ও গুদাম নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তিন মাস তথায় অবস্থিতি করিয়া তিনি ঐ স্থানে থাকিতে অমত করিলেন, এবং প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে উঠিয়া আসিবার নিমিত্ত নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ও তাহা প্রাপ্ত হইলেন। তদনুসারে নবেম্বর বা ডিসেম্বর মাসে তিনি তথা হইতে প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে উঠিয়া আসেন। তথায় এক বৎসর না থাকিতে থাকিতে আবার যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল। খৃষ্টীয় ১৬৮৮ অব্দের আগষ্ট মাসে কাপ্‌তেন্ হিত্ সাহেব বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তিনি ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে জাহাজে তুলিয়া প্রথমে চট্টগ্রামে যাত্রা করেন; পরিশেষে রণতরী ভাসাইয়া মান্দ্রাজে ফিরিয়া যান। বাঙ্গালায় তাঁহাদের বাণিজ্য-ব্যবসায় একেবারেই পরিত্যক্ত হইল। খৃষ্টীয় ১৬৮৯ অব্দে ইব্রাহিম্ খাঁ

বাঙ্গালার শাসন-কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তিনি আরঙ্গজীব বাদ-শাহের আদেশক্রমে ঐ বৎসর ২রা জুলাই, একখানি সনন্দ-পত্র প্রেরণ করেন, ও ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা প্রদেশে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। তদনুসারে যব্ চার্ণক্ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে আগষ্ট মাসের ২৪শে তারিখে দলবল লইয়া প্রাচীন কলিকাতা বা প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে প্রত্যা-গমন করেন, ও পূর্ব্বোক্ত স্থানে একটী কুটী সংস্থাপন করেন (১২০ পৃষ্ঠা)। এই প্রকরণে ঐ কুটী সংস্থাপনের কারণ বিষয় সমালোচিত হইবে।

কাপ্তেন্ জোজেফ্ প্রাইস্ সাহেব খৃষ্টীয় ১৭৮২ অব্দে "অব্জাব্ভেসন্" নামক এক খানি ইংরাজি গ্রন্থে ইংরাজ-বণিক্দিগের কলিকাতায় প্রথম বসতি উপলক্ষে চারিটী কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

ইংরাজেরা যখন বাঙ্গালার অন্তঃপাতী ফোর্ট্ উইলিয়ম্ বা কলি-কাতায় প্রথম বসতি করেন, তখন সেই স্বল্পসংখ্যক বণিক্দল, পূর্ব্ব ও পরে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় বণিক্দিগের ন্যায় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুটী সংস্থাপিত না করিয়া, উহার পূর্ব্ব পারে এক সমুন্নত সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। আমার প্রকৃতই স্মরণ হইতেছে যে, তাঁহাদিগের এরূপ স্থান পছন্দ করিবার এই কারণ গুলি ছিল; যথা,—(১ম) ঐ স্থান বস্ত্রবয়নকারীলোকাকীর্ণ কতকগুলি গ্রামের নিকটবর্ত্তী ছিল, তাঁহাদের ঐ সকল বস্ত্রবয়নকারীকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার বাসনা ছিল; (২য়) ঐ দিকে তাঁহারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের কোন আশঙ্কা করেন নাই, সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা ঐ নদীর পশ্চিমতীরবাসীদিগের পক্ষে বড় কষ্ট-দায়ক ছিল; (৩য়) যে স্থানে তাঁহারা আপনাদের ক্ষুদ্র দুর্গটী নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ করেন, তাহার সন্নিকটে জাহাজ রাখিবার উত্তম কোল ছিল; এবং (৪র্থ) ঐ জমী ক্রয় করিতে তাঁহাদিগের অধিক ব্যয় হয় নাই *।

---

* "When the English first settled at Fort William, in Bengal, or Calcutta, the little body of merchants, instead of fixing themselves on

প্রাইস্ সাহেবের উল্লিখিত চারিটী কারণের মধ্যে তাঁহার চতুর্থ কারণ বিষয়ে আমাদিগের কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহার তৃতীয় কারণ ইতিপূর্ব্বে সবিস্তরে সমালোচিত হইয়াছে (১৮১-১৯১ পৃষ্ঠা)। তাঁহার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ইংরাজ-বণিক্দিগের কলিকাতায় প্রথম বসতি কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে (১৯৩ পৃষ্ঠা), ভাগীরথীর পশ্চিমতীরবর্ত্তী প্রদেশে বর্গী * বা মহারাষ্ট্রীয়দিগের বড়ই হাঙ্গাম হইত। কিন্তু প্রাইস্ সাহেব যত পূর্ব্বে বলেন, তত পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে কুত্রাপি মহারাষ্ট্রীয়দিগের হাঙ্গাম শুনা যায় নাই †। ইতিহাসে ব্যক্ত আছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৪০ অব্দে যখন

---

* ইতিহাস-বেত্তা ফেরেস্তা (A. D. 1609.) মহারাষ্ট্রীয়দিগকে "বর্গী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে তাঁহারই গ্রন্থে প্রথম উহাঁদের ঐ আখ্যা দৃষ্ট হয়। "বর্গ" অর্থে একজাতীয় সমূহ, কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানে "বর্গী" শব্দ ধৃত নাই। মহারাষ্ট্রীয়েরা বর্গে বর্গে, অর্থাৎ দলে দলে ভ্রমণ করিতেন, এই জন্য বোধ হয় তাঁহাদিগকে বর্গী বলিত।

† অত পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের কোন হাঙ্গাম থাকুক আর নাই থাকুক, পাঠানদিগের ছিল। পাঠানেরা উড়িষ্যায় থাকিয়া সময়ে সময়ে বাঙ্গালায় আসিতেন (১৩৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক সপ্তগ্রাম বিলুণ্ঠিত হয় (১৮৭ পৃষ্ঠা)।

---

the West side the river, as all the other Europeans had done before and since, determined on a very small spot of rising ground on the East side. If I remember right, their reasons for this choice were, that it was situated near to several populous villages, filled with cloth manufacturers whom they wished to engage in their service, that they should be free from the incursions of the Maharattas, who, in those days, were very troublesome to those settled on the East * side of the river, that the anchorage for their ships was very good, and near the place on which they proposed to erect their little fort, and the ground itself did not cost them much money"—*Some Observations and Remarks on a late Publication, intitled, Travels in Europe, Asia, and Africa. By Captain Joseph Price. Second Edition, London.* 1782, *pages* 70-71.

* *Misprint for* West.

তাঁহারা দিল্লীতে বাৎসরিক প্রাপ্য "চৌথ"* আদায় করিতে যান, তখন সম্রাট্ মহম্মদ সা তাহা দিতে অসমর্থ ছিলেন; কারণ, নাদির সা ইতিপূর্ব্বে ধনাগার শূন্য করিয়া লুঠিয়া লইয়া যান। এ দিকে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ রাজবিদ্রোহী হইয়া খৃষ্টীয় ১৭৩৮ অব্দ হইতে দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করা একেবারেই বন্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বশীভূত করিবার মানসে সম্রাট্ বাঙ্গালার উপর

ইংরাজদিগের প্রাচীন সূতালুটীগ্রামে কুটী সংস্থাপনের পরও, বাঙ্গালায় পাঠানদিগের উপদ্রব শুনিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৬৯৬ অব্দে যখন শোভাসিংহ রাজবিদ্রোহে অস্ত্রধারণ করেন, তখন পাঠানেরা তাঁহার সহিত যোগ দিয়া বর্দ্ধমান, হুগলি প্রভৃতি স্থানে লুঠপাঠ করেন, ও প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন। তাঁহারা, এমন কি, প্রাচীন সূতালুটীগ্রামে আসিয়া তদন্তর্গত গ্রামগুলি দগ্ধ করিয়া দেন।—(Stewart's History of Bengal, pages 186 & 206.) প্রাইস্ সাহেব, বোধ হয়, ভ্রমে পতিত হইয়া পাঠানদিগের পরিবর্ত্তে এখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের উল্লেখ করিয়াছেন।

[শোভাসিংহের ঐ বিদ্রোহ উপলক্ষে নবাব ওলোন্দাজদিগকে চুঁচুড়ায়, ফরাসীদিগকে চন্দননগরে ও ইংরাজদিগকে প্রাচীন সূতালুটী গ্রামে আত্মরক্ষা করিতে অনুমতি দেন। তাঁহারাও এই সুযোগে আপনাপন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। যে পুরাতন দুর্গ পশ্চাৎ "ফোর্ট্ উইলিয়ম্" নামে অভিহিত হয় (১২০ পৃষ্ঠা), তখন হইতেই তাহার পত্তন বলিতে হইবে।]

* "চৌথ" মহারাষ্ট্রীয় শব্দ, সংস্কৃত "চতুর্থ" শব্দের অপভ্রংশ; অর্থ রাজস্বের চতুর্থাংশ। মহারাষ্ট্রীয়েরা চৌথ না পাইলে, রাজ্যে আসিয়া লুঠপাঠ করিতেন। তাঁহারা প্রথমে আরঙ্গজীব বাদশাহের নিকট চৌথ দাবি করেন, তিনি তাহা দিতে অস্বীকৃত হন। খৃষ্টীয় ১৭০৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তদীয় পুত্র বাহাদুর সা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া চৌথ দিতে স্বীকার পাইয়া তাঁহাদিগের সহিত এই নিয়মে সন্ধি করেন যে, মোগলেরা তাহা আদায় করিয়া দিবেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা আদায় করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন। তদবধি মহারাষ্ট্রীয়েরা বৎসর বৎসর দিল্লীতে যাইয়া তাঁহাদের প্রাপ্য চৌথ লইয়া যাইতেন।

চৌথ বরাত দিয়া বাঙ্গালা হইতে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে চৌথ আদায় করিবার অনুমতি দেন। বাঙ্গালায় তাঁহাদের চৌথ আদায়ের এই কারণ। তাঁহারাও তদনুসারে বাঙ্গালায় আসিয়া চৌথ দাবি করেন, কিন্তু নবাব দিতে অস্বীকার পান। কাজে কাজেই যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তদুপলক্ষে ভাস্করপণ্ডিত আশি হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে বাঙ্গালায় প্রবেশ করেন। বাঙ্গালায় তাঁহাদের এই প্রথম প্রবেশ ও হাঙ্গাম। খৃষ্টীয় ১৭৪০ অব্দের মধ্যে তাঁহারা বাঙ্গালা ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রায় সর্ব্বত্রই লুঠপাঠ ও চৌথ আদায় করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বাঙ্গালায় প্রথম প্রবেশ। তাঁহারা ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরবর্ত্তী প্রদেশে লুঠপাঠ করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দেন। খৃষ্টীয় ১৭৫১ অব্দে নবাব তাঁহাদিগকে উড়িষ্যা সমর্পণ করিয়া ও বাঙ্গালার চৌথস্বরূপ বার্ষিক বার লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার পাইয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধি করেন *।

ঐ দশ বৎসর মহারাষ্ট্রীয়েরা বাঙ্গালায় যে ঘোরতর অত্যাচার ও অনিষ্ট করে, তাহা বর্ণনাতীত। প্রজারা প্রাণ-ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেন। অনেকে কলিকাতায়

---

* Bolt's Considerations on India Affairs, Part. 1, Vol 1, pages 7-9 —The History of Hindostan, translated from the Persian. By Alexander Dow, Esq; New Edition; London: 1812; Vol. II, pages 307-308.—Memoir of the War in India. By Major William Thorn; London: 1818; pages 47-48.

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-প্রণীত "রাজাবলি," খৃষ্টীয় ১৮০৮ অব্দে প্রথম মুদ্রিত; শ্রীরামপুরের চতুর্থবার ছাপা, খৃষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দ, ১০৭-১০৯ পৃষ্ঠা।

আসিয়া রক্ষা পান। মহারাষ্ট্রীয়দিগের গতিরোধের মানসে খৃষ্টীয় ১৭৪২ অব্দে কলিকাতায় "মহারাষ্ট্রীয়" নামক খাল খনন হয়*। ইতিহাস-বেত্তা অর্ম্মি সাহেব, যিনি ঐ গোলযোগের সময়, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৪২ অব্দে কলিকাতায় আগমন করেন, তিনি বলেন যে, ঐ অব্দে তথাকার দেশীয় লোকেরা আপন ব্যয়ে সুতালুটীর উত্তরাংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণাংশ

---

* মহারাষ্ট্রীয়েরা ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারেও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ক্রমে কলিকাতায় আসিবেন বলিয়া ভয় হইয়াছিল। রায়-গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র, যিনি খৃষ্টীয় ১৭১২ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় ১৭৬০ অব্দে ইহ লোক পরিত্যাগ করেন, তিনি ১৬৭৪ শকে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দে* লিখিয়াছেন——

*　　*　　*　　*

"পাঠাইল বর্গরাজ ভাস্কর পণ্ডিত॥
বর্গী মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃত আকৃতি॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী॥
পলাইয়া কোঠে গিয়া নবাব রহিল।
কি কহিব বাঙ্গালার যে দশা হইল॥"

অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থসূচনা।

মহারাষ্ট্রীয়েরা গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্ব পারে আসিয়া হাঙ্গাম আরম্ভ করিলেন দেখিয়া পাছে ক্রমে কলিকাতায় আসিয়া হাঙ্গাম করেন, এই ভয়ে মহারাষ্ট্রীয় নামক খাল খনন হয়।

---

* "বেদ লয়ে ঋষি বসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥"

অন্নদাপূজা।

পর্য্যন্ত কোম্পানীর সীমায় একটী খাল খনন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, ও তাহা প্রাপ্ত হন *। ছয় মাস ধরিয়া ঐ খাল খনন করেন, পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা চলিয়া গেলে †, নিরস্ত হন ‡। ইহার অতিরিক্ত বাঙ্গালা দেশে বর্গীদিগের উপদ্রব বিষয়ে সমালোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

---

* "In the year 1742 the Indian inhabitants of the Colony requested and obtained permission to dig a ditch at their own expense, round the Company's bounds, from the northern parts of Sootanatty to the southern part of Govindpore."—*Orme's History of Indostan, Vol. II., page 45.*

† আলিবর্দ্দি খাঁ কলকৌশলে তাঁহাদের সেনাপতিদিগকে নিহত করেন, তাহাতে তাঁহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন।—"রাজাবলি", ১০৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

‡ খাল কাটা কার্য্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু বহুকাল মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভয়ে পশ্চিম দিকে যাতায়াত বন্ধ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা পশ্চিম হইতে আসিতেন, এই জন্য ওপথে বিপদ আশঙ্কা করিয়া বণিকেরা ওপথ ছাড়িয়া উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের পথে বিচরণ করিতেন। তাঁহারা প্রথমে বৈঠকখানা নামক স্থানে আসিয়া বৈঠক, অর্থাৎ সভা ও বিশ্রাম করিতেন। পরে কার্য্য নিষ্পন্ন হইলে উত্তরপূর্ব্ব দিকের পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন। বৈঠকখানায় তখন ঐরূপ সভা হইত বলিয়াই অধস্তন কালে উহার ওরূপ আখ্যা হইয়াছে, তাহাও আবার বসুকদিগের তত্রত্য বৈঠকখানার আদর্শে বলিতে হইবে। খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে বসুকেরা তথায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন। তখন চৈতন্য বসাক তথায় একখানি বাগান প্রস্তুত করেন (১৭৪ পৃষ্ঠা)। ঐ বাগানে তাঁহার বৈঠকখানা ছিল। বণিকেরা তথায় আসিয়া সমবেত হইয়া বাণিজ্য-বিষয়ক পরামর্শ করিতেন।

বৈঠকখানা মহারাষ্ট্রীয় খালের পূর্ব্ব ধারে অবস্থিত ছিল। উড্ সাহেবের খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দের অঙ্কিত মানচিত্রে (১৯০ পৃষ্ঠা), তথায় উহার অধিষ্ঠান ভূমি চিহ্নিত আছে। ঐ অব্দের যে বিজ্ঞাপন খানি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (১৭৪ পৃষ্ঠা) তাহাতেও বৈঠকখানা মহারাষ্ট্রীয় খালের পূর্ব্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ স্থানের এখন আর ওনাম নাই। ঐ নাম এখন কেবল তথায় যাইবার রাস্তার সহিত, অর্থাৎ বৈঠকখানা-ষ্ট্রীটের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে; তাহাও আবার ক্রমে লোপ পাইতেছে। ঐ ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান নাম বৌ-বা-বউ, অর্থাৎ বহুবাজার-ষ্ট্রীট্।

খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দ হইতেই বাঙ্গালায় মহারাষ্ট্রীয়দিগের উৎপাত *। তাঁহারা ভাগীরথী পার হইয়া কলিকাতা নগরে আইসেন নাই;—এরূপ অবস্থায় সহজেই ভ্রম হইতে পারে যে, তাঁহারা ঐ নদী পার হইয়া উহার পূর্ব্ব পারে আসিতে পারিতেন না। কলিকাতা-নিবাসীদিগকে তাঁহাদের কোন উপদ্রব সহ্য করিতে হয় নাই;—এরূপ অবস্থায় সহজেই ভ্রম হইতে পারে যে, যে পারে ঐ নগর স্থাপিত হয়, তাহা মহারাষ্ট্রীয়দিগের অগম্য ছিল;—তাঁহারা পশ্চিম হইতে আসিতেন, মধ্যে ভাগীরথী; ভাগীরথী তাঁহাদের অনতিক্রমণীয় ছিল, অতএব উহার ব্যবধানে বাস করিলে কোন আশঙ্কা থাকিত না। ফল কথা এই যে, ভাগীরথীর পশ্চিম পারে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, উহার পূর্ব্বপারে তখন সেরূপ ছিল না। ঐ দিকে তখন বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ১৭০৪ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৭৭২ অব্দ পর্য্যন্ত মুর্সিদাবাদ বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, এবং তথায় সমস্ত রাজস্ব সংগৃহীত

যে খাল পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাট হইতে বৈঠকখানা-ষ্ট্রীটের দক্ষিণ দিয়া ও ওয়েলিঙ্গ্‌টন্ ইস্কোয়ার ও ডিঙ্গাভাঙ্গার মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল (১২০ পৃষ্ঠা), ঐ খাল উল্লিখিত বৈঠকখানার পশ্চিম দিয়া বেলেঘাটায় পতিত হইত (১৭০ পৃষ্ঠা)। মহারাষ্ট্রীয় খালের যে অংশ বৈঠকখানার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ছিল, তাহা ঐ প্রাচীন খালের অংশমাত্র।

খৃষ্টীয় ১৭৯৪ অব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর যে ঘোষণা-পত্র দ্বারা বর্ত্তমান কলিকাতার পূর্ব্ব সীমা নিরূপিত হয় (১৬৭ পৃষ্ঠা), সেই পত্রের মর্ম্মানুসারে বৈঠকখানা উহার বহির্ভূত স্থান হইয়া পড়ে।

* মাতা শিশুসন্তানকে ইতিহাস-গর্ভ এই খেদ-পূর্ণ গীতটী শিখাইয়া থাকেন——

"ছেলে ঘুমুলো পাড়া জুড়ুলো, বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েচে খাজনা দিবো কিসে॥"

——উহা খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দের পূর্ব্বকার নহে।

থাকিত। তথায় জগৎ শেঠের বাড়ী ছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা খৃষ্টীয় ১৭৪১ অব্দে তাঁহার কুঠী হইতে দুই কোটি টাকা লুঠিয়া লইয়া যান, তাহাতেও তাঁহার বিশেষ ক্ষতি বোধ হয় নাই *।

---

* "Murshidabad is memorable as the residence of the SEATS, the bankers of the Bengal Government, respecting whom Burke remarked in the House of Commons 'that their transactions were as extensive as those of the Bank of England.' The Emperor of Delhi conferred on one of them the title of Jagat Seat, *i. e.*, the banker of the world; Jagat Seat kept all the revenue of Bengal in his treasury at Murshidabad; he was the Rothschild of India, and though plundered of two milions of money by the Mahrattas, when they *luted* Murshidabad, the loss seemed scarcely to be felt by him."—*The Banks of the Bhagirathi.*

এখানে বলা আবশ্যক যে, মহাত্মা জগৎ শেঠ বস্থকদিগের অন্তর্নিবিষ্ট শ্রেষ্ঠী ছিলেন না (১০১ পৃষ্ঠা)। এতদ্বিষয়ে ডাক্তার হণ্টর্ সাহেব বহুতর প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক লিখিয়াছেন——

"Mr Long, in his essay on 'The Banks of the Bhagirathi,' states that 'we find that in 1680 the Seths were a great family, and employed in supplying piece goods to the English merchants' On this it may be remarked that the title of Seth was first conferred on Manik Chand by imperial grant in 1715. The same authority affirms that 'there was a family of Seths in Calcutta in 1717, who were very instrumental in bringing it into the form of a town' In the *Selections from Unpublished Records of Government*, edited by Mr Long, there is another allusion to the Seths, as native merchants at Calcutta. The record bears date 1748, and describes the Seths as coming before the Board, and objecting to the employment of certain other merchants, as being of a different caste to themselves.* Ultimately the usual advance was made to the Seths, on the

---

* উপরি নির্দ্দিষ্ট লিপিখানি এখানে উদ্ধৃত হইল—

"The merchants were now called in and asked what sums they would have affixed to their several names and sets which they now settled at the Board.

The Sets being all present at the Board inform us that last year they dissented to the employing of Fillick Chund, Gosserain, Occore, and Otteram, they being of a different caste and consequently they could not do business with them, upon which account they refused Dadney, and having the same objection to make this year, they propose taking their shares of the Dadney if we should think proper to consent thereto."—*Consultations, May 23rd,* 1748.

প্রাইস্ সাহেবের দ্বিতীয় কারণটী সমালোচিত হইল। তাঁহার প্রথম কারণ এই যে, খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে, অর্থাৎ ইংরাজেরা যখন প্রাচীন কলিকাতায় বসতি করেন, তখন বস্ত্র-বয়নকারীদিগকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতে তাঁহাদের বাসনা ছিল। প্রাচীন কলিকাতার

---

ground 'that they are people who have lived long in this place and are entirely under the protection of the English.' The editor unhesitatingly identifies these Seths with Jagat Seth of Murshidabad; but in the face of the difficulties presented by the above quotation, it is hardly necessary to point out that this identification is very improbable. This question may be settled by reference to another record, dated May 30, 1751, containing the following letter, which merits quotation in full, as illustrating the relations at that time between the English and the Nawab. The letter is addressed to the President of Council, and signed by Ali Vardi Khan :— 'I have heard that Ram Krishna Seth, who lives in Calcutta, has carried goods to that place, without paying the Murshidabad *sayer chouki* duties. I am greatly surprised, and imagine he stands in no fear of any body: for which reason I write you, and send a *chobdar* to bring him, and desire you will be speedy in delivering him over, as he may be soon here. Be expeditious, and act exactly as I have wrote.' To this peremptory demand, the President replied that Seth's father and grandfather were all *dadani* merchants to the Company (*i. e.*, contractors under advance to deliver goods), and that as he was a great debtor to the Company, he could not surrender him. It is evident that this family of Seths is identical with that so often referred to by Mr. Long, and no less evident that they had nothing to do with Jagat Seth."—*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. IX, pages 257-258.*

বণিক ও ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব শ্বেতাম্বরীয় জৈন উভয়ের মধ্যে একই উপাধি থাকায় যে ওরূপ ভ্রম হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে।

প্রশস্য শব্দের উত্তর ইষ্ঠন্ প্রত্যয় করিলে শ্রাদেশ হইয়া শ্রেষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শ্রেষ্ঠ শব্দের অর্থ ধনাধিপতি কুবের, এবং তাহা হইতে উহার ধন, সম্পত্তি ইত্যাদি অর্থ আসিয়াছে। শ্রেষ্ঠ শব্দের উত্তর অস্ত্যর্থে ইন্-প্রত্যয় করিয়া শ্রেষ্ঠিন্ শব্দ নিষ্পন্ন হয়। শ্রেষ্ঠিন্ শব্দ হইতে শ্রেষ্ঠী, অর্থ ধনী।

সন্নিকটে কতকগুলি গ্রাম ছিল, তাহাতে বস্ত্রবয়নকারীদিগের বাস ছিল। প্রাচীন কলিকাতায় বাস করিলে তাঁহাদের ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; এই ভাবিয়া তাঁহারা তথায় কুটী সংস্থাপন করিতে মনস্থ করেন।

মহারাষ্ট্র, তামিল, তেলিঙ্গনা, কর্ণাট প্রভৃতি দেশেও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে। তত্তদ্দেশে উচ্চারণভেদে উহার আকারগত কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। উহা তথায় সেঠ, শেট, শেটী, শেঠ, শেঠী, সেট্টি, সট্টি, শেট্টি, ইত্যাদি আকারে বিকৃত হইয়াছে।—(Wilson's Glossary.)

যে সকল গ্রন্থে ঐ উপাধির ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঐ নাটক কবিবর শূদ্রক রাজার প্রণীত। স্কন্দপুরাণের মতে কলির ৩২৯০ বৎসর গতে শূদ্রক রাজা হন *। এক্ষণে কলির গতাব্দ ৪৯৯৪। অতএব বর্ত্তমান সময়ের ১৭০৪ বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৮৯ অব্দে তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ কাল ধরিতে হইবে। তিনি ঐ নাটক খানি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তে বা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। ঐ নাটকে লিখিত আছে; যথা,—

"স খলু সার্থবাহবিনয়দত্তস্য নপ্তা সাগরদত্তস্য তনয়ঃ সুগৃহীতনামধেয় আর্য্যচারুদত্তো নাম শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি।"

মৃচ্ছকটিক টীকা, নবম অঙ্ক।

সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় লেখক প্লিনি, যিনি খৃষ্টীয় ৭৯ অব্দে পরলোক গমন করেন (৬২ পৃষ্ঠা), তিনি শ্রেষ্ঠীদিগের রোপ্য বাণিজ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন †। তিনি যে "শেঠা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা যে শেঠা (১০১ পৃষ্ঠা), অর্থাৎ শ্রেষ্ঠী শব্দের বহুবচন, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।

---

* "ত্রিষু বর্ষসহস্রেষু কলে র্গতেষু পার্থিব।
ত্রিশতে চ দশন্যূনে হ্যস্যাম্ ভূবি ভবিষ্যতি॥
শূদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ সিদ্ধসত্তমঃ।
নৃপান্ সর্ব্বান্ পাপরূপান্ বর্দ্ধিতান্ যো হনিষ্যতি॥
চর্ব্বিতায়াং সমারাধ্য লপ্স্যতে ভূভরাপহঃ॥"

স্কন্দপুরাণোক্ত কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থা।

† "Gold is very abundant among the DARDÆ, and silver among the SETÆ."—*Mc Crindle's "Megasthenes and Arrian," page* 138.

প্রাচীন কলিকাতার উত্তরে বরাহনগর, দক্ষিণে গোবিন্দ-পুর। যখন যব্ চার্ণক্ প্রাচীন কলিকাতায় কুটী নির্ম্মাণ করেন, তখন,—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে—বরাহনগরে

প্রাচীন গ্রন্থে শ্রেষ্ঠী উপাধি কেবল বৈশ্য-বণিক্‌দিগেরই প্রতি প্রয়োগ আছে। কিন্তু উহা তাঁহাদের বর্ণ-গত উপাধি নহে। উহাতে কেবল ধনাধিক্যই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। অধস্তন কালে ঐ উপাধি আবার অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বসুক উপাধির ন্যায় উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি হইলে জাত্যন্তরে উহার ব্যবহারের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। বৈশ্য অর্থাৎ বসুকেরা পতিত (২৭ পৃষ্ঠা),—এ কথা লোকের অবশ্য স্মরণ ছিল, তাহাতেই বসুক উপাধি এতাবৎকাল জাত্যন্তরে পরিগৃহীত হয় নাই (১৩২ পৃষ্ঠা)।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের ধন-বাচক শব্দে উপাধি (৩০ পৃষ্ঠা)। যত কাল মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল, বৈশ্যেরাই একমাত্র ধনী ছিলেন। তখন তাঁহাদেরই কেবল ধনসঞ্চয়ে অধিকার ও ধনাধিক্য-প্রযুক্ত শ্রেষ্ঠত্ব ছিল। তখন শূদ্রের পক্ষে ধন-সঞ্চয় নিষেধ ছিল (৩২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া আইসে। তখন হইতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ সংহিতার বিধানানুসারে শূদ্রেরা বৈশ্যদিগের সহিত সমকক্ষে বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করেন (১৯ পৃষ্ঠা)। তাহাতেই শূদ্র-দিগের ধনসঞ্চয়ে অধিকার বর্ত্তিয়াছিল। ধনাধিক্য-প্রযুক্তই আবার তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয়। তবে কোন্ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে ঐ বিচার্য্য-মাণ উপাধির ব্যবহার হয়, তাহা স্থির করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহাদের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার ছিল না।

পঞ্চতন্ত্রে বৈশ্য-বণিক্ অর্থেই শ্রেষ্ঠী উপাধির ব্যবহার আছে, যথা,—

"দাক্ষিণাত্যে জনপদে পাটলিপুত্রং নাম নগরম্। তত্র মণিভদ্রো নাম শ্রেষ্ঠী প্রতিবসতি স্ম। তস্য চ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষকর্ম্মাণি কুর্ব্বতো বিধিবশাদ্ ধনক্ষয়ঃ সঞ্জাতঃ। ততো বিভবক্ষয়াদপমানম্পরয়া পরং বিষাদং গতঃ।"

তন্ত্রম্ ৫, কথা ১।

পঞ্চতন্ত্র খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত (১৮ পৃষ্ঠা)। অতএব ঐ শতাব্দীতে শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার না থাকাই সপ্রমাণ হইতেছে।

ওলোন্দাজদিগের কুটী ছিল। কাপ্তেন্ আলেক্জান্দার্ হামিল্টন্ সাহেব, যিনি খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে বৎসরাবধি প্রাচীন কলিকাতায় অবস্থিতি করেন (১৬৪ পৃষ্ঠা), তিনি

এক সময়ে শ্রেষ্ঠীদিগের এরূপ প্রতিষ্ঠা ছিল যে, শ্রেষ্ঠী, এই উল্লেখ মাত্রই তাঁহাদিগের অপর কোন পরিচয়ের আবশ্যক হইত না; উহাতেই তাঁহাদিগের জাতি-বিষয়ক সম্যক্ উপলব্ধি হইত। অধস্তন কালে ঐ উপাধি জাতিনির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হওয়ায়, তাঁহাদের সে প্রতিষ্ঠা নষ্ট হইয়া যায়।

জটাধর আচার্য্যের মতে শ্রেষ্ঠী শব্দে শিল্পী ও বণিক উভয়ই হইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন—

"শিল্পিবণিজাং শ্রেষ্ঠে॥"

বাচস্পত্যধৃত জটাধরের বচন,
"শ্রেষ্ঠিন্" শব্দে।

কোন্ সময়ে জটাধর বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহার কোন নির্দ্দেশ নাই। পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তিনি খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে বিদ্যমান ছিলেন *। অতএব বলিতে হইবে যে তাঁহার সময়ে শ্রেষ্ঠী উপাধি শিল্পীদিগের মধ্যেও ব্যবহৃত ছিল।

এ স্থলে বলা বাহুল্য যে, বস্থকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠী উপাধি অতি প্রাচীন (২০২ পৃষ্ঠা)। মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহারাই প্রথমে ধনী ছিলেন (৩৩ পৃষ্ঠা)। অতএব তাঁহাদের মধ্যে ঐ উপাধির প্রথম ব্যবহার থাকা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাদের যে যে শ্রেণীর মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার হয়, সেই সেই শ্রেণীগত ব্যক্তির নামের অন্তে বর্ণবাচক বস্থক উপাধির ব্যবহার লোপ হইয়া যায়, এবং উহা স্বতন্ত্র ভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। অধস্তন কালে উহা জাতি-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হওয়ায় যেরূপ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, পুরাকালে উহা কেবল বৈশ্যদিগের মধ্যে আবদ্ধ থাকায় সেরূপ গোলযোগের কোন আশঙ্কা ছিল না। এখন শ্রেষ্ঠী-উপাধি-বিশিষ্ট জাতি বণিক্ কি শিল্পী ইত্যাদিরূপ বিতণ্ডা হইয়া থাকে, কিন্তু পূর্ব্বে তাহা ছিল না। গোবিন্দপুরের স্থাপন-কর্ত্তা শ্রেষ্ঠ-উপাধি-বিশিষ্ট বস্থক-বংশীয়েরা যে বণিক্, তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসাদি সমালোচনায় তাহা সম্যক্ প্রতিপাদিত হইয়াছে। তাঁহারা

---

* H H Wilson's Sanskrit Dictionary, First Edition, Calcutta 1819. Preface.

তাঁহাদের তত্রত্য কুটী বা দুর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন *।

শিল্পী নহেন। গোবিন্দপুর হইতে তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা ইংরাজদিগের "দাদনি-বণিক্" ছিলেন *। গোবিন্দপুরে আসিবার পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে তাঁহাদের বাস ছিল (১১৮ পৃষ্ঠা)। তথায় তাঁহাদের এখনও জমী আছে †।

আজকাল গুর্জ্জররাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র, তামল, তেলিঙ্গনা, কর্ণাট ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বৈশ্যেরা বসুক উপাধির পরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠী উপাধিকে বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে যে বসুক উপাধির ব্যবহার ছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে (১১৩—১১৭ পৃষ্ঠা)। শ্রেষ্ঠী উপাধি বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি হইলে, বসুক শব্দের পরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠী শব্দেই বৈশ্য-বণিক্-প্রদত্ত কর অর্থ প্রতিপাদন করিত, তাহাও আবার খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যে বলিতে হইবে। যে হেতু ঐ শতাব্দীর মধ্যে বৈশ্যেরাই একমাত্র বণিক্ ছিলেন, এবং তাঁহাদেরই কর-দায়িত্ব ছিল (১১৫ পৃষ্ঠা)। যখন বসুক বা বসক শব্দে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কর বুঝাইয়া থাকে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে মহারাষ্ট্র দেশে বসুকেরাই বণিক্ ছিলেন, ও রাজা তাঁহাদিগের নিকট যে কর আদায় করিতেন, তাহাই তাঁহাদের নামানুসারে বসুক বা বসক আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে অনুমিত হয় যে, অন্যান্য স্থানীয় বৈশ্যদিগের মধ্যেও ঐ উপাধির ব্যবহার ছিল। যে কারণে আবার মহারাষ্ট্র দেশে বসুক উপাধির পরিবর্ত্তে শ্রেষ্ঠী উপাধির ব্যবহার হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয় সেই কারণেই অপরাপর স্থানেও ঐ উপাধির ব্যবহার হইয়া থাকিবে।

জৈন ও বসুক ভিন্ন বাঙ্গালা দেশে সুবর্ণ-বণিক্ ও তৈলকারদিগের মধ্যেও ঐ উপাধির ব্যবহার আছে।

* "Barnagul is the next Village on the River's Side, above *Calcutta*, where the *Dutch* have an House and Garden. * * * The *Dutch* Shipping anchors there sometimes, to take in their Cargoes for *Batavia*. And those are all that are remarkable at *Barnagul* or *Barnagur*."—*Hamilton's East Indies, Vol. II, pages* 18-19.

---

* "The Seats (a Gentoo Cast, so called) and the other Company's Dadney merchants * * provided their investments until the year 1753."—*Holwell's India Tracts, page* 283.

† "The ancient family of the Seths, the great native bankers of the last century, who settled in Calcutta on its first establishment, still own lands in this locality" (*i. e.* in Saptagram) --*Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. III., page* 307.

তাঁহার গ্রন্থে বরাহনগর কলিকাতার নিজ উত্তরে বলিয়া লিখিত আছে *। খৃষ্টীয় ১৭৫২ অব্দেও ওলোন্দাজদিগের তথায় বাস ছিল, তখন তাঁহাদের সহিত ইংরাজদিগের বিরোধ ছিল †। খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দে আবার দেখা যায় যে, তথায় ইংরাজদিগের আরঙ্গ ছিল, এবং ঐ বৎসর ঐ আড়ঙ্গে বস্ত্রাদি-বয়নকার্য্যে ৭৩০১৫৲ টাকা খাটান হয় ‡। অতএব তখন হইতে, বা উহার দুই এক বৎসর পূর্ব্বে বরাহনগর ইংরাজ-দিগের হস্তগত হইয়া থাকিবে। খৃষ্টীয় ১৭৭০ অব্দে টাযেফেন্-টালার্ (Tiefentaller) বাঙ্গালা দর্শন করেন। তিনি বলেন

---

* পূর্ব্বে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দের পর ও খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে প্রাচীন কলিকাতার উত্তরাংশের, অর্থাৎ বরাহনগরের নিজ দক্ষিণবর্ত্তী স্থানের সূতালুটী আখ্যা রূঢ় ভাব অবলম্বন করে (১৬৪ পৃষ্ঠা)। কিন্তু যখন কাপ্তেন্ আলেক্জাণ্ডার্ হামিল্টন্ সাহেব কলিকাতায় বাস করেন, তখন—অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে—উহা প্রাচীন আখ্যায় অর্থাৎ কলিকাতা নামেও বিখ্যাত ছিল। এই জন্য উপরি উদ্ধৃত তাঁহার বচনে উহার কলিকাতা আখ্যাই দৃষ্ট হয়। তাঁহার সময়েও বর্ত্তমান কলিকাতা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, এক ভাগের নাম গোবিন্দপুর (১১৯ পৃষ্ঠা), অন্য ভাগের নাম কলিকাতা বা প্রাচীন কলিকাতা (২০০ পৃষ্ঠা)। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৯২ অব্দে বর্ত্তমান কলিকাতার যেরূপ বিভাগ দৃষ্ট হয় (১২১ পৃষ্ঠা), তাঁহার গ্রন্থেও তদ্রূপ রহিয়াছে।

ভ্যান্‌ডেন্ ব্রুক্ সাহেবের সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৬০ অব্দে বরাহ-নগরের অব্যবহিত পরে সূতালুটী নামে একটী স্বতন্ত্র গ্রাম ধরিলে খৃষ্টীয় ১৭০৬ অব্দে উহার এক নূতন আখ্যা, অর্থাৎ কলিকাতা আখ্যা হইবার বিষয়ে কোন যুক্তি দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যখন খৃষ্টীয় ১৭০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৭০২ অব্দ পর্য্যন্ত প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণাংশেরও সূতা-লুটী আখ্যা পাওয়া যাইতেছে, তখন তাঁহার সময়ে সূতালুটী প্রাচীন কলিকাতার একটী সাধারণ নাম বলিয়াই ধার্য্য করা কর্ত্তব্য (১৮৮ পৃষ্ঠা)।

† Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol I, page 31

‡ *Ibid*, pages 63-64.

যে, বরাহনগর বাফ্‌ত্‌ (১০২ পৃষ্ঠা) নামক বস্ত্র-বিশেষের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল *। এখনও ওবিষয়ে বরাহনগরের কতক্‌টা খ্যাতি আছে। খৃষ্টীয় ১৬২৫ অব্দে ওলোন্দাজেরা বাঙ্গালায় আগমন করেন (১৪৯ পৃষ্ঠা)। বরাহনগরে বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়দিগের কার্য্যালয় দেখিয়া, তাঁহারা বোধ হয়, তদবধি তথায় বসতি করিয়া থাকিবেন। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ বা ৫৪ অব্দ পর্য্যন্ত তথায় তাঁহাদের কুটী ছিল। বরাহনগরে থাকিতে থাকিতেই, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে হুগ্‌লি রাজকীয় বাণিজ্য-বন্দর হইয়া উঠে, তদবধি চুঁচুড়াতেও তাঁহাদের কুটী নির্ম্মিত হয় (১৫০ পৃষ্ঠা)।

প্রাচীন কলিকাতার দক্ষিণে গোবিন্দপুর। যখন ইংরাজেরা কলিকাতায় আসিয়া কুটী সংস্থাপিত করেন, তখন গোবিন্দপুরে ব্রাহ্মণ ও শ্রেষ্ঠ্যাদি-উপাধি-বিশিষ্ট বস্নুকদিগের বাস ছিল †। ব্রাহ্মণদিগের বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে সমালোচনা হইযাছে (১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠা)। বস্নুকদিগের তখনও বস্ত্র-বাণিজ্য ছিল। যদবধি বস্ত্রবয়ন-কারী তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায আসিয়া বসতি না করিয়াছিলেন, তদবধি,

---

* Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. I, pages 379 foot-note

† বস্নুকদিগের মধ্যে বসাক উপাধি বাদে এখন চারিটী উপাধি আছে, তখন তিনটী ছিল। সেই তিনটীর নাম, যথা দত্ত, শ্রেষ্ঠী ও মল্লিক। হাওয়া-লাদার উপাধি অত পূর্ব্বকার নহে। ওগুলি তাঁহাদের বর্ণগত উপাধি নহে। ওগুলি নানা কারণে অধস্তন কালে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেণীবিশেষে ব্যবহৃত হইযাছে।

দত্ত উপাধি—দত্ত 'দা' ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ বোধ হয় ধন-দত্ত, অর্থাৎ কোথাও না কোথা হইতে ধন-প্রাপ্ত। তাহাতে ধনী অর্থ আসিতে পারে। কিন্তু উহা ধন-বাচক শব্দ নহে।

অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দ পর্য্যন্ত (১৮৭ পৃষ্ঠা), বসুকেরা বরাহনগরস্থ বস্ত্র-বয়নকারীদিগের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইয়া তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত হাটে (১৪৭ পৃষ্ঠা) বিক্রয় করিতেন। অপরাপর স্থান অপেক্ষা বরাহনগরের সন্নিকটে ঐ হাট স্থাপিত করা বিবেচনাসিদ্ধ হইয়াছিল। প্রাচীন কলিকাতা ও বরাহনগর উভয়ের মধ্যে নদনদী বা যাতায়াতের কোন অসুবিধা ছিল না, সহজেই পণ্যদ্রব্য আসিত; এবং ঐ হাট একটী প্রাচীন গ্রামের নিকটবর্ত্তী থাকায় তথায় বহুলোকের

দত্ত যে পূর্ব্বে কেবল বৈশ্যের প্রতি প্রযোগ ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে যমসংহিতায় পাঠ করিয়াছি (৩১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু উহা বৈশ্যের বর্ণ-গত উপাধি নহে। সারস্বত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় "দত্ত-ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত আছেন *। মৃচ্ছকটিক নাটকোল্লিখিত চারুদত্ত (২০২ পৃষ্ঠা) বৈশ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণ নহে। তাঁহার শূলারোহণে প্রাণদণ্ড হইবে—শাস্তি হইল—শুনিয়া যখন তাঁহার স্ত্রী চিতায় আরোহণ করিতে যান, তখন বিদূষক বলেন যে,—

"ভোদিাএ দার বহ্মণীএ ভিণ্ণত্তণেণ চিদাহিরোহণং পাবমুদাহরন্তি রিসীও।"

মৃচ্ছকটিক নাটক, ১০ম অঙ্ক।

ব্রাহ্মণী ভিন্ন যদি কেহ চিতাধিরোহণ করেন, তাহার পাপ হয়,—ঋষিরা এই প্রমাণ দেন।

ব্রাহ্মণ ও বসুক ভিন্ন, বৈদ্য, কায়স্থ, সুবর্ণ-বণিক্, কাংস-বণিক, গন্ধ-বণিক, শঙ্খ-বণিক, তন্তুবায, স্বর্ণকার, তাম্বিল, কুডি ও বারুইদিগের মধ্যেও এই উপাধি লক্ষিত হয়।

হাওয়ালাদার ও শ্রেষ্ঠী উপাধির বিষয় ইতিপূর্ব্বে সমালোচিত হইয়াছে (১৭১-১৭৩ ও ২০১-২০৫ পৃষ্ঠা)।

মল্লিক উপাধি—জনপ্রবাদানুসারে মল্লিক বা মল্লীক উপাধি নবাব ও বাদশাহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। উহা বোধ হয় "মল্লক" শব্দের অপভ্রংশ। অর্থ রাজা।

---

* Indian Caste By the late John Wilson, D D. F. R. S., Bombay, 1877; Vol. II, page 130

সমাগম হইত। খৃষ্টীয় ১৬৩২ অব্দে তন্তুবায়েরা প্রাচীন কলিকাতায় আসিয়া বসতি করেন (১৯১ পৃষ্ঠা)। তদবধি বস্ত্রকদিগেরও তথায় কার্য্যালয় স্থাপিত হয় (১৪৭ পৃষ্ঠা)। তন্তুবায়েরা ঐ কার্য্যালয়ে থাকিয়া বস্ত্রবয়নাদি কর্ম্ম আরম্ভ করিলে, ঐ হাটেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে (১৮৭ পৃষ্ঠা)।

অধ্যাপক উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, দাক্ষিণাত্যের রাজাদিগের মধ্যে সাধারণতঃ "মল্লক" উপাধি লক্ষিত হয়। তিনি মৃচ্ছকটিক নাটকের অষ্টম ও নবম অঙ্কের স্থানবিশেষে "মল্লকপ্রমাণম্" এই পাঠ অনুমান করেন। সেরূপ পাঠে তিনি এই অর্থ করেন যে, তত্তৎ প্রদেশে গ্রন্থকর্ত্তা আরবী "মেলেক্" অর্থাৎ রাজা অর্থ প্রকাশ করিবার কল্পনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু কি প্রকারে বা কোন্ সময়ে ঐ শব্দটী ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিল, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন *। যদি আরবী হইতে ঐ শব্দটীর সংস্কৃত ভাষায় আসা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে উহার আসিবার অনেক উপায় ছিল।

মৃচ্ছকটিক নাটক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অন্তকালে বা খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত হয় (২০২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরবীয়দিগের ভারতে যাতায়াত হয় (৫৭ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা ভারতে আসিয়া যথায় বসতি করেন, তথায় তাঁহাদের ভাষাও প্রচলিত হয়। ভারতীয় লোকের সহিত তাঁহাদের কথোপকথন চলিলে, অনেকে তাঁহাদের

---

* "The term used to designate his" (*i. e.*, Sakara's) "family importance in this place" (*i. e.*, in the eight act), "and again in the ninth act, is *Mallaka-pramanam. Mallaka* is said by the Commentator to mean a leaf used to wrap up anything, and that the Sakara intends to say *samudra*, the ocean, but this seems very gratuitous. *Mallaka*, as synonymous with *malla*, is a very common name amongst the princes of the Dekhin, and perhaps the Sakara may intend to compare his family to theirs. It might be thought not impossible that the author intended to express the Arabic term *Melek* a king, but how or when did this word find its way to India?"—*Select Specimens of the Theatre of the Hindus translated from the Original Sanskrit. By H. H. Wilson, Esq., M. A., F. R. S., 3rd Edition: London;* 1871; *Vol. I, page* 134, *foot-note.*

প্রাইস্ সাহেবের প্রথম কারণটীও দ্বিতীয় কারণের ন্যায় তত প্রাচীন কালে প্রবর্ত্তিত ছিল না। ইংরাজদিগের প্রথম বসতি কালে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে তথায় যে বস্ত্রবয়ন-কারীদিগের বাস ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে;

ধর্ম্মও অবলম্বন করেন। এরূপ অবস্থায় আরবী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় শব্দের অনুপ্রবেশ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

কিন্তু মল্লক সংস্কৃত শব্দ বলিয়া বোধ হয়। মনুসংহিতায় "মল্ল" শব্দের ব্যবহার আছে (মনু ১০।২২, ৬ পৃষ্ঠা)। মল্ল নামে এক শ্রেণীয় (ব্রাত্য) ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম প্রজাপালন (৩ পৃষ্ঠা), তাহাতে মল্ল * শব্দে রাজা অর্থ আসিতে পারে। তৎপরে স্বার্থে 'ক'-প্রত্যয় হইয়া মল্লক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গোয়ালিয়ারের কোন কোন রাজার মল্ল উপাধি ছিল ("সেন রাজগণ", ৩৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরবীয়দিগের ভারতে যাতায়াত হয়। তাহাতেই ঐ শব্দটী আরবীয় ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। আরবীয় মেলেক্ শব্দ উহার বিকৃতিমাত্র।

মুসলমান রাজাদিগের অধিকার-কালে মল্লিক উপাধির অতিশয় গৌরব ছিল। রূপ ও সনাতন, দুই ভ্রাতা গৌড়াধিপতি হোসেন্ সার মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মর্য্যাদা বর্দ্ধন করিয়া রাজা তাঁহাদিগকে "মল্লিক" উপাধি অর্পণ করেন ("গৌড়ে ব্রাহ্মণ," ২২৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৪৯৯ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ১৫২০ অব্দ পর্য্যন্ত হোসেন্ সা বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। অতএব ঐ উপাধি চারিশত বৎসরের প্রাচীন। কিন্তু উহা তদপেক্ষা পূর্ব্বকার কি না; বলিতে পারা যায় না। বর্ত্তমান সময়ে যে যে শ্রেণীর মধ্যে ঐ উপাধি দৃষ্ট হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মুসলমান রাজাদিগের শাসনতন্ত্রে সমুন্নত মহতী পদবী লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বলা পুনরুক্তিমাত্র।

বয়ক ভিন্ন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সুবর্ণ-বণিক্দিগের মধ্যে ঐ উপাধির ব্যবহার আছে। মুসলমানদিগেরতো কথাই নাই।

---

* মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কর্ণুল্ জিলার অন্তঃপাতী "রাম-মল্ল-কোট" নগর এখন বিকৃত করিয়া "রামাল্লকোট" (Ramallakot) রূপে লিখিত বলিয়া বোধ হয়। এখানে মল্ল শব্দে রাজা বুঝাইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশেও মল্ল শব্দ ঐ অর্থে ব্যবহৃত ছিল। কবিকঙ্কণচণ্ডীকাব্যে উহা ঐ অর্থেই প্রয়োগ হইয়াছে, যথা "মেদিনীমল্ল" (১৪৮ পৃষ্ঠা)।

তাঁহাদিগেরই বাসের কারণ কলিকাতার সুতালুটী আখ্যা হয় (১২২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু তথায় বস্ত্রবয়নকারীদিগের বসতি থাকিলেও, ইংরাজ-বণিকেরা যে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করেন নাই, তা অনারেবল্ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাহাদুরের প্রাচীন লিপি দ্বারা সপ্রমাণ হয়। নিম্নে তদ্বিষয়ক একখানি লিপি উদ্ধৃত হইল। তাহাতে লিখিত আছে—

বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যে কলিকাতায় এত অধিক সংখ্যক লোকের বাস, এবং যেখানে নিশ্চয়ই অনেক তন্তুবায় আছে, এমন স্থান আমাদিগের পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকারেই আসিতেছে না। বণিকেরা ঐ সকল উপকারী ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিয়া এতাবৎ কাল যে সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা সমভাবেই ইতিপূর্ব্বে সহজেই প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু ঐ সকল বণিক্‌দিগের ব্যবহারে এই এক উপকার হইয়াছে যে, এক্ষণে আপনাদিগকে উপায় অন্বেষণ করিতে হইয়াছে; অন্যথা আপনারা কখনই ওরূপ উপায় চিন্তা করিতেন না। আপনারা এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে, আমাদিগের সীমার মধ্যে অনেক প্রকার উত্তম উত্তম দ্রব্য সুলভ মূল্যে প্রস্তুত হয়, এবং উহা কোন মধ্যস্থ ব্যক্তির দ্বারা না লইয়া, স্বয়ং নির্ম্মাতাদিগের নিকট প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, কেবল যে আমাদিগের সীমাস্থ তন্তুবায়দিগকে উৎসাহ প্রদান করা আমাদিগের পক্ষে সুবিধা-জনক, এমন নহে, সর্ব্বত্র চেষ্টা করিয়া যতই তন্তুবায় আনাইয়া আমা-দিগের আশ্রয়ে বাস করান যাইতে পারে, ততই আমাদিগের সুবিধা। অতএব আশা করি যে, আপনারা সাধ্য মতে চেষ্টা করিবেন যাহাতে উহা সম্পন্ন হয়। আমাদের বিশ্বাস যে, সে দিন আগতপ্রায়, যে দিন অধিকাংশ মুদ্রাই আপনারা আপন সমক্ষে খাটাইতে পারিবেন *।

---

* "It has appeared to us as very extraordinary that so exceeding populous a place as Calcutta is, and no doubt inhabited by great numbers of weavers, should be of so little immediate benefit to us, the merchants have employed those useful people, and have hitherto run away with the advantage which we might with equal ease have obtained But thanks to the conduct of those merchants which have drove you to expedients which might not otherways have been thought of; you now find many sorts of goods are fabricated within our bounds, cheap and

এই লিপি খানি খৃষ্টীয় ১৭৫৫ অব্দে লিখিত। ইহা প্রাইস্ সাহেবের বিচার্য্যমাণ গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন। পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণের সহিত (২০৫ পৃষ্ঠা) এই লিপির অর্থসমন্বয় করিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদিগের প্রাচীন কলিকাতায় কুটীসংস্থাপনের কাল হইতে, এমন কি, খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত, তত্রত্য বস্ত্রবয়নকারীদিগের সহিত তাঁহা-দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্যই ছিল না। যাঁহাদিগের সহিত ইংরাজ-বণিক্‌দিগের এতাবৎকাল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চলিয়াছিল, তাঁহারা বস্ত্র-বণিক্। বস্ত্রবণিক্‌দিগের মধ্যস্থেই ইংরাজেরা এতাবৎকাল বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছিলেন। ঐ সকল বস্ত্র-বণিক্ বস্ত্রবয়নকারীদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতেন; সে গুলি প্রস্তুত হইলে ইংরাজ-দিগকে বিক্রয় করিতেন। যে প্রণালীতে বস্ত্র-বণিক্‌দিগের সহিত ইংরাজদিগের কার্য্য চলিয়া ছিল, বোল্‌ট্ সাহেব অতি বিশদরূপে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

যখন সেই সুমহান্ মোগল-সম্রাট্ ফরক্‌সিয়ার ইংরাজদিগকে যাব-তীয় রাজস্ব হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহার সেই সনন্দপত্র খানি প্রদান করেন (১৬৩ পৃষ্ঠা,) তখন তাঁহাদিগের ব্যবসায় ও আইন-অনুসারে অধিকৃত জমী, উভয়ই অতি সামান্য ছিল। ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ হই-য়াছে যে, ঐ সনন্দপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগের প্রত্যেক কুটীর জমী চল্লিশ বিঘার মধ্যেই নিরূপিত থাকিত (১৬৪ পৃষ্ঠা)। সেই সময়ে, এবং তাহার

---

of good qualities, and may be had at the first hand. As it is evidently for our interest therefore to encourage not only all the weavers now in our bounds, but likewise to draw as many others as possible from all countries to reside under our protection, we shall depend on your utmost efforts to accomplish the same; and shall hope the time is not far off wherein we shall find a great share of your investment made under your own eyes."—*Letter from the Court of Directors, January 31st,* 1755, *para.* 54 *In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol.* 1., *pages* 64-65.

পরও অনেক বৎসর ধরিয়া, এমন কি খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত, কোম্পানী বাহাদুর বাঙ্গালায় সামান্যতঃ এই দেশীয় বণিক্‌দিগের সহিত চুক্তি অনুসারে পণ্যদ্রব্য সকল সংগ্রহ করিতেন ;—উহাই তাঁহাদের তখনকার প্রথা ছিল। ঐ সকল বণিক্ কিয়দংশ মূল্য অগ্রে লইতেন। সেই অগ্রিম মূল্যকে "দাদনি-বায়না" বলিত। বণিকেরা "দাদনি-বণিক্" নামে অভিহিত হইতেন। ঐ সকল দাদনি-বণিক্ রাজদণ্ডের ভয়ে নিরূপিত সময়ে ও নিরূপিত মূল্যে পণ্য-দ্রব্য সকল চুক্তি অনুসারে কোম্পানীর প্রধান কুটীতে আদায় দিতেন, এবং যখন তাঁহারা, বা তাঁহাদিগের কর্ম্মচারী কেহ নিয়মভঙ্গদোষে দোষী হইতেন, তখন তাঁহারা অবশ্যই আইনমতে দায়িক হইতেন *।

ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, প্রাচীন কলিকাতায় কুটী সংস্থাপনাবধি খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা তত্রত্য বস্ত্র-বণিক্ ব্যতিরেকে তত্রত্য বস্ত্রবয়নকারীদিগের কোন সন্ধান রাখিতেন না †। তাঁহাদের মধ্যে দাদনি প্রথা

---

† ইতিপূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কলিকাতায় বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগের বসতি হয়, ও সেই জন্য উহার অধস্তন আখ্যা সূতালুটী (১২২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দের পূর্ব্বে তাঁহাদিগের সহিত ইংরাজ-বণিক্‌দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন কার্য্যই হইত না (২১১ পৃষ্ঠা)। তাঁহারা তাবৎকাল পর্য্যন্ত বসুকদিগের কর্ম্মে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বসুকদিগের উৎসাহে ও উদ্যমেই তাঁহাদের কলিকাতায় আসিয়া বসতি (১৯০ পৃষ্ঠা)।

---

* "When the Grand Mogul, Furrukhseer, granted his firmaun for exempting the English from the payment of all duties, their trade was very insignificant, as well as their legal possessions of lands, which, as we have seen, were by the firmaun circumscribed within *forty begas*, or about *fifteen acres* round every factory At that time, and also for many years afterwards, even down to the year 1753, it was the custom for the Company in Bengal generally to provide their goods upon contracts with the merchants of the country, who received a part of the money in advance, which were called *dadney-advances*. These merchants, who were known by the appellation of *dadney-merchants*, contracted under penalties, to deliver the goods, at stated times and prices, at the Company's principal settlement, and were of course amenable to the laws of the country when they or their agents were guilty of any irregular practices."—*Bolt's Considerations on India Affairs, Part* **1**, *Vol.* 1., *pages* 190-191.

প্রচলিত থাকায় (১০০ পৃষ্ঠা),—তাঁহারা অপরাপর স্থানের ন্যায়, কলিকাতাতেও বস্ত্রবণিক্দিগকে দাদনি দিতেন *। সেই জন্য তত্রত্য বস্ত্র-বণিকেরাও "দাদনি-বণিক্" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। উল্লিখিত দাদনি-বণিকেরা দাদনি পাইয়া তত্রত্য বস্ত্র-বয়নকারী তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইয়া ইংরাজদিগকে বিক্রয় করিতেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৪৭ অব্দের পূর্ব্বে ইংরাজেরা বসুক ভিন্ন অপর কোন জাতিকে দাদনি দিয়া কলিকাতায় বস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতেন না;—ঐ অব্দে ওরূপ করায় বসুকেরা আপত্তি করেন (২০০ পৃষ্ঠা) †।

---

* নিম্নে উদ্ধৃত লিপি খানি পাঠ করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, বণিকেরাও দাদনি না পাইলে ইংরাজদিগকে বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতেন না—

"Your Honors, in the nineteenth paragraph of your orders of the 27th January, complain that there are several sortments of goods ordered in the lists of investments for some years past which have not been sent you The reasons for not complying with your orders therein, were, that the merchants refused to contract for them without a large advance therein"—*Despatches to the Court of Directors, January 13th, 1749, para. 54. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page 20.*

† বলা বাহুল্য যে অপরাপর স্থানে তন্তুবায়দিগের সহিত ইংরাজদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চলিয়াছিল। সম্রাট্ ফরক্সিয়ারের প্রদত্ত খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের সনন্দ-পত্রে (১০০ পৃষ্ঠা), তৎপূর্ব্বে নবাব সায়েস্তা খাঁর প্রদত্ত খৃষ্টীয় ১৬৭২ অব্দের সনন্দ-পত্রে, ও তদপেক্ষা বহু পূর্ব্বতন সুল্তান্ সুজার প্রদত্ত খৃষ্টীয় ১৬৫৬ অব্দের সনন্দ-পত্রে তন্তুবায়দিগের সহিত ইংরাজদিগের কার্য্যঘটিত সম্বন্ধের উল্লেখ আছে *। ঐ সকল তন্তুবায়েরাও বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন,—বস্ত্র-বয়নকারী ছিলেন না, যেহেতু খৃষ্টীয় ১৭৫৩

---

* Stewart's History of Bengal, Appendices, Nos. III & II.

ইংরাজদিগের কলিকাতায় আগমনকাল হইতে তত্রত্য বস্থকদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ প্রকার বাণিজ্য চলিয়াছিল। প্রাইস্ সাহেব বস্ত্র-বণিক্ বস্থক ও বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়দিগের বৃত্তিগত পরস্পর ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বস্ত্র-বণিক্দিগের পরিবর্ত্তে বস্ত্রবয়ন-কারী-দিগের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করিবার মানসে ইংরাজ-দিগের কলিকাতায় বাস বলিয়া অবধারিত করিয়াছেন। দাদনি-বণিক্দিগের দ্বারা বস্ত্রাদি সংগ্রহ করা ইংরাজদিগের যে প্রাচীন প্রথা ছিল, খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ হইতে তাহা উঠিয়া যায়। তদবধি বস্ত্র-বয়নকারীদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্যারম্ভ হয় *। প্রাইস্ সাহেব ইংরাজদিগের এই অধস্তন কালীন প্রথাটী দেখিয়া বোধ হয় ওরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া থাকিবেন। এইরূপ ভ্রম মূলে বস্থকদিগের তন্তুবায়

অব্দ পর্য্যন্ত কেবলমাত্র বস্ত্র-বণিক্দিগের সহিত ইংরাজদিগের কার্য্য চলিয়াছিল (২১৩ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজেরা—কলিকাতায়—বস্থক ভিন্ন অন্য কোন জাতির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করেন নাই। তাবৎ কাল পর্য্যন্ত কলিকাতা-নিবাসী তন্তুবায়েরা বস্ত্রবয়নকারী ছিলেন, বস্ত্র বণিক্ ছিলেন না। কাজে কাজেই তাঁহাদের সহিত ইংরাজদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চলে নাই।

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে যখন পাড়াবিলী হয়, তখন বস্ত্রবয়নকারী তন্তুবায়দিগেরও পাড়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তাঁহারা যখন যাঁহাকে চৌধুরী মানিতেন, তিনি তখন তাঁহাদের প্রতিনিধিস্বরূপ সরকারি কার্য্যে হাজির হইতেন। মণ্ডলেরা তাঁহাদের কার্য্যাদির হিসাব রাখিতেন (১৭৬ পৃষ্ঠা)। ইংরাজ-বণিকেরা যে সকল বস্ত্রবয়নকারীকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা, বোধ হয় পাড়াবিলী হইলে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দে ফোর্ট্ উইলিয়ম্ নামক প্রাচীন দুর্গের (১২০ পৃষ্ঠা) চতুঃপার্শ্বে আসিয়া বসতি করেন। নিম্নে এক খানি লিপি উদ্ধৃত হইল; তাহাতে তথায় তাঁহাদের বাসের বিষয়ে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐ লিপি খানি এই—

আখ্যা আসিয়া পড়িয়াছে *। বস্নকদিগের সহিত ইংরাজদিগের চিরাগত কার্য্যঘটিত সম্বন্ধ থাকায় অধস্তন-কালীন লেখকেরা প্রাইস্ সাহেবের এই ভ্রমাত্মক যুক্তিটীকে সত্য মনে করিয়া তাঁহাদের তন্তুবায় জাতিত্ব সাব্যস্ত করিয়া

"The provision of the investment in and about Calcutta by Gomastahs, on the plan which subsisted before the troubles, was so beneficial to the Company that we cannot think of a better. You are, therefore, to pursue that method, with every addition that can be suggested and shall be found reasonable for its improvement In particular we earnestly recommend your giving every possible encouragement to bring the weavers to settle in and about the neighbourhood of Fort William on both sides the river; particularly into the thirty-eight villages lately acceded to us by the treaty with the Nabob, that as many articles as possible of your investment may be provided in and near the principal Settlement, particularly with respect to some of the Dacca, Cassajara, and Santipore sortments, which we are satisfied may be attempted with good success, as well as the coloured sortments of the Calcutta investments"—*Letter from the Court of Directors, March 3rd, 1758, para 25. In Long's Selections from Unpublished Records of Government, Vol. I, page 121.*

খৃষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দে ইংরাজদিগের কলিকাতার আড়ঙ্গ উঠিয়া যায়। তখন মান্‌চেষ্টার হইতে সুলভ মূল্যে বস্ত্রাদি সরবরাহ হইতে লাগিল। তদবধি ফোর্ট উইলিয়ম্ নামক প্রাচীন দুর্গের চতুঃপার্শ্ব হইতে তন্তুবায়দিগের বাসও উঠিয়া যায়।

* প্রাইস্ সাহেব যেরূপ বলেন, যদি তাহাই ধরা যায়,—অর্থাৎ ইংরাজদিগের কলিকাতায় কুটীসংস্থাপন কালে বস্ত্রবয়নকারীদিগকে নিযুক্ত রাখিয়া বস্ত্রাদি বয়ন করাইয়া লইতে তাঁহাদের বাসনা ছিল বলিয়াই ধরা যায়,—তাহা হইলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঐ বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তাবৎ কাল পর্য্যন্ত বস্ত্রবণিক্‌দিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য চালাইতে হইয়াছিল। যদি এই তথ্যটী প্রচারিত হইত, তাহা হইলে কখনই বস্নকদিগের তন্তুবায় আখ্যা হইয়া আসিত না। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহাদের কার্য্যঘটিত সম্বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাঁহারা বস্ত্র-বণিক্ ছিলেন, বস্ত্র-বয়নকারী ছিলেন না,—এ বিষয়ের প্রমাণ তাঁহাদের প্রাচীন লিপি হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

থাকেন।° বসুকদিগের তন্তুবায় আখ্যা কোন ক্রমে খৃষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দ অপেক্ষা, এমন কি, প্রাইস্ সাহেবের উল্লিখিত গ্রন্থ অপেক্ষা, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৭৮২ অব্দ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয় না।

ব্যবসায়ের কথা দূরে থাকুক, অধস্তন কালের উপাধি লইয়া বিচার করিলেও বসুকদিগের তন্তুবায়-জাতিত্ব সপ্রমাণ হয় না। তাঁহাদের মধ্যে দত্ত, শ্রেষ্ঠী, মল্লিক ও হাওয়ালাদার (হালদার) উপাধি আছে। ইতিপূর্ব্বে ঐ সকল উপাধির বিষয় সমালোচিত হইয়াছে। সেরূপ সমালোচনায় তত্তৎ উপাধি-প্রাপ্তির সময়ে তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে সম্যক্ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল উপাধির মধ্যে কোন একটী উপাধি তন্তুবয়ন কর্ম্মে প্রাপ্ত বলিয়া উপলব্ধ হয় না, ও উহাতে তন্তুবায় জাতিত্ব প্রতিপাদিত হয় না। ঐ সকল উপাধির মধ্যে কোন একটী উপাধি দ্বারা পূর্ব্বে তাঁহাদিগের তন্তুবয়ন-বৃত্তি ছিল বলিয়াও সপ্রমাণ হয় না। তাঁহারা জাতিতে তন্তুবায় নন। তাঁহাদের মধ্যে আবার শূদ্র পদ-বাচ্য "দাস" উপাধি নাই। তাঁহারা কদাচ শূদ্র নন, প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য। অপরাপর স্থানীয় বসুকদিগের মধ্যে "সা" বা "সাধু", "প্রামাণিক", "রায়", "খাঁ", "চৌধুরী", "মণ্ডল" "বিশ্বাস" ইত্যাদি উপাধিও আছে। বসুকদিগের ন্যায় ওগুলি আবার অন্যান্য শ্রেণীতেও ব্যবহৃত আছে। ওগুলির মধ্যে কোন একটীতে তন্তুবায়-জাতিত্ব বা তন্তুবয়ন-বৃত্তি সপ্রমাণ হয় না। তত্তৎ উপাধি-বিশিষ্ট বসুকেরা কখন তন্তুবায় নহেন। বসুকেরা জাতিতে বৈশ্য। তাঁহারাই ভারতের প্রাচীন বণিক্। আর তন্তুবায়েরা শূদ্র (২০-২৪ পৃষ্ঠা)। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাধি গুলির ব্যবহার আছে; যথা,—আকুলি, আগুরি, আশ, কর, করেল, কারফর্মা, কুণ্ডু, গুঁই, চন্দ্র, ঘোষ, দত্ত, দাস, দে, নন্দী, নান, পাল, পালিত, ভড, ভদ্র, মান্না, রক্ষিত, রুদ্র, বিশ্বাস, লাহা, শীল, সেন ও হংসী ইত্যাদি। ঐ সকল উপাধির মধ্যে কেবল দত্ত ও বিশ্বাস উপাধিতে তন্তুবায় ও বসুকদিগের মিল দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ দুইটী উপাধি জাতি-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হয়। তন্তুবায় ও বসুকদিগের উপাধি-গত এত বৈসাদৃশ্য দৃষ্টে কাহার মনে না এরূপ প্রতীতি জন্মে যে উভয়ে কখন সমজাতি বা সমব্যবসায়ী নয়? এরূপ সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকিতেও আজকাল বসুকেরা জাতিতে তন্তুবায় বলিয়া ঘোষণা হইয়া থাকে। বসুক ও তন্তুবায়দিগের বৃত্তিগত পরস্পর ভেদ বিষয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় সমাজে বসুকদিগের জাতিত্ব বিষয়ে এরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে।

টিপ্‌পনী।

(৪৭ পৃষ্ঠা, ১৩ পঙ্‌ক্তি—আদিতে মানব-ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য বিষয়ে—)

"It is, indeed, a remarkable circumstance that the religion of Buddha should never have been expressly noticed by those" (*i. e.*, Megasthenes and other early Greek) "authors, though it had existed for two centuries before Alexander, and was destined in a century more to be the dominant religion of India. The only explanation is, that the appearance and manners of its followers were not so peculiar as to enable a foreigner to distinguish them from the mass of the people."—*Elphinstone's History of India, page* 261.

(৬০ পৃষ্ঠা, ১৭ পঙ্‌ক্তি—"কোলাণ্ডীওফোন্ত" [Kolandiophonta] শব্দের অর্থ বিষয়ে—)

গ্রীক্-গ্রন্থকার এরিয়ান্ "কোলাণ্ডীওফোন্ত" (Kolandiophonta) নামে একপ্রকার ভারতীয় জাহাজের উল্লেখ করিয়াছেন। কোলাণ্ডীও-ফোন্ত শব্দ সংস্কৃত "কোলাণ্ডীয়পোত" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। "কোল" শব্দে বন্দর বুঝায় (১৮৩ পৃষ্ঠা)। "অণ্ড" শব্দের যোগে ব্রহ্মাণ্ডাদি শব্দের ন্যায় "কোলাণ্ড" শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, করমণ্ডল উপকূলে কোলাণ্ড নামে কোন বন্দর ছিল। এখন তাহার অধিষ্ঠানভূমি নির্ণয় করা সহজ নহে। ঐ নগরের সমীপে ঐ সকল জাহাজ চলিত, এবং উহার আখ্যা অনুসারে উহাদের নাম "কোলাণ্ডীয়পোত" হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ঐ সকল জাহাজ বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া অনুগঙ্গ প্রদেশে বাণিজ্য করিতে আসিত।

(১৬১ পৃষ্ঠা, ২০ পঙ্‌ক্তি—শিমুলিয়ায় প্রথম বসতির বিষয়ে—

শিমুলিয়ার পূর্ব্বতন আখ্যা "শিমুল-সা"। "সা" সংস্কৃত "সাধু" শব্দের অপভ্রংশ,* অর্থ বণিক্। মেদিনীকোষে সাধু শব্দের অর্থ; যথা,—

* "SHA, SAH, s. A merchant or banker; often now attached as a surname. It is Hind *sah* and *sahu* from Skt. *sadhu*, 'perfect, virtuous, respectable,' ('prudhomme')."—*Yule and Burnell's Anglo-Indian Glossary.*

"সাধুর্বার্দ্ধুষিকাশ্চারঃ সজ্জনে চাভিধেয়বত্॥"

ধত্রিংশম্, ২৩ শ্লোক।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে সাধু শব্দ বণিক্ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে (১২১ পৃষ্ঠা)। সা ও সাধু উভয় শব্দেরই আবার উপাধিরূপে ব্যবহার আছে (২১৭ পৃষ্ঠা)। মুসলমানদিগের অধিকারকালে যে যে স্থানে বণিক্দিগের বাস ছিল, তত্তৎ স্থানও সা নামে আখ্যাত ছিল। শিমুলিয়ায় শিমুল-বণিক্দিগের বাস ছিল। এই জন্য উহার ওরূপ আখ্যা হয়। ঢাকা সহর আবার "সা-বন্দর্" নামে আখ্যাত ছিল।—(Wilsou's Glossary.)

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দের মধ্যে শিমুল-বণিক্ বসুকেরা শিমুলিয়ায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন (১৪৬ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৭৮৪ অব্দে হরিনারায়ণ নামে তাঁহাদের একটী নবম বর্ষীয় বালক তথায় হত হয়। তদ্বিষয়ক লিপিখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"Thursday, October 28th, 1784.—Whereas a horrid murder has been committed in Simmoolsah, on the body of Harreenarayan Seet, a boy of nine years of age, and Dottaram Napit, one of the villains, having made his escape, the Hon'ble the Governor and Council have been pleased to offer a reward of 200 Sicca Rupees, to be paid at the Police Office, to any person who shall deliver him either there or at any one of the Motussul Adawlets.

Dottaram is thirty years of age, a shaving barber by caste and trade; five feet eight inches high; of a dark olive, not black complexion; has a scar on the inside of his right knee, and the little finger of his left hand is very crooked."—*Seton-Karr's Selections from Calcutta Gazettes, page 7.*

(১৬৪ পৃষ্ঠা, ৪ পঙ্ক্তি—কলিকাতায় ইংরাজ-বণিক্দিগের কুটীর অধিকৃত ভূমির প্রাপ্তি বিষয়ে—)

খৃষ্টীয় ১৭১৭ অব্দে সম্রাট্ ফরক্সিয়ার ইংরাজ-বণিক্দিগকে যে সনন্দ-পত্রখানি দেন, তাহাতে লিখিত আছে—ইংরাজ-বণিক্দিগের প্রার্থনা এই যে, ভবিষ্যতে যে যে স্থানে তাঁহারা কুটী সংস্থাপন করিবেন, সরকার হইতে তাঁহাদিগকে তত্তৎ স্থানে চল্লিশ বিঘা ভূমি দিবার অনুমতি হয় (১৬৪ পৃষ্ঠা)। তখন কলিকাতায় তাঁহাদের একটী কুটী ছিল (১৬২ পৃষ্ঠা)। খৃষ্টীয় ১৬৯০ অব্দে ঐ কুটী সংস্থাপিত হয় (১২০ পৃষ্ঠা)। ঐ কুটীর অধিকৃত ভূমি তাঁহাদের খরিদা, কি সরকার হইতে প্রাপ্ত, ঐ সনন্দ-পত্রে তাহার কোন

নির্দ্দেশ নাই। যে যে সনন্দ-পত্র এখনও বর্ত্তমান আছে, সে গুলির মধ্যে কোন এক খানিতেও এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাইস্ সাহেব বলেন তাঁহাদিগকে ঐ ভূমি ক্রয় করিতে হইয়াছিল (১৯৩ পৃষ্ঠা)। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন যে, তাঁহারা আরঙ্গজীব বাদশাহের নিকট পুরস্কারস্বরূপ ঐ ভূমি পাইয়াছিলেন। সে বিষয়ক লিখনাংশটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"পরে দক্ষিণ দেশে মারহাট্টারা বড়ই উপদ্রপ করিতে লাগিল ইহাতে বাদশাহ অনেক সৈন্য সহিত দক্ষিণ দেশে গিয়া ভিঁওরা নদীর তীরে ছাউনি করিলেন ও আওরঙ্গাবাদ নামে এক শহর আবাদ করিলেন বাদশাহ প্রায় তথাতেই থাকিতেন। এক দিবস মারহাট্টারা এমন যুদ্ধ করিল যে তাহাতে বাদশাহেরও রক্ষা পাওয়া ভার হইল, তাহাতে তোপখানার ইঙ্গরাজেরা ব্যূহরচনা করিয়া বাদশাহের প্রাণ রক্ষা করিলেন। তাহাতে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান২ ইঙ্গরাজেরদিগকে উত্তম২ পদ দিতে চাহিলেন তাঁহারা সে সকল কিছুই না লইয়া কেবল এই কলিকাতাতে কিছু ভূমি লইলেন এই ইঙ্গরাজ বাহাদুরের এ হিন্দুস্থানে ভূমিসম্বন্ধের প্রথমাঙ্কুর হইল।"— "রাজাবলি," ৯১-৯২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ না করিয়া আমরা পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, প্রাইস্ সাহেবের চতুর্থ কারণ বিষয়ে আমাদের কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই (১৯৪ পৃষ্ঠা)।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।